সেকেন্দার শাহ

(ALEXANDER, THE GREAT)

(ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক)

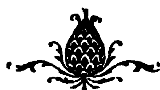
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

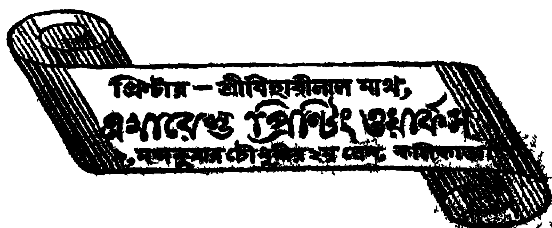
কলিকাতা

২৪ নং চোরবাগান সেকেণ্ড লেন

হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।







শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎসর্গ।

ভারতমাতার সুসন্তান,

বঙ্গের গৌরব, স্বদেশের আশাভরসা,

নির্ভীকহৃদয়—দিগ্বিজয়ী বীর,

আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ—

শ্রীল শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ

মহাশয়ের করকমলে

দিগ্বিজয়ী বীর

(ALEXANDER, THE GREAT)

"সেকেন্দার শাহকে"

অর্পণ করিলাম,—

কারণ,

"যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ"।

ইতি

গ্রন্থকার।

১৩৫১

ভূমিকা

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে "সেকেন্দার শাহ" রচিত হয়। "উপেক্ষিতা", "ক্ষত্রবীর", "সৎসঙ্গ" ইত্যাদি কয়েকখানি নাটক—পরিচিত বন্ধুবান্ধবগণের উৎসাহে (সাধারণ বঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার অপেক্ষা না করিয়া) প্রকাশ করিয়াছিলাম,—ঈশ্বরেচ্ছায় আশাতীত ফললাভ করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। "সেকেন্দার শাহ" প্রকাশের ব্যাপার অদ্ভুত। দশ বৎসর ধরিয়া যে পাণ্ডুলিপি স্বেচ্ছায় চাপিয়া রাখিয়াছিলাম,—এবার শুধু পরিচিত বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের উৎসাহ নয়,—অসংখ্য অপরিচিত নাট্যামোদী সাহিত্যসেবী ভদ্রমহোদয়—(বোধ হয় ক্রমে ক্রমে লোকপরম্পরায় অবগত হইয়া)—"আপনার সেকেন্দার শাহ বাহির হইল কি,—কিম্বা কবে বাহির হইবে—" ইত্যাদি তাগাদায় আমাকে এক রকম জোরজবরদস্তি করিয়া "সেকেন্দার শাহকে" বাজারে বাহির করাইলেন। ফলকথা, -"সেকেন্দার শাহ" আমার কাছে গুপ্তভাবে যখন দশবৎসর ছিলেন,—এরূপ ঘন ঘন তাগাদা,—আমার বাড়ীতে, অফিসে এবং গুরুদাস বাবুর দোকানে "সেকেন্দার শাহের" সন্ধানে দলে দলে সুধী সজ্জনের আগমন এবং সুদূর বোম্বাই, রেঙ্গুন, কানপুর, ঢাকা ইত্যাদি স্থান হইতে রাশি রাশি পত্র প্রেরিত না হইলে,—"সেকেন্দার শাহ" আমার ক্ষুদ্র কুটীর হইতে বড় সহজে দিগ্বিজয়ে বাহির হইতে পারিতেন না। আরও বোধ হয় কয়েক বৎসর ২৪ নং চোরবাগান সেকেণ্ড লেন, কলিকাতায় তাঁহাকে বন্দী থাকিতে হইত।

"সেকেন্দার শাহ" স্বর্গীয় নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথের পরামর্শে রচনা করি। অমরেন্দ্রনাথ এই "সেকেন্দার শাহ" নাটক এবং তাঁহার রচিত

"নেপোলিয়ান্ বোনাপার্ট্" নামক একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক খুব একটা সমারোহ ব্যাপার করিয়া অভিনয় করিবেন বলিয়া নিজের কাছে Reserved রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, বঙ্গের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতাকে—(পাঠক! বুঝিতে পারিতেছেন—কাহাকে ?—) নিজ-দলভুক্ত করিয়া তাঁহার সহিত মিলিয়া উক্ত নাটকদ্বয় অভিনয় করিবেন। সেজন্য সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। অনেকদিন ধরিয়া সে বিষয়ে চেষ্টা হইতেছিল—এবং বোধ হয় চেষ্টা অনেকটা ফলবতীও হইয়াছিল। বাদ সাধিল—নিষ্ঠুর কাল;—অমরেন্দ্রনাথ অকালে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। "সেকেন্দার শাহ" এবং "নেপোলিয়ান্ বোনাপার্ট্" তাঁহার উদ্যোগে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আর অভিনীত হইল না। অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে—আমার "সেকেন্দার শাহ" সাধারণ রঙ্গমঞ্চে (যেখানে আমি সংশ্লিষ্ট ছিলাম) দু'চার বার অভিনয় করিবার জল্পনা হয়,—কিন্তু মনের মতন অভিনেতার সমাবেশের অভাবে আমি প্রাণ ধরিয়া "সেকেন্দার শাহকে" কোথাও বাহির করি নাই। অন্য সাধারণ রঙ্গালয়—যেখানে প্রোপ্রাইটার আমাকে আহ্বান করিয়া নাটক লিখিবার জন্য লইয়া না যান,—সেখানে অযাচিতভাবে "বই বগলে" লইয়া নাট্যকার হইতে যাওয়া আমার অভ্যাস নাই,—তাই "সেকেন্দার শাহ" নাটক অন্য সাধারণ রঙ্গ-মঞ্চে অভিনীত হয় নাই। মধ্যে (অমরবাবুর মৃত্যুর পর) একজন সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রোপ্রাইটার আমাকে তাঁহার থিয়েটারে নাট্যকার হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাব নিমন্ত্রণমত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাতে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার এখন কি নাটক লেখা আছে ?" আমি বলিলাম—"সেকেন্দার শাহ!" তিনি বলিলেন—"সে এখন থাক্—এখন নাটক লোকে চাহেনা, তা'র আগে একখানা তিন অঙ্কে সমাপ্ত অপেরা লিখে দিতে পারেন ?" আমি বলিলাম

—"উঁ-হুঁ"। ব্যস্—ঐখানেই সাধারণ রঙ্গালয়ে "সেকেন্দার শাহ" অভিনয় করাইবার কথা শেষ। আমার এই "সেকেন্দার শাহ" নাটক অমরেন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি পাঠ করে নাই। অমরেন্দ্রনাথ "সেকেন্দার শাহের" দুইখানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর দুই তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে আমাকে তিনি দুইখানি পাণ্ডুলিপিই ফেরত দিয়াছিলেন। এই ঘটনার বহুদিন পরে,—তাগাদায় বাধ্য হইয়া "সেকেন্দার শাহ" ছাপাখানায় দিবার জন্য বাহির করিতে গিয়া দেখি—একখানি পাণ্ডুলিপি নাই। বাটীতে তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলাম, কোথাও পাইলাম না। বুঝিলাম, কোন তস্কর মহাপ্রভু কৃপা করিয়াছেন। যাহার চুরি যায় সে "শতগুণ পাপী"- যে চুরি করে সে "একপাপে পাপী।" আমার কিন্তু স্থিরবিশ্বাস—থিয়েটার-সংশ্লিষ্ট একটী "কালসর্প" কিছু আর্থিক সাহায্যের প্রত্যাশায় প্রায়ই আমার লিখিবার পড়িবার ঘরে আসিয়া বসিতেন, এবং আমাকে "সেকেন্দার শাহ" নাটক লইয়া যে থিয়েটারে তিনি প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন তথায় অভিনয় করাইবার জন্য চেষ্টা করিতে পরামর্শ দিতেন,—এ চৌর্য্যবৃত্তি তাঁহারই "হাত সাফাইয়ের" পরিচয়। এই কারণে আমি যথাসম্ভব পরিবর্ত্তন করিয়া এবং খুব "উঠিয়া-পড়িয়া—লাগিয়া" "সেকেন্দার শাহ" প্রকাশ করিলাম। ভয় হইল, আমার পূর্ব্বে সেই তস্কর-প্রবরের কোনও সমব্যবসায়ী যদি ঐখানি তাঁহার রচিত বলিয়া কোনও সাধারণ রঙ্গালয়ে কয়েক রাত্রির জন্য একবার ছোঁয়াইয়া রাখেন, তা'হ'লে আমার এই দশ-এগারো বৎসরের প্রাণপাত পরিশ্রম সব বিফল! যাক্—অনেকটা কথা বলিয়া ফেলিলাম। হে নাট্যামোদী সুধীবৃন্দ! "সেকেন্দার শাহ" আমার রচনা,—কিন্তু প্রকাশ করিবার অর্ডার আপনাদের। আপনাদের অর্ডার-সপ্লাই করিয়া আমি খালাস,—আপনারা এইবার ইচ্ছামত ভোগ-দখল করিতে থাকুন।

নাট্যোক্ত পাত্র-পাত্রীগণ।

পুরুষগণ।

ফিলিপ	...	মাসিদনের সম্রাট্।
সেকেন্দার শাহ Alexander, The Great	}	ঐ পুত্র।
আরিস্ততল	...	সেকেন্দার শাহের শিক্ষাগুরু।
কালিস্থানি	...	আরিস্ততলের শিষ্য।
ক্লিতস্	...	ফিলিপের চাটুকার।
হেপাস্তেন	...	সেকেন্দার শাহের বন্ধু।
পার্ম্মিনি	...	মাসিদনের রাজমন্ত্রী।
অতালস	...	রাজ-কর্ম্মচারী।
আন্তিপেতর	...	মাসিদনের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।
পৌসেনি	...	স্পার্টানিবাসী।
দারা	...	পারস্যের সম্রাট্।
বিশা খাঁ	...	ঐ বিশ্বস্ত সেনাপতি।
জোলস্	...	দারার পুত্র।
ইস্মানি	...	পারস্যের সেনানায়ক।
পিন্দার	...	ঐ অন্যতম সেনাপতি।
আন্তি	...	তক্ষশীলার রাজা।
বিশোক	...	ঐ সেনাপতি।
সদারাম	...	ঐ মন্ত্রী।

পুরু	…	পঞ্চনদের অধীশ্বর।
অরিন্দম	…	ঐ পুত্র।
চণ্ডী	…	যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ।
কল্যাণ	…	ঐ শিষ্য।

দাসব্যবসায়ী।

সর্দ্দার, বণিকগণ, পারসীক প্রজাগণ, পারসীক সৈন্যগণ, মাসিদন সৈন্যগণ, সভাসদ্‌গণ, ব্রাহ্মণগণ, দরবেশ, রক্ষিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

দিয়ানা	…	আরিস্ততলের পালিতা-কন্যা (স্পার্টান জাতীয়া)
ওলিম্পিয়া	…	মাসিদনের সম্রাজ্ঞী (সেকেন্দার শাহের মাতা)
ষ্টাতিরা	…	দারার বেগম।
রক্ষণা	…	নর্ত্তকী বাঁদি।
অর্পণা	…	আম্ভির কন্যা।

নর্ত্তকীগণ, সখীগণ, ইত্যাদি।



সেকেন্দার শাহ।

[illegible]

Alexander, the Great.



প্রথম অঙ্ক।



প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আরিস্ততলেব বাটীর প্রাঙ্গণ।

(একটী ছোট চৌকিতে বসিয়া আরিস্ততল পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন এবং তাঁহাব অদূবে ভূতলে বসিয়া দিযানা একখানি অস্ত্র পরিষ্কার করিতে-ছিল, কিছুক্ষণ পবে পাঠ বন্ধ করিয়া দিয়ানার প্রতি নিরীক্ষণ করিযা আরিস্ততলের ঈষৎ হাস্য।)

দিযানা। হাস্‌ছ যে বাবা?

আবি। তোকে দেখে হাস্‌ছি,—তোর কথা মনে প'ড়ছে আর আনন্দে হাসি চেপে রাখ্‌তে পাচ্ছিলাম না!

দিয়ানা। আশ্চর্য্য বটে। রোজই তো আমাকে দেখ্‌ছ বাবা, আজ তবে কেন হঠাৎ এত আনন্দ হ'ল?

আরি। বেটী! আনন্দ হবেনা? একটী শুষ্ক মৃতপ্রায় চারা-বৃক্ষ প্রথের ধারে অনাদরে অযত্নে প'ড়ে পদদলিত হ'চ্ছিল; তা'কে বুকে ক'রে তুলে এনে সুন্দর নিরাপদ স্থানে রোপণ ক'রে স্বহস্তে লালন-পালন ক'ল্লেম! দেখতে দেখতে আদরযত্নের গুণে অতি অল্পকালের মধ্যেই সেই বৃক্ষটী নয়নরঞ্জন পত্রপুষ্পশোভিত শাখাপ্রশাখা বিস্তার ক'রে আপনার তেজে আপনি বর্দ্ধিত হ'ল! তা'র পানে চাইলে কি অপার আনন্দ হয়—তা' কি তোকে বুঝিয়ে ব'লতে হবে মা?

দিয়ানা। বাবা! এ আনন্দ তো স্বাভাবিক! সন্তানকে লালন-পালন ক'রে সে আনন্দ তো সকল পিতামাতাই উপভোগ ক'রে থাকেন। কিন্তু তোমার আনন্দ তো স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশী দেখ্ছি বাবা!

আরি। আমি যে অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক ক'রেছি মা! ক্ষুদ্র ক্ষীণকায়া কোমল বালিকা তুই,-তোকে ব্যায়ামশিক্ষা, যুদ্ধশিক্ষা, অস্ত্রশিক্ষা দিয়ে,—তোর প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বলিষ্ঠ ক'রে তুলেছি। শৌর্য্যবীর্য্যে, বুদ্ধিমত্তায়, ক্লেশসহিষ্ণুতায়, অবিচারে কঠোর আজ্ঞাপালনে,—স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাক্, সমগ্র গ্রীস্‌বাসী পুরুষগণের মধ্যে তোর সমকক্ষ বিরল ব'ল্লেও অত্যুক্তি হয়না!

দিয়ানা। সে তোমারি শিক্ষার গুণ বাবা। তা'র ওপোর-তোমার ঔরসে যখন জন্মগ্রহণ ক'রেছি—

আরি। তা'তো করিস্‌নি মা! আমার ঔরসজাতা কন্যা হ'লে বোধ হয় তোকে এমন মনের মতনটী ক'রে গঠিত ক'ত্তে পার্তুম না!

দিয়ানা। এঁ্যা—সেকি বাবা?

আরি। অমিতবিক্রম স্পার্টান্ বীরের ঔরসে তোর জন্ম! বীর-প্রসবিনী শক্তিশালিনী স্পার্টা রমণী যে তোকে গর্ভে ধারণ ক'রেছে! দুর্ব্বল এথেন্স্‌বাসী এই বৃদ্ধ আরিস্তল তোর পালক পিতা!

দিয়ানা। এত দিন তো এ কথা বলনি বাবা!

আরি। বল্‌বার সময় হযনি—তাই বলিনি মা! পূর্ব্বে শুন্‌লে হযতো তোর শিক্ষার ব্যাঘাত হ'ত!

দিয়ানা। আমার পিতামাতা কি আমায় পালন ক'র্ত্তে পাল্লেন না?

আরি। স্পার্টাবাসীরা দুর্ব্বল শিশুকে কখনো পালন করেনা। নিজহস্তে হত্যা করেনা বটে, কিন্তু তা'কে অকাতরে মৃত্যুমুখে পরিত্যাগ ক'রে রেখে আসে। অযত্নে—অসহায়াবস্থায় অনাবৃত স্থানে কোন শিশু মৃত্যুক্রোড়ে আশয পায, আবার অদৃষ্টক্রমে তোর মতন কেউ বা কা'রও করুণার চক্ষে প'ড়ে আপনার জীবনের ইতিহাস পরিবর্ত্তনের অবসর পায।

দিয়ানা। সত্য ব'লেছ বাবা। এ আনন্দ শুধু তোমার নয়,—আমারও যথেষ্ট।

আরি। আর একজনকে শিক্ষা দিযে এমনি আনন্দ হ'যেছিল।

দিযানা। কা'কে বাবা?

আরি। মাসিদনের অধীশ্বর সম্রাট্ ফিলিপের পুত্র' কুমার আলেক-জান্দারকে। অষ্টাদশ বৎসরের বালক ভীষণ চারোণিযাযুদ্ধে পিতার সহিত যোগদান ক'রে অদ্ভুত বীরত্বপ্রদর্শনে সমগ্র পৃথিবীর বীরজাতিকে পর্য্যন্ত চমৎকৃত ক'রেছে! যত দিন যাচ্ছে,—শত্রুমিত্র একবাক্যে যতই তা'র বীরত্বের যশোগান ক'চ্ছে, ততই আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে ক'চ্ছি,—ততই আমার আনন্দের মাত্রা সহস্রগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'চ্ছে!

(যোদ্ধ্‌বেশে আলেকজান্দারের প্রবেশ ও নতজানু হইয়া আরিস্ততলের জানুস্পর্শ করণ)

আলেক। গুরুদেব! আপনি যার শিক্ষাদাতা, তা'র পক্ষে পৃথিবীতে কোন্ কার্য্য অসম্ভব? কিন্তু অদ্ভুত শক্তি—আশ্চর্য্য রণকৌশল আমার

পিতার। এখন দেখ্‌ছি—আমার দিগ্বিজয়ী হবার আর কোন সম্ভাবনা নাই। পিতাই যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জয় ক'রে ফেলেন—তবে আমার বীরত্ব প্রদর্শনের আর স্থান রইল কোথায়?

আরি। যথার্থ ব'লেছ বৎস। বীরত্বের ইতিহাসে সম্রাট ফিলিপের নাম অনন্তকালাবধি স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাক্‌বে। বীরশ্রেষ্ঠ ফিলিপের অভ্যুত্থান না হ'লে, আজ এই নগণ্য ক্ষুদ্র মাসিদান্ জাতিকে পৃথিবীতে কেউ চিন্‌তেই পার্ত্তনা। যে জাতিকে অসভ্য বর্ব্বরজ্ঞানে এথেন্স্‌বাসী থেব্‌বাসিগণ এতকাল ঘৃণাভরে উপেক্ষা ক'রে এসেছে, আজ চারোণিয়ার রণক্ষেত্রে সেই জাতিকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত—পরাজিত—লাঞ্ছিত হ'য়ে সেই দাম্ভিক থেব্‌বাসী এথেন্স্‌বাসী সম্রাট্ ফিলিপের পদানত। সম্রাট্ ফিলিপের ভয়ে ভীত হ'লেও তবু মাঝে মাঝে তা'রা বিদ্রোহাচরণ কর্ত্ত, কিন্তু এখন হ'তে তোমাদের পিতাপুত্রের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে আর ভ্রমেও কেউ কখনো মস্তক উত্তোলন ক'র্ব্বেনা।

আলেক। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এথেন্স্‌বাসিগণ এত সুসভ্য বিদ্বান্ বুদ্ধিমান,—কারুশিল্পভাস্কর্যাদিকার্য্যে এমন সুদক্ষ হ'য়ে—রণস্থলে জাতীয় সম্মান রক্ষা ক'র্ত্তে সমর্থ হ'লনা।

আরি। আশ্চর্য্য কি রাজকুমার? আলস্য ও বিলাস যে জাতির মধ্যে প্রবেশ করে,—জ্ঞানচর্চ্চায় সে জাতি অদ্বিতীয় হ'লেও, বাহুবল অভাবে তা'র পতন অনিবার্য্য! জাতীয় অধঃপতনের আর এক কারণ,—অসার বক্তৃতা, বাগ্মীবরের সংখ্যাবৃদ্ধি! ডিমস্থিনিপ্রমুখ বক্তাগণের কৃপায় এথেন্স্ প্রদেশে আজকাল লেখনী অসির উপর যেরূপ প্রাধান্য স্থাপন ক'রেছে,—অসিযুদ্ধ অপেক্ষা এথেন্স্‌বাসিগণ বাগ্‌যুদ্ধে যেরূপ দক্ষতা—প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছে,—তা'তেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হ'চ্ছে,—এথেন্স্ আর কখনো আপনার লুপ্ত স্বাধীনতা উদ্ধারে সক্ষম হবেনা! যা'হোক্

বৎস—তোমার প্রতি আমার এইমাত্র উপদেশ, এখন হ'তে যুদ্ধকার্য্যে নিয়ত ব্যাপৃত থাকলেও, অবসরমত এক একবার অমরকবি "হোমরের ইলিয়দ্" কাব্যখানি পাঠ কোরো!

আলেক। সে কথা কি আমায় নূতন ক'রে ব'লতে হবে প্রভু? এই দেখুন—আপনারই প্রদত্ত সেই অমূল্য রত্ন দিবানিশি আমার সঙ্গে বিরাজ ক'চ্ছে! এই ইলিয়দ কাব্যই আমার সংসার-সমুদ্রের একমাত্র ধ্রুবতারা! প্রাণের বন্ধুর মত,—সমরজ্ঞানের আধার এই মহাকাব্যগ্রন্থকে সঙ্গে নিয়ে আমি ভ্রমণ করি,—শয়নকালে পাছে সঙ্গচ্যুত হয়, এইজন্য আমি আমার অসির সঙ্গে একত্র ক'রে শিয়রে রেখে শয়ন করি! কি ভাবময়—কি উত্তেজনাপূর্ণ—কি হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা! যুদ্ধস্থলের কি প্রাণাভিরাম অপূর্ব্ব দৃশ্য!

দিয়ানা। (উত্তেজিত ভাবে) অপূর্ব্ব দৃশ্য! সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস কর্ব্বার জন্য যুদ্ধদেবী বিকট বদন ব্যাদান ক'রে গভীর গর্জ্জন ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে অগ্রসর হ'চ্ছেন,—শত্রুনাশ কর্ব্বার জন্য গ্রীক্‌দিগের দুরন্ত ক্রোধাগ্নি যেন আকাশপাতাল ভস্মীভূত কর্ব্বার মানসে চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হ'চ্ছে! কোনস্থানে বা অগ্নিকুণ্ড ভীষণ আকার ধারণ ক'রে শশীসূর্য্য পর্য্যন্ত ধূমে আচ্ছাদিত ক'রে ঘন ঘন বজ্রনির্ঘোষে দশদিক্ আলোড়িত ক'রে ক্রোধাগ্নির উগ্রশিখায় জগৎকে ঝলসিত ক'চ্ছে! বীরবর! আমি ক্ষুদ্র রমণী,—সে বর্ণনা পাঠে আমার হৃদয়ে পর্য্যন্ত অমানুষিক শক্তিসঞ্চার হয়!

আলেক্। অদ্ভুত তেজস্বিনী নারী! কে ইনি প্রভু?

আরি। আমার পালিতা কন্যা,—আমার শিষ্যা! যুবরাজ! তোমাদের দু'জনকে শিক্ষা দিতে আমি যে পরিশ্রম ক'রেছিলেম,—এত দিনে বুঝ্‌লেম—সে প্রাণপাত পরিশ্রম আমার খুব সার্থক হ'য়েছে! আমার সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা উপযুক্ত পাত্রেই অর্পিত হয়েছে।

আলেক। শুনেছিলেম বটে—আপনার এক কন্যা আছেন,—কিন্তু কখনো তাঁ'কে চক্ষে দেখিনি। ইনিই কি তিনি?

আরি। হ্যাঁ—এই সেই বালিকা—আমারই কন্যা ব'লে সকলের নিকট পরিচিতা। তুমি রাজপুত্র—সমগ্র জাতির আশাভরসার স্থল। সুকুমার কিশোর বয়সে সুন্দরী দেখে শিক্ষালাভের সময় পাছে তোমার হৃদয়ের চাঞ্চল্য হয়,—সেই জন্য আমি একে তোমার নিকটে কখনো আস্‌তে দিইনি। শোন রাজকুমার! শুধু শিক্ষার নয়,—জগতে সকল মহৎকার্য্য সম্পাদনের একমাত্র অন্তরায়,—প্রেম—রমণীরূপজ মোহ! যদি বীরত্বের ইতিহাসে অনন্তকালের জন্য মহাবীর আলেক্‌জান্দার নাম স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত ক'র্ত্তে চাও,—রমণী দেখে কখনো আত্মহারা হোয়োনা!

আলেক। বারবার সে কথা ব'লে কেন আমাকে লজ্জা দেন গুরুদেব? আপনার সমস্ত উপদেশ আমার হৃদয়ের পরতে-পরতে লেখা রয়েছে! আমি নিশ্চয় জানি,—আপনার শিক্ষানুযায়ী কার্য্য ক'রে আমি জগতে অসাধ্যসাধন ক'র্ত্তে সক্ষম হব! শুধু আপনার উপদেশ নয়,—আমি নানা গ্রন্থ পাঠ ক'রে দেখেছি,—সংসারে অনেক দৃষ্টান্ত দেখে সম্যক্ ধারণা অন্তরে বদ্ধমূল ক'রেছি,—বীরকার্য্যে বীরপুরুষের প্রধান বিঘ্ন স্ত্রীজাতি!

দিয়ানা। বাবা! আমিও তোমার কাছে কতবার শুনেছি,—ভীরু দুর্ব্বল ভয়ার্ত্ত পুরুষের হৃদয়ে অনেক স্থলে রমণীই শক্তিসঞ্চার করে! যুদ্ধকালে রমণীই পুরুষের প্রধান উৎসাহদাত্রী—আমি বিস্তর গ্রন্থে এ কথা পাঠ ক'রেছি! প্রয়োজন হ'লে, রমণীও সমরক্ষেত্রে পুরুষের পার্শ্বচারিণী হ'য়ে অস্ত্রশস্ত্রকরে সহস্র সহস্র অরাতির ছিন্নমুণ্ড ধূলায় লুণ্ঠিত ক'র্ত্তে সক্ষম হয়!

[দিয়ানার গর্ব্বভরে প্রস্থান।

আরি। (অন্যমনে) তর্কের প্রয়োজন নেই মা! সংসারে কিসে ভাল- কিসে মন্দ—সকল সময় সম্যক্ নিরূপণ করা সুকঠিন! দিয়ানা! চলে গেছে? গর্ব্বিতা স্পার্টান বালিকার প্রগল্‌ভতায় কিছু মনে কোরোনা যুবরাজ! চল—বিশ্রাম ক'র্ব্বে!

আলেক্। স্পার্টান বালিকা? আমি ঠিকই অনুমান করেছিলেম।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কালিস্থানির প্রবেশ)

কা। হুঁ—হুঁ চাঁদ—বুঝিছি বুঝিছি। অনেক দিনই বুঝিছি। ও মাটিই মাখো, কুস্তীই কর, ডন্‌ই ফেলো, বৈঠকই বসো, আর এঁটে সেঁটে মর্দ্দানার মতন কাপড়ই পরো,—জাতের ধর্ম্ম যাবে কোথায় বাবা? ম'রেছে,—ছুঁড়ী নির্ঘাতই মরেছে। ঐ রাজার যণ্ডা ছেলেটার ওপোর অনেক দিন থেকেই ম'রে পেত্নী হ'য়ে ব'সে আছে! গুরুদেব কেবল পাঁচীল আড়াল দিয়ে রাখ্‌ছিলেন—পাছে দু'টোর দেখাসাক্ষাৎ হয়! ওরে বাবা—এ পীরিতের দৌড়,—পাঁচীল কি, কত বড় বড় আল্‌প্‌স্ পর্ব্বত ভেদ ক'রে ঠিক স্থানে ট'প্‌কে গিয়ে পড়ে! ছোঁড়াটা যে দিন প্রথম এখানে আসে, সেই দিনই ছুঁড়ীটা একবার উঁকি মেরে দেখেই ল'ট্‌কে প'ড়েছে। আরে—আমার যে ঐ সব দেখেশুনেই লেখাপড়া কিছু হোলোনা। কেবলই ঘুরে ফিরে ছুঁড়ীটার মজা দেখেছি! নইলে কত ব্যাটা গাধাগরু এখানে মানুষ হয়ে গেল,—আর আমি যে কালুয়া সেই কালুয়াই র'য়ে গেলুম? ছোঁড়াটা হাজার হোক্ সম্রাটের ছেলে কিনা,—বেটীকে গ্রাহ্যই করেনা—গ্রাহ্যই করেনা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক



মাসিদোনিয়া—রাজোদ্যান।

সম্রাট্ ফিলিপ, নর্ত্তকীগণ ও ক্লিতস্।

গীত

আজি মধুযামিনী, মেদিনী মোদিনী,
বঁধু হে, প্রেমসুধা পিয়াব।
এস, হৃদয়রতন, করিয়ে যতন,
হৃদয়-আসনে বসাব।
ওগো—কত দিন পরে তোমায় পেয়েছি,
কত কথা প্রাণে গাঁথা রেখেছি;—
মুখে মুখে বুকে বুকে, প্রেম-আলাপন সুখে,
এক হ'য়ে প্রাণে প্রাণ মিশাব॥

[গীতান্তে নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

ফি। তোমারি নিতান্ত অনুরোধে আমি রাজপ্রাসাদে এই সমস্ত আমোদপ্রমোদ উৎসবের আদেশ প্রদান ক'রেছি,—নইলে রাজকুমারের জন্য এ সকল নৃত্যগীতবাদ্যের অনুষ্ঠান আমার আন্তরিক ইচ্ছা নয়।

ক্লিতস্। সে কি আর জানিনা সম্রাট্? ছেলের মতন বাপের ফূর্ত্তির পথে কাঁটা আর কেউ আছে? বাপের প্রাণে ফূর্ত্তির ষোল আনা ঢেউ খেল্লেও, ছেলের জন্যে—ছেলের ভয়ে প্রাণ খুলে নির্ভয়ে তেমন সখ্ মেটাবার সুযোগ আর মেলে না।

ফি। উপযুক্ত পুত্র হ'লে—পিতাকেও সময় সময় সমিহ ক'রে চ'ল্‌তে হয়! বিশেষতঃ—আলেক্‌জান্দারের মতন বীরপুত্র যার—

ক্লিতস্‌। তাঁ'কে তো একেবারে সদাসর্ব্বদা কেঁচোর অধম হ'য়ে থাক্‌তে হয়! বাপ্‌! ওকি সোজা ছেলে আপনার? ছেলেবেলা থেকে যে রকম নমুনা দিচ্ছেন—তা'তে আপনার আর বড় বেশীদিন পসার থাক্‌ছে না!

ফি। সত্য কথা ব'ল্‌তে কি ক্লিতস্‌—আমি যুদ্ধক্ষেত্রে কুমারের বীরত্ব দেখে স্তম্ভিত হ'য়েছি! আমার বিশ্বাস,—এই ভীষণ চারোণিয়াযুদ্ধে কুমার যদি আমার সহায়তা ক'র্ত্তে না যেতো, তা'হ'লে গ্রীসের বিপুল বাহিনীকে পরাস্ত করা আমার পক্ষে সুদূরপরাহত হ'ত। ক্লিতস্‌! আমি আজীবন প্রাণপাত পরিশ্রমে—বিপুল অধ্যবসায়ে এই নগণ্য ক্ষুদ্র মাসিদনজাতিকে জগতে বীরত্বগৌরবের শীর্ষদেশে প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বার চেষ্টা ক'রেছি এবং বোধ হয়—অনেকটা সফলকামও হ'য়েছি! কিন্তু আমার অন্তরে এক বিষম ভাবনা ছিল,—হয়তো আমার অবর্ত্তমানে—মাসিদনজাতি এ বীরত্বগৌরব—এ জাতীয় গৌরব—এ দেশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে সক্ষম হবেনা। কিন্তু কুমারের শিক্ষা, দীক্ষা, শৌর্য্যবীর্য্য দেখে আমার সে ভ্রম ঘুচে গেছে। আমি স্থির বুঝেছি,—আমি যে ভিত্তি নির্ম্মাণ ক'ল্লেম,—আমার যোগ্যপুত্র মহাবীর আলেকজান্দার সেই ভিত্তির উপর অভ্রভেদী বিশাল কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত ক'র্ব্বে!

ক্লিতস্‌। বেশ তো—সেতো ভাল কথা—উত্তম কথা! সেই জন্যেই তো ব'ল্‌ছি,—ছেলে এখন লায়েক হ'য়েছে,—যুদ্ধবিগ্রহ হাঙ্গাম-হুজ্জুৎ এখন থেকে সেই সব ক'রুক্‌! আপনার আর এ সব ঝঞ্ঝাটে কাজ কি? এখন একটু আরাম করুন। সম্রাট্‌! পৃথিবীতে এসেছেন—চিরকালই কি মারামারি কাটাকাটী ক'র্ব্বেন? চিরকালটাই কি খেটে খেটে দেহপাত ক'র্ত্তে হবে? ছেলেবেলা থেকে তো কখনো আনন্দ

ক'ল্লেন না,—আরাম কা'কে বলে তা' তো জান্‌লেন না! এইবার একটু এ দিকে মনোযোগ করুন,—নইলে বাঁচ্‌বেন কেন?

ফি। হ্যাঁ—তা' যথার্থ বটে! এইবার একটু আরামের দিকে দৃষ্টিপাত ক'র্ত্তে হবে বইকি। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এতকাল বিলাসিতার ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিনি,—একদিনের জন্য ভুলে নিজেও কখনো আমোদপ্রমোদে যোগদান করিনি,—মাসিদনের কোনও ব্যক্তিকে কখনো কোনরূপ আনন্দ-উৎসবে যোগদান ক'র্ত্তে দিইনি, সে উদ্দেশ্য আমার সিদ্ধ হ'য়েছে। এক স্পার্টা ব্যতীত আজ গ্রীসের সমস্ত জনপদ আমার পদানত! আমারই বিপুল চেষ্টার ফলে সমরনিপুণ মাসিদনজাতি—যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুগণের অজেয়! আমারই কৌশলে—আমারই বুদ্ধিবলে অশিক্ষিত মাসিদন আজ সুশিক্ষিত,—ভীরু কাপুরুষ দুর্ব্বল অলস মাসিদন আজ সাহসী, কর্ম্মঠ! জনগণ ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হ'লেও—আমারই যত্নে, আমারই উদ্যমে জাতীয়ভাবে সকলেই মিলিত—একত্রীভূত! ক্লিতস্‌! এইবার আমি নিশ্চিন্তে আমোদপ্রমোদে—আনন্দ উৎসবে যোগদান ক'র্ত্তে পারি!

ক্লি। পারি কি—পার্ত্তেই হবে! দেশে ভাল ভাল নানারকমের সরাপ সৃষ্টি হ'চ্ছে,—একটু একটু বদনে না দিলে সে সব পচে দুর্গন্ধ বেরুবে! ভাল ভাল সব রূপসী স্ত্রীলোক এধারে ওধারে ছড়িয়ে প'ড়ে রয়েছে,—এক এক করে সব এনে দিই,—দেখুন—পছন্দ করুন—বিবাহ করুন—দাসী রাখুন—

ফি। আমোদ উপভোগে আর আমি বীতরাগ নই,—কিন্তু এখনও আমার মহাকার্য্য সম্পাদন ক'র্ত্তে বাকী! যেমন করে হোক্‌—পারস্য-সম্রাট্‌কে পরাজিত ক'রে—এসিয়ার বিরুদ্ধে আমাকে যুদ্ধযাত্রা ক'র্ত্তেই হবে। এই যে এতকাল ধ'রে শক্তিশালী দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য সৃজন ক'ল্লেম,—

সে কি কেবল দুর্ব্বল গ্রীক্‌গণকে বিধ্বস্ত কর্ব্বার জন্য ? জগৎকে জানাব না,—ফিলিপ শুধু গ্রীস্‌বিজয়ী নয়,—মাসিদনেশ্বর সম্রাট্ ফিলিপ সমগ্র পৃথিবীবিজয়ী অদ্ভুতকর্ম্মা—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাবীর ?

ক্লি। তা' তো ক'র্ত্তেই হবে—তা' তো ক'র্ত্তেই হবে। ছেলে যখন মজবুৎ হ'য়েছে—তখন আপনার আর ভাবনা কি ? যা' মনে ক'র্ব্বেন, তখুনি তাই হবে। তা'হ'লে আমি একবার বিলাসকক্ষের দিকে যাই,—দেখি সুন্দরীরা ঘুমিয়ে প'ড়লো বুঝি !

ফি। ব্যস্ত হও কেন ? কুমার আস্‌ছে—কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আমিও তো বিলাসকক্ষে যাব !

(আলেকজান্দারের প্রবেশ)

ফি। এত বিলম্ব হ'ল যে ?

আলেক। সমগ্র সেনানীবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে—তা'দের হৃদয়ের ভাব বুঝ্‌তে গিয়েছিলেম সম্রাট !

ফি। কি বুঝ্‌লে ?

আলেক। বুঝ্‌লেম,—সৈন্যসংস্কার—সৈন্যগঠনকার্য্যে সম্রাটের দূরদর্শিতা—দক্ষতা জগতে অতুলনীয় ! স্বচক্ষে দেখে এলেম,—ভয়ঙ্কর চারোণিয়াযুদ্ধে শ্রান্তক্লান্ত মাসিদন সৈন্যগণের মধ্যে অবসাদের চিহ্ন মাত্রও নাই ! সবাই যেন নবোৎসাহে পূর্ণ ! সকলেই যেন দিগ্বিজয়ে যাবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক ! জনে জনে সম্রাটের আদেশে প্রাণ দেবার জন্য বিচঞ্চল ! পিতা ! এ বীরত্ব—এ অলৌকিক সমরনীতি আপনাতেই সম্ভব !

ফি। আলেকজান্দার ! আমিও আজ মুক্তকণ্ঠে বলি,—তুমি স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপন কর ! মাসিদন রাজ্য তোমার পক্ষে অতি ক্ষুদ্র !

আলেক। আপনি পিতা—গুরু—শিক্ষাদাতা! আপনি আমায় আশীর্ব্বাদ করুন—আমি অবহেলে সমস্ত পৃথিবী জয় ক'র্ব্ব!

ফি। অতি সোজা কাজ—অতি তুচ্ছ কাজ। সম্রাট্ সৈন্যসামন্ত এমন ক'রেক'র্ম্মে রেখেছেন,—কেবল একবার সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেই—ব্যস—একেবারে শত্রুর অঙ্গে পক্ষাঘাত! তবে একটা কথা হ'চ্ছে কিনা—সৈন্যসামন্তদের মাস গেলে অনেকগুলি টাকা মাইনে দিতে হবে।

ফি। যেমন ক'রেই হোক্—সৈন্যদের বেতন দিতেই হবে! যে কার্য্যে লোকের স্বার্থ নাই,—যে কার্য্য লোকে ভয়ে অথবা অধীনতায় বাধ্য হ'য়ে করে,—সে কার্য্যে কখনো উৎকর্ষলাভ হ'তে পারেনা। যে কার্য্যে স্বার্থ থাকেনা,—সে কার্য্য লোকে ক'দিন প্রাণের সহিত ক'র্ত্তে পারে? সংসারে স্বার্থই একমাত্র বলবান্। অনেক বুঝে তবে আমি অবৈতনিক সৈন্যের পরিবর্ত্তে বেতনভুক্ সৈন্য নিযুক্ত ক'রে তা'দের যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ ক'র্ত্তে সক্ষম হ'য়েছি! কেবল তাই নয়,—সৈন্যগণকে সময় সুময় প্রচুর পুরস্কার এবং সম্মান প্রদান ক'রে তা'দের হৃদয়ে জাতীয় ভাবের অঙ্কুর উৎপাদন ক'র্ত্তে হয়।

আলেক। একটা কথা নিবেদন ক'চ্ছিলেম,—সম্রাট্ কি মাসিদোনিয়া থেকে স্পার্টাবাসীদের বিদায় ক'র্ত্তে আজ্ঞা প্রদান ক'রেছেন?

ফি। হ্যাঁ—বৎস! স্পার্টাবাসীরা মাসিদনের মহাশত্রু। সমগ্র গ্রীকগণ আমার বশ্যতা স্বীকার ক'রেছে, কিন্তু স্পার্টানরা এখনও আমার বাহুবল উপেক্ষা ক'রে স্বাধীন ভাবে বিচরণ ক'চ্ছে! যদিও সে দর্প তা'দের অচিরায় এই মাসিদনের হাতে খর্ব্ব হবে সত্য, তথাপি শত্রু-জ্ঞানে তা'দের সহিত যথোচিত শত্রুতা আচরণ করাই যুক্তিসিদ্ধ! তাই আমি আদেশ ক'রেছি—মাসিদোনিয়ানিবাসী প্রত্যেক স্পার্টানের বাসস্থান লুণ্ঠন ক'রে তা'দের এ রাজ্য হ'তে দূরীভূত করা হোক্!

আলেক। আপনি সম্রাট্—দূরদর্শী—রাজনীতিবিৎ মহাপুরুষ; আপনি যা' ভাল বিবেচনা ক'র্ব্বেন—কোন্ মূর্খ তা'র প্রতিবাদ ক'র্ত্তে সাহসী হবে? তবে আমার এইমাত্র প্রার্থনা,—যা'রা আপনার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে—তা'রা শত্রু হোক্—মিত্র হোক্—আপনারই প্রজা। প্রজার প্রতি যা'তে কোনরূপে নিষ্ঠুর আচরণ করা না হয়, সে বিষয়ে সম্রাটের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য নয় কি?

ফি। বৎস! তুমি বালক;—যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ ক'ল্লেও—এখনও রাজ্যরক্ষার সমস্ত কৌশল অবগত নও! তুমি এখনও বোধ হয় উপলব্ধি ক'র্ত্তে পারনি যে, সাম—দান—ভেদ এই তিন প্রকৃষ্ট উপায়ের দ্বারা সাম্রাজ্য পরিচালনা ক'র্ত্তে হয়। যে স্থানে এ তিনটী উপায় ব্যর্থ হয়—সে স্থানে দণ্ডপ্রয়োগে স্বকার্য্যসাধন বিধেয়। উৎকোচ ও চক্রান্ত চিরদিন আমার প্রধান অস্ত্র! এই অস্ত্রের সাহায্যে কার্য্য সম্পন্ন হ'লে আমি কখনো অসি কোষমুক্ত করিনা! কিন্তু এ মহা অস্ত্র ব্যর্থ হ'লে—দণ্ডপ্রয়োগে আমি শত্রুজয় করি। স্পার্টান্জাতিকে কৌশলে বশীভূত ক'র্ত্তে কখনই আমি সক্ষম হবনা, সেই কারণে তা'দের প্রতি দণ্ডের ব্যবস্থা ক'রেছি। বিশেষতঃ—সামান্য অগ্নিস্ফূলিঙ্গ হ'তে কতটা সর্ব্বনাশ সাধিত হওয়া সম্ভব,—তা' তোমার অবিদিত নয়। জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত রাজভক্ত আজ্ঞাবাহী আমার মাসিদন প্রজার শান্তি-কুটীরে আমি কিছুতেই এই স্পার্টান্রূপ ভস্মাবৃত অগ্নিকণা রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পার্ব্বনা।

আলেক। যথার্থ বলেছেন সম্রাট্,—আমার শিক্ষার এখনও বিস্তর বাকী! আজ্ঞা করুন—আমি মা'র কাছে যাই!

ফি। যাও বৎস—বিশ্রাম করগে!

[আলেকজান্দারের প্রস্থান।

লড়াই

(অপর দিক দিয়া মালাহস্তে দিয়ানার প্রবেশ)

দি। (আলেকজান্দারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) রাজকুমারের জয় হোক্!

ফি। এ কি? কে এ রূপসী?

ক্লি। একেবারে ভরাট্ জোছনা!

দি। মহাশয়! রাজকুমার এখন কি আর এ দিকে আস্‌বেন না?

ক্লি। আস্‌বেন বই কি! কেন গা সুন্দরী?

দি। এই মালাগাছটী বীরপুরুষকে উপহার দোবো ব'লে এনেছি। চারোণিয়ার যুদ্ধে শত্রুজয় ক'রে রাজকুমার অক্ষত শরীরে রাজ্যে ফিরে এসেছেন,—তাই বীরের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্য আমি নিজহস্তে এই মালাটী গেঁথে এনে—রাজকুমারকে অভিবাদন ক'র্ত্তে এসেছি!

ফি। তুমি কে সুন্দরি? কোথায় তুমি থাক?

দি। আপনাদের কাছে অত পরিচয় দোবো কেন? আপনারা কে?

ক্লি। বড় কেও-কেটা নয় সুন্দরি! এই যে দেখ্‌ছ ইনি,—এঁকে তুমি চেনোনা? হায় হায়—এমন বরাৎও তোমার! ইনি সম্রাট্ ফিলিপ,—যাঁর মাটীতে এখনও রাঙ্গা পা দুটী ভর ক'রে র'য়েছ?

দি। সম্রাট্? (নতজানু হইয়া) মার্জ্জনা ক'র্ত্তে আজ্ঞা হয়,—আমি সম্রাট্‌কে চিনতুম্ না!

ফি। ওঠো ওঠো সুন্দরি! আমার কাছে তোমায় মার্জ্জনা চাইতে হবেনা! এইবার বোধ হয়—তোমার পরিচয় পেতে পারি!

দি। সম্রাট্! আমি গুরু আরিস্ততলের কন্যা!

ফি ও ক্লি। এঁ্যা—সে কি? আরিস্ততলের কন্যা?

দি। তাঁ'র পালিতা কন্যা! আমি স্পার্টান্ জাতীয়া!

ফি। ক্লিতস্! বলে কি হে?

ক্লি। তাই তো সম্রাট্! একেবারে বড়ই বিষম বলে যে। একে আরিস্ততলেব কন্যা,—তা'র ওপোর স্পার্টান্। যা বাবা—সব মাটী!

দি। সম্রাট্! অনুমতি করুন—রাজকুমারকে মালাটী উপহার দিই!

ক্লি। এক পুরুষ উঁচিয়ে ওঠোনা সুন্দরি! মালাটা এত কষ্ট ক'রে গেঁথেছ—এতটা পথ ব'য়ে এনেছ, একেবারে খোদের গলায় দিয়েঁ এ কাজের চূড়ান্ত ক'রে ফেলনা!

ফি। ঠিক কথা! সুন্দরি! আমার পুত্র এখন বিবাহযোগ্য নয়! সে এখন বালক,—এ কোমল বয়সে স্ত্রীলোকের মুখদর্শনও তা'র নিষিদ্ধ! আমি সম্রাট্—রাজ্যেশ্বর, তোমার সৌন্দর্য্যে আমি আত্মহারা হ'য়েছি। এস—তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী হবে।

ক্লি। এস—এস—এগিয়ে এস! ঠাটা মনে ক'চ্ছ—স্বপ্ন মনে ক'চ্ছ? না—না—সম্রাট এখুনি তোমায় বিবাহ ক'র্বেন,—এস!

দি। (ঘৃণাভরে) এই কি সম্রাট্ ফিলিপ? এই কি বীরশ্রেষ্ঠ মাসিদনের অধীশ্বর? ছিঃ—(প্রস্থানোদ্যতা)

ফি। ক্লিতস্! পালায় যে হে।

ক্লি। পালাবে কি সম্রাট্? একটু পেছন ফিরে ঢংএর বহর দেখাচ্ছে! (দিয়ানার প্রতি অগ্রসর হইয়া) বলি—চ'ল্লে যে?

দি। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পশ্চাৎ ফিরিয়া) খবরদার্!

ক্লি। (পশ্চাৎপদ হইয়া) বাবা রে।

[দিয়ানার গর্ব্বোন্নত মস্তকে মালা ছিঁড়িয়া প্রস্থান।]

ফি। ক্লিতস্! রমণীতে এত সৌন্দর্য্য আছে—তা' তো আগে জান্তুম না!

ক্লি। তাইতো ছাই এত বকর্ বকর্ ক'চ্ছিলুম! কেবল লড়াই লড়াই ক'ল্লে কি চলে?

ফি। লড়াই ক'র্ব্ব—সৌন্দর্য্যও উপভোগ ক'র্ব্ব। তুমি এখুনি যাও—আরিস্তুতলকে বলগে, সম্রাট্ ফিলিপ তাঁ'র পালিতা কন্যাকে বিবাহ ক'র্ত্তে চান! যাও—এখুনি ব্যবস্থা কর।

ক্লি। সে আর ব'ল্‌তে প্রভু? ও স্ত্রীলোকটী আপনাকে দখল ক'র্ত্তেই হবে। নইলে আপনার মুখ-চাওয়া ছেলেটীর দফা রফা। মেয়ে-মানুষ যখন টাক ক'রেছে—তখন বাগিয়ে নেবেই নেবে। ওর জড় মেরে দিন সম্রাট্—একেবারে জড় মেরে দিন।

ফি। তুমি অনর্থক সময় নষ্ট ক'চ্ছ ক্লিতস্।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক



রাজ-অন্তঃপুর।

হেপাস্তেন ও ওলিম্পিয়া।

হেপা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মা, রাজকুমার এলেন ব'লে।

ওলি। আর আস্‌বে কোথা থেকে? প্রাণে বেঁচে থাকলে তো আস্‌বে? একে বাপ—তায় সম্রাট্, তা'র খপ্পর থেকে আমি একা স্ত্রীলোক—কেমন ক'রে ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখি বাবা?

হেপা। আপনি কি ব'ল্‌ছেন সম্রাজ্ঞী? সম্রাট্ কি তাঁ'র আদরের একমাত্র পুত্রের প্রতি এমন মমতাবিহীন হ'তে পারেন? কে আপনার এরূপ ধারণা করিয়ে দিলে মা?

ওলি। ধারণা আবার করিয়ে দেবে কে? নিজে সব দেখ্‌ছি বুঝ্‌ছি! বলি—উনি না হয় মস্ত বড় বীর—সম্রাট্‌ ফিলিপ্‌—আমিও কি ওঁর চেয়ে কিছু কম? গ্রীক্‌রাজ এপিরোতের মেয়ে! উনি ছেলে-বেলা থেকে অস্ত্র-শস্ত্র লড়াই নিয়ে আছেন, আমিও ছেলেবেলায় বড় বড় সাপ নিয়ে খেলা ক'র্ত্তুম। শোবার সময় পাশে বড় বড় কেউটে গোখ্‌রো সাপ নিয়ে শুয়ে থাক্‌তুম! আমিও কি বড় যে-সে?

হেপা। সে কি মা,—আপনি বীরাঙ্গনা, বীরপত্নী, বীরমাতা! আপনার তুল্য ভাগ্যবতী রমণী পৃথিবীতে কখনো ছিল—না—কেউ হবে মা? মাসিদনেশ্বর বীরশ্রেষ্ঠ ফিলিপ আপনার স্বামী,—সাক্ষাৎ দেবকুমার—অলৌকিক শৌর্য্যবীর্য্যের আধার রাজপুত্র আলেকজান্দার আপনার গর্ভজাত পুত্র,—আপনি সামান্যা রমণী এমন কথা কোন্‌ মুখ ব'ল্‌বে মা?

ওলি। বলে বৈকি—সবাই বলে। দেশশুদ্ধ বলে—রাজ্যশুদ্ধ বলে! তোমাদের সম্রাট্‌ নিজে বলে। তা হ'লে তোমরাও বল,—চাকর-বাকরেরাও বলে। কে না বলে?

হেপা। ছি ছি মা—মাসিদনবাসী প্রজাবৃন্দ সকলেই আপনার সন্তানতুল্য, সবাই আপনার দাসানুদাস! গর্ভধারিণী জননীজ্ঞানে সকলেই আপনাকে প্রাণে প্রাণে ভক্তি করে—ভালবাসে! করুণাময়ী আপনি,—শুধু মাসিদন নয়, দূর দেশান্তরের কত নরনারী আপনার করুণায় আশ্রয় লাভ ক'রে জীবন ধারণ ক'চ্ছে! আর আমি,—শৈশবে মাতৃহারা—অনাথ—নিরাশ্রয় আমি, আপনার স্নেহে যত্নে আদরে—কখনো ভ্রমেও ভাববার অবকাশ পাইনা যে, আমার গর্ভধারিণী জীবিতা নেই! কি অপরাধে আমাদের প্রতি অযথা দোষারোপ ক'চ্ছেন মা? কখনো কি আমরা সম্রাজ্ঞীর প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শন করেছি?

ওলি। না বাবা—তোমাকে কি এমন কথা ব'ল্‌তে পাবি? তুমি আমাব আলেকজান্দাবেব চেয়েও ভাল ছেলে! আলেকজান্দাবকে তোমাব কাছে বেখেই আমি নিশ্চিন্ত হ'যে আছি। কিন্তু সম্রাট্‌কে এখনও তুমি চিন্‌তে পাবনি! বড় সর্ব্বনেশে লোক,—ছেলেব প্রতি তাঁব এতটুকু দয়ামাযা নেই। তা নইলে দুবেব ছেলে আমাব, তা'কে কিনা এই বযসে যুদ্ধ ক'র্ত্তে টেনে নিযে যায।

হেপা। বলেন কি মা—বীবপুত্র আপনাব যুদ্ধে যাবেনা? সমগ্র জগৎবাসী বণস্থলে মহাবীব আলেকজান্দাবেব অদ্ভুত শৌর্য্যবীর্য্য দেখ্‌তে পাবেনা? আপনি কি এখনও বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না মা,—কি দেবতাপুত্র আপনি গর্ভে ধাবণ ক'বেছেন? এই চাবোণিযা যদ্ধেব পব শত্রুমিত্র সকলেই আপনাব পুত্রকে "বাজা" এবং সম্রাট্‌ ফিলিপকে সামান্য সেনানী ব'লে সম্বোধন ক'বেছে'—তা' কি আপনি শোনেন নি মা?

ওলি। বোঝো বাছা হেপাস্তেন—তা' হ'লেই বোঝো,—কেন আমি জোব ক'বে ছেলেকে যুদ্ধ ক'ত্তে পাঠিযেছিলুম। সমাট্‌ কি নিযে যেতে চেয়েছিলেন? ছেলেকে যুদ্ধে নিযে গেলে নিজেব পসাব যাবে বুঝ্‌তে পেবে-সম্রাট্‌ কি তা'কে যদ্ধে নিয়ে যেতে কম আপত্তি ক'রেছিলেন? আমি কি সম্রাটেব মতলব বুঝিনা বাবা?

(আলেকজান্দাবেব প্রবেশ)

আলেক। (ওলিম্পিয়াব চবণ বন্দনা কবিয়া) মা—মা-মার্জ্জনা কব মা,—সৈন্যপবিদর্শন ক'র্ত্তে গিয়ে—আস্‌তে একটু বিলম্ব হ'যেছে!

ওলি। এসেছ যে—এই আমাব ভাগ্যি! নইলে তোমাব বাপেব কাছে তোমাকে বাখাও যা',—আর যমেব মুখে দেওয়াও তা'। বুঝ্‌লে বাবা হেপাস্তেন—এমন বোকা ছেলে যদি আব কা'রও জন্মে থাকে!

নইলে যে বাপ পদে পদে ওকে প্রাণে মারবার চেষ্টা ক'চ্ছে—সেই বাপের অত ন্যাওটা হয়?

আলেক। না মা,—পিতা আমাকে প্রাণের অপেক্ষাও ভালবাসেন! তিনি কি কখনো আমাকে প্রাণে মারবার চেষ্টা ক'রেছেন?

ওলি। এঁ্যা—বলিস্ কি রে আলেক্, এর মধ্যে তুই সেদিনের কথাটা ভুলে গেলি? মনে নেই,—কোথা থেকে একটা সর্ব্বনেশে ঘোড়া কিনে নিয়ে এল,—যে পিঠে চড়ে, সেই প'ড়ে হাতপা ভাঙ্গে! দেশশুদ্ধ লোক কেউ চ'ড়তে চাইলে না,—আর বাপ হয়ে কিনা অম্লানবদনে তোকে সেই ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দিয়ে ছুট্ করালে!

হেপা। সেই ঘোড়া আপনার বীরপুত্রের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়! আপনার পুত্র আদর ক'রে তা'র নাম দিয়েছেন, "বিউকেফেলস্!" সম্রাটের দোষ কি মা? রাজকুমার সকলকার নিষেধ সত্বেও পিতার সঙ্গে বাজী রেখে—নিজে জোর ক'রে সেই দুর্দ্দান্ত ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে অপূর্ব্ব কৌশলে নিমেষ মধ্যে তা'কে বশ ক'রে—আবালবৃদ্ধবনিতাকে বিমুগ্ধ করেছিল! বিস্মিত সম্রাট্ পুরস্কার স্বরূপ ৩৮০০০৲ টাকা মূল্যের সেই ঘোড়াটী রাজকুমারকে উপহার প্রদান করেছেন!

ওলি। ছেলেবুদ্ধিতে ও যেন সে ঘোড়ায় চ'ড়তে চেয়েছিল, তা' ব'লে কি বাপ হ'য়ে প্রাণ ধ'রে তা'কে চ'ড়তে দিতে হয়! আমার ছেলে ব'লে ঘোড়াটা ওর পোষ মেনে গেল বইত নয়,—নইলে, তীরের মতন ছুটন্ত ঘোড়া থেকে বাছা আমার প'ড়ে গেলে যে গুঁড়ো হ'য়ে যেতো বাবা!

আলেক। না মা—ঘোড়া আমায় কিছুতেই ফেলে দিত না! যে কারণে ঘোড়া কা'কেও পিঠে চ'ড়তে দিচ্ছিল না,—তা' আমি অনেক পূর্ব্বে বুঝতে পেরেছিলুম! নূতন ঘোড়া নিজের ছায়া দেখে ভয়

পাচ্ছিল,—নিজের অঙ্গসঞ্চালনের সঙ্গে যখন তা'র ছায়াটা আরও সঞ্চালিত হ'চ্ছিল, তাই দেখে সে ক্রমে আরও বিভীষিকাগ্রস্ত হ'যে প'ড়ছিল। আমি তা'র পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রেই লাগাম ধ'রে স্বর্য্যের দিকে তা'র মুখ ফিরিয়ে ধ'ল্লেম! যখন আর সে তা'র ছায়া দেখ্‌তে পেলেনা—তখন আর তা'র ভয়েরও কোন কারণ রইল না! সে নিরীহ প্রাণীর মত আমার আজ্ঞাপালন ক'রে আমার বশ্যতা স্বীকার ক'ল্লে!

ওলি। তোর কেউ কিছুই ক'র্ত্তে পার্ব্বেনা—এ আমি বড় গর্ব্ব ক'রে বল্‌ছি! কিন্তু বাছা একটু সাবধানে চোলো,—তোমার চারি দিকে শত্রু! বিশেষতঃ তোমার বাপ—

(ফিলিপের প্রবেশ)

ফি। বাঃ ওলিম্পিয়া,—পুত্রকে তো বেশ সুশিক্ষা দিচ্ছ! রাজ্যেশ্বরের পুত্র,—সমগ্র জাতির আশা-ভরসা যে পুত্র,—সুশিক্ষিত বীরশ্রেষ্ঠ পুত্র,—গর্ভধারিণী জননী হ'যে সেই সৎপুত্রকে আমার তো বেশ উপদেশ প্রদান ক'চ্ছ! জন্মদাতা পিতাকে অবজ্ঞা ক'র্ত্তে শিক্ষা দিয়ে মাতৃকর্ত্তব্য তো বেশ পালন ক'চ্ছ সম্রাজ্ঞী?

ওলি। কে ওর জন্মদাতা? তুমি? ছার তুচ্ছ পৃথিবীর মানুষ—তুমি আমার পৃথিবীশ্রেষ্ঠ বীরপুত্রের জন্মদাতা? ভুল—ভুল সম্রাট্‌,—ও কথাটা একেবারে ভুলে যাও। স্বর্গের দেবতা—ওর পিতা! স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বর ওর জন্মদাতা! তুমি কে? তুমি তো ওর শত্রু!

ফি। রসনা সংযত ক'রে কথা কও রাণী! প্রণয়িণী ব'লে তোমার অনেক অপরাধ মার্জ্জনা ক'রেছি,—কিন্তু সকল ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে! সকল সময় তোমার এরূপ উন্মত্ততা আমি সহ্য ক'র্ত্তে পার্ব্ব কিনা—তা' ব'ল্‌তে পারিনা!

ওলি। সহ্য না ক'রে কি ক'র্ব্বে? সম্রাট্ ব'লে কি আমার মাথাটা কেটে ফেল্‌বে নাকি? তুমিও যেমন সম্রাট্ ফিলিপ—আমিও তেম্‌নি সম্রাজ্ঞী ওলিম্পিয়া, তা জান? তুমি আমার কি ক'র্ত্তে পার?

ফি। আর কিছু না পারি—বেশী বাড়াবাড়ী ক'ল্লে পুত্রকে তোমার ত্রিসীমায় আস্‌তে দোবোনা! জান রাণী—তোমার এই কোপন স্বভাবের জন্য আমি তোমার সংসগ একেবারে পরিত্যাগ ক'রেছি? তোমার বাক্যযন্ত্রণায় আমি অন্য রমণীতে আসক্ত হ'তে বাধ্য হয়েছি!

ওলি। তা' হওনা—জন্ম জন্ম তাই হ'য়ে থাক, আমার তা'তে একটুও দুঃখ নেই! তুমি ম'রে গেলেও আমার কোন ক্ষতি নেই! তোমার সাধ্য কি যে তুমি আমার কাছ থেকে আমার ছেলেকে পৃথক ক'রে রাখ! বরং আমি যদি মনে করি—তা'হ'লে তোমার কাছ থেকে জন্মের মতন আমার ছেলেকে স'রিয়ে নিতে পারি তা' জান?

আলেক। (ওলিম্পিয়ার প্রতি) মা—মা! ক্ষান্ত হও মা! অকারণ পিতার সঙ্গে বিবাদ কোরোনা!

হেপা। (ফিলিপের প্রতি) ক্রোধ পরিত্যাগ করুন সম্রাট্—অবলা রমণীর কথায় আপনার ন্যায় মহাপুরুষের ধৈর্য্যচ্যুতি শোভা পায়না।

ফি। বটে ওলিম্পিয়া - প্রশ্রয় পেয়ে তুমি এতটা বেড়ে উঠেছ? সম্রাট্‌কে তুমি এত হীন জ্ঞান কর? ভাল—এইবার দেখ সম্রাটের আদেশ বড়—কি তুমি আমার দাসী বাঁদী—তোমার আদেশ বড়! (আলেকজান্দারের প্রতি) আলেক্‌জান্দার! আজ হ'তে তোমার প্রতি আমার এই আদেশ,—তুমি আমার অনুমতি ব্যতীত সম্রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ ক'র্ত্তে পাবেনা!

ওলি। আলেক্জান্দার! তুমি দিনরাত্রি আমার সাম্‌নে হাজীর থাক্‌বে,—ভুলেও দরবারে যাবেনা—কিম্বা সম্রাট্ যে দিকে থাক্‌বে, সে দিকে পা পর্য্যন্ত বাড়াবে না!

আলেক। মা—মা—তোমার পায়ে ধ'রছি মা—পিতার সঙ্গে বিবাদ কোরোনা! পিতা—পিতা—আমার মুখ চেয়ে আমার মা'কে মার্জ্জনা করুন!

হেপা। সম্রাজ্ঞী! কৃপা ক'রে আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন,—অন্ততঃ এ স্থান পরিত্যাগ ক'রে আপাততঃ অন্য কক্ষে চলুন!

ওলি। আমার ছেলেকে উনি হুকুম কর্ব্বার কে? হুকুম বোলে হুকুম—একেবারে মারাত্মক হুকুম?

ফি। শোনো আলেকজান্দার! যদি আপনার মঙ্গল চাও,—যদি ভবিষ্যতে রাজ্যলাভের বাসনা থাকে,—যদি এই মনুষ্যজীবন বীরত্ব মহত্বগৌরবে গৌরবান্বিত কর্ব্বার বিন্দুমাত্র আশা থাকে,—তা'হ'লে আজ হ'তে এই মুখরা স্ত্রীলোকের মুখদর্শন কোরোনা!

আলেক। মুখরা স্ত্রীলোক কে সম্রাট্? আমার মা? আমার জগৎগুরু মা জননীর কথা ব'ল্‌ছেন?

ফি। হ্যাঁ—বুঝ্‌তে পাল্লেনা?

আলেক। এত ভীষণ জটিল সমস্যাময় কথা কেমন করে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির বোধগম্য হবে পিতা? গর্ভজাত পুত্র হ'য়ে মাকে ত্যাগ ক'র্ব্ব,—এ কথা কি সহজে কেউ বুঝ্‌তে চায়?

ফি। তুমি রাজ্য চাও—না তোমার মাকে চাও?

আলেক। আমি আমার মাকে চাই!

ফি। তুমি ঐশ্বর্য্য—সুখ—মানসম্ভ্রম—খ্যাতি চাও, না—তোমার মাকে চাও?

আলেক। আমি কিছুই চাইনি সম্রাট,—আমি আমার মাকে চাই!

ফি। তুমি আমায় চাও–না—তোমার মাকে চাও?

আলেক। আমি সবার আগে আমার মাকে চাই!

ফি। তা'হ'লে তোমার মাকে নিয়ে তুমি থাকগে! ওলিম্ফিয়া! যদি অপমানিত হবার বাসনা না থাকে, এই মুহূর্ত্তে আমার রাজপ্রাসাদ হ'তে,—আমার রাজ্য হ'তে দূর হও! আলেকজান্দার! যাও–তোমার মার পথের পথিক হও!

ওলি। তোমার মত মদ্যপায়ী লম্পট সম্রাটের রাজসিংহাসনে আমি পদাঘাত করি! আমার ছেলেই আমার সর্ব্বস্ব! আমার দেবতা পুত্র আমার কাছে থাকলে—আমি সমগ্র পৃথিবীর অধিশ্বরী হ'তে পার্ব্ব! আয় আলেক—

আলেক। চল মা,—বিদায় সম্রাট! (মাতার সহিত প্রস্থানোদ্যত)

ফি। আলেকজান্দার! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি–তোমার মাতা তোমার পূজনীয়া গুরু,–তোমার পিতা কি?

আলেক। পিতা! আপনিও আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজ্য গুরু,—কিন্তু আমার বিবেচনায়—মা আমার তা'র চেয়েও বড়। মায়ের অপেক্ষা গুরু স্বর্গলোকেও নাই!

[আলেকজান্দারের ও ওলিম্ফিয়ার প্রস্থান।

ফি। বটে? পুত্র হ'যে পিতাকে অপমান? এর প্রতিশোধ আমায় নিতেই হবে! [ফিলিপের প্রস্থান।

হেপা। পুরুষপুঙ্গব আলেকজান্দার! পৃথিবীতে তুমি শাপভ্রষ্ট দেবতা! চল—মাতাপুত্রে হেপাস্তেনের ক্ষুদ্র কুটীর পবিত্র ক'র্ব্বে!

[হেপাস্তেনের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দরবার।

পার্ম্মিনি ও সভাসদ্‌গণ।

১ম সভা। মন্ত্রী মহাশয়! সম্রাট্‌ কি মাসিদোনিয়াবাসী সমস্ত স্পার্টানদের গৃহ লুণ্ঠন ক'র্ত্তে আদেশ ক'রেছেন?

পার্ম্মি। গৃহ লুণ্ঠন ক'র্ত্তে আদেশ করেননি বটে,—তবে তাঁ'র ইচ্ছা—একজন স্পার্টানও যেন এ রাজ্যে আর না স্থান পায়। মানে মানে যা'রা বিদায় হবে—তা'দের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করা নিষিদ্ধ।

২য় সভা। কিন্তু আপনার মাসিদনসৈন্য কি সে নিষেধ গ্রাহ্য ক'চ্ছে! এমন একজনও স্পার্টান নাই—যে মাসিদন সৈন্যের হস্তে নিগৃহীত বা যথেষ্ট উৎপীড়িত না হ'য়েছে! এমন একজনও স্পার্টান নাই যে নির্ব্বিবাদে আপনার ধনসম্পত্তি নিয়ে মাসিদোনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ ক'র্ত্তে সক্ষম হয়েছে! সম্রাট্‌ তো হুকুম দিয়েই খালাস,—কিন্তু কার্য্যটা ঠিক সম্রাটের হুকুমমত হ'চ্ছে—কি সৈন্যদের ইচ্ছামত হ'চ্ছে—সে বিষয়ের কোন খবর রাখ্‌ছেন কি?

১ম সভা। আর শান্তিরক্ষক বা সৈন্যদের নিয়মই হ'চ্ছে, তা'দের ধ'রে আন্‌তে ব'ল্লে—তা'রা বেঁধে নিয়ে আসে।

পার্ম্মি। এ সমস্ত প্রসঙ্গ সম্রাটের উপস্থিতিতে উত্থাপিত ক'ল্লেই ভাল হয়। যাঁর যা' বক্তব্য—তিনি সম্রাটকে সে সমস্ত কথা নিজেই

জ্ঞাপিত ক'র্ত্তে পারেন। আমরা হুকুমের চাকর,—হুকুম পালন ক'র্ত্তে বাধ্য; ভালমন্দ বিচার কর্ব্বার আমাদেব কোন অধিকার নাই।

(পৌসেনি অতালস্ ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

অতা। দরবাবে পর্য্যন্ত তোমাকে আস্তে দিয়েছি,—কেননা তুমি স্পার্টান হ'লেও পূজনীয়া সমাজ্ঞীর কৃপায় মসিদোনিযারাজ্যে আশ্রয় লাভ ক'রেছ। আব বেশী বাড়াবাড়ি ক'ল্লে—কিম্বা বিদ্রোহসূচক কথা কইলে,—এখুনি তোমাকে কাবাগাবে নিক্ষেপ ক'র্ব্ব।

পৌ। সেটুকু বাকী রেখে আব মনকষ্ট পাও কেন সাহেব? হুকুমনামা না দেখিয়ে—অগ্রিম কোন সংবাদ না জানিয়ে—দলবলশুদ্ধ একেবাবে আমাব বাড়ীতে ঢুকে আমার যথাসর্ব্বস্ব লুটপাঠ ক'ল্লে,—আমাব চোখেব সাম্‌নে আমাব স্ত্রীপুত্রপবিবারদের ঘাড় ধ'রে শ্যাল-কুক্কুরের মতন টেনে টেনে রাস্তায বা'র ক'বে দিলে, নিরস্ত্র আমাকে বীবপুরুষের দল বিদ্রোহী ব'লে গ্রেপ্তাব ক'বে সমস্ত রাস্তাটা ঘুসী, লাথী, কিল, চড়, রদ্দা উপহাব দিতে দিতে নিয়ে এলে,—তা'রপর দববারের কাছ বরাবর এসে—প্রাণের দোস্তেব মতন আমাকে এখানে এনে হাজীর ক'রেছ। সম্রাটের কাছে এইবার নিরীহ ভালমানুষটী সেজে আমার বিরুদ্ধে এমন ভাবে নালিশ ক'র্ত্তে সুরু ক'র্ব্বে, যে, সম্রাট তখুনি বুঝে নেবেন যে তাঁ'র নগররক্ষক—শান্তিরক্ষক—সৈন্যসামন্তরা জনে জনে সব গোবেচারী!

পার্ম্মি। কে এ ব্যক্তি অতালস্?

অতা। দেখেই বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না—স্পার্টাবাসী একটী কালসর্প বিশেষ। সম্রাজ্ঞীর করুণায় মাসিদোনিয়ায় স্থান পেয়ে—ভয়ানক স্পর্দ্ধিত হ'য়েছে। মাসিদোনিয়ায় বসে গুপ্ত ভাবে সমগ্র স্পার্টাবাসীদের

সম্রাটের প্রতি বিদ্রোহাচরণ ক'র্ত্তে তো উত্তেজিত ক'চ্ছিলই,—উপরন্তু অনেক মাসিদনও এরই পরামর্শে সম্রাটের শত্রুতাসাধন কর্ব্বার জন্য প্রস্তুত। আমি গুপ্তভাবে অনেক দিন থেকে এঁর চালচলন লক্ষ্য ক'রে দেখেছি—এ' ব্যক্তি একজন ভয়ঙ্কর বিদ্রোহী। একে মাসেদো-নিয়ারাজ্যে আর স্বাধীন ভাবে বিচরণ ক'র্ত্তে দেওয়া কোন মতেই কর্ত্তব্য নয়। হয় এর কারাবাসের ব্যবস্থা করা হোক্—নয়তো একে চির-নির্ব্বাসন ক'রে রাজ্য শত্রুশূন্য করা হোক্।

পৌ। যে রকম চুটিয়ে আপনারা কার্য্য আরম্ভ করেছেন সাহেব,—রাজ্য শত্রুশূন্য না হোক—শীঘ্র প্রজাশূন্য হ'তে পারে। তা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—স্বাধীনতাটুকু কোন্‌খানটায় আমার রেখেছেন ব'ল্‌তে পারেন? যে দিন থেকে স্পার্টানদের সঙ্গে আপনাদের লড়াই বেধেছে, সেদিন থেকেই তো এ রাজ্যের সমস্ত স্পার্টান্‌রা এক রকম আপনাদের কাছে বন্দী! আর স্বাধীনতায় কাজ নেই—যথেষ্ট হ'য়েছে! আর যদি কিছু বাসনা থাকে—স্বচ্ছন্দে কর্ত্তে পারেন; আমি প্রস্তুত।

পার্ম্মি। যুবক! তুমি দরবারে কি অভিপ্রায়ে এসেছ? অতালস্! সম্রাট্ তো এদের বন্দী কর্ব্বার আদেশ প্রদান করেননি!

অতা। আমি তো ওকে বন্দী করিনি মন্ত্রী মশাই,—আমি ওকে দরবারেও আস্‌তে বলিনি! এ ব্যক্তি জোর করে এখানে এসেছে! সম্রাজ্ঞীর আত্মীয় ব'লে আমরা এর প্রতি আসলে বলপ্রয়োগ করিনি; নইলে ওর সাধ্য কি যে আমাদের উপেক্ষা করে একেবারে দরবারে এসে উপস্থিত হয়! আপনি আদেশ করুন,—এই মুহূর্ত্তে আমি একে মাসেদোনিয়ার সীমান্ত পার ক'রে দিই।

পার্ম্মি। যুবক! তোমার অভিপ্রায় কি সত্য বল! তুমি কি

দরবারে কোন রকম গোলযোগ ক'র্ত্তে চাও? সম্রাটের আদেশ অনুসারে তুমি কি মাসেদোনিয়া পরিত্যাগ ক'র্ত্তে প্রস্তুত নও?

পৌ। সম্পূর্ণ প্রস্তুত! কেবলমাত্র সম্রাট্‌কে জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে চাই—কি অপরাধে আমার স্ত্রীপুত্রকন্যাদের এরূপ লাঞ্ছিত-অপমানিত ক'রে বিদায় করা হ'য়েছে! শুধু তাই নয়,—এই গোলযোগে তা'রা যে সব কোথায়—তা'ও পর্য্যন্ত আমি জানিনা। এক বস্ত্রে—কপর্দ্দকশূন্য করে,—অসহায়ে তা'দের বিদায় ক'রেছে—আমি সম্রাটের নিকট এ অত্যাচারের প্রতিকার চাই।

অত্তা। তোমার স্ত্রীপুত্রকন্যাকে কি আমরা খেয়ে ফেলেছি নাকি? তোমার ইচ্ছা হয়—তুমি নিজে খুঁজে নাওগে! সম্রাট্‌কে আবার জানাবে কি? যাও—দূর হও—বেরোও—

পৌ। প্রাণ পর্য্যন্ত পণ—আমি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ না ক'রে কিছুতেই এস্থল পরিত্যাগ ক'র্ব্বনা—

পার্ম্মি। স্থির হও অত্তালস্—সম্রাট্ আস্‌ছেন—

(ফিলিপের প্রবেশ)

ফি। এই যে তোমরা সবাই উপস্থিত আছ! শোন পার্ম্মিনি—আজ একটা গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা ক'র্ত্তে হবে—

পৌ। জয় হোক্ সম্রাট্—

ফি। কে এ ব্যক্তি? কি চায়?

পৌ। সম্রাট্! আমি বিচারপ্রার্থী—

পার্ম্মি। স্থির হও। সম্রাট্! এ ব্যক্তি একজন স্পার্টাবাসী—

ফি। স্পার্টাবাসী? অত্তালস্! এখনও এদের উচ্ছেদ করা হয়নি?

অতা। সম্রাট্। রাজাজ্ঞাপালনে আমরা তিলমাত্র অবহেলা করিনি। এ ব্যক্তি সম্রাজ্ঞীর আত্মীয় ব'লে—

ফি। সম্রাজ্ঞীর আত্মীয়? বিদায় কর—এখুনি এই মুহূর্ত্তে পদাঘাতে ওকে বিদূরিত কর!

পৌ। সম্রাট্। অধীনের একটা কথা—

ফি। কোন কথা নয়। অতালস—পার্ম্মিনি। এখনও আমার আদেশ পালন ক'চ্ছনা—

অতা। যাও দূর হও—

পৌ। সম্রাট্। এত অবিচার—

রক্ষিগণ। মূর্খ। এখনও সম্রাটের আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'চ্ছ?

[প্রহার করিতে করিতে পৌসেনিকে লইয়া
রক্ষিগণের প্রস্থান।

ফি। মন্ত্রী। সভাসদগণ। রাজন্যবর্গ! কর্ম্মচারীবৃন্দ। বোধ হয় আপনারা কেহই অস্বীকার করেন না যে—কেবল আমারই বিপুল যত্ন—চেষ্টা—অধ্যবসায়গুণে এই ক্ষুদ্র মাসিদোনিয়া রাজ্য আজ সুপ্রতিষ্ঠিত—সুব্যবস্থিত,—সমগ্র ইবোপখণ্ডে একটা সুসভ্য প্রদেশ ব'লে সুপরিচিত! আমারই প্রাণপাত পরিশ্রমে "বর্ব্বর" আখ্যাত মাসিদন জাতি জগৎচক্ষে শৌর্য্যবীর্য্যে—সুশিক্ষায় যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ ক'র্ত্তে সক্ষম হ'য়েছে।

পার্ম্মি। মার্জ্জনা ক'র্ত্তে আজ্ঞা হয় সম্রাট্! আপনার রাজভক্ত মাসিদন প্রজার মধ্যে কেহ কি এ সম্বন্ধে কোনদিন বিরুদ্ধ প্রসঙ্গের উত্থাপন ক'রেছে? তবে কিসের জন্য আজ অকস্মাৎ এরূপ সন্দেহসূচক, প্রশ্ন ক'চ্ছেন—তা তো বুঝ্তে পাচ্ছিনা।

ফি। যথেষ্ট কারণ আছে পার্ম্মিনি! তা' হ'লে এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ রকম চিন্তা করাও আমার গুরুতর কর্ত্তব্য। আমার অবর্ত্তমানে যা'তে যোগ্যপাত্রে রাজ্যভার অর্পিত হ'য়ে মাসিদোনিয়ার এই বহুকষ্টার্জ্জিত গৌরব বজায় থাকে, সে বিষয়ের এখন হ'তে ভাল রকম বন্দোবস্তও প্রয়োজন।

সকলে। নিশ্চয়ই প্রয়োজন।

পার্ম্মি। সম্রাট্! এরূপ চিন্তার তো আপনার আপাততঃ কোনও কারণ দেখ্‌তে পাচ্ছি না। জগদীশ্বরের কৃপায় আপনি যে পুত্ররত্ন লাভ—

ফি। চুপ কর পার্ম্মিনি—আমার বক্তব্য এখনও শেষ হয়নি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—আমার প্রজাবর্গের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার আদেশ লঙ্ঘন ক'র্ত্তে সাহস ক'র্ব্বে—সে রাজবিদ্রোহী কিনা।

সকলে। অবশ্যই রাজবিদ্রোহী—দণ্ডের যোগ্য!

ফি। আমার স্ত্রীপুত্র আত্মীয়স্বজন পরিবারবর্গ সাধারণ প্রজার ন্যায় অবিচারে আমার আজ্ঞাপালন ক'র্ত্তে বাধ্য কিনা!

সকলে। নিশ্চয়ই বাধ্য।

ফি। এদের মধ্যে যদি কেউ আমার অপমান করে—আমার বিদ্রোহাচরণ করে—তা'হ'লে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমি তা'দের শাস্তিবিধান ক'র্ত্তে বাধ্য কি না।

সকলে। অবশ্যই বাধ্য।

ফি। অতএব শোন সকলে,—আজ আমার পত্নী ওলিম্ফিয়া এবং আমার পুত্র আলেক্‌জান্দার আমাকে যেরূপ অপমানিত ক'রেছে,—আমার আদেশ যেরূপ ঘৃণাভরে অসম্মানের সহিত উপেক্ষা ক'রেছে—অন্য কেউ হ'লে আমি সেই মুহূর্ত্তে তা'দের প্রাণদণ্ড ক'র্ত্তেম; কেবল নিজের

স্ত্রীপুত্র ব'লে সামান্য শাস্তি প্রদান ক'রেছি—মাতাপুত্র দু'জনকেই প্রাসাদ হ'তে দূর ক'রে দিয়েছি।

পার্ম্মি। সম্রাট্। এ সম্বন্ধে অধীনের—

ফি। স্থির হও মন্ত্রী। যদি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ হও, যদি মাসিদোনিয়া রাজ্য এবং মাসিদনজাতির মঙ্গল চাও,—আমার অনুরোধ, আমার সেই বিদ্রোহী স্ত্রীপুত্রের পক্ষ সমর্থন ক'রে একটী কথাও উচ্চারণ কোরোনা। তা'তে আমি কষ্ট ভিন্ন কখনই তুষ্ট হবনা। আমার সমস্ত কর্ম্মচারী সভাসদ্গণের প্রতিও আমার এই অনুরোধ জ্ঞাপিত ক'ল্লেম।

অতা। সম্রাট। আপনি পৃথিবীর একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ, —একটা বীরজাতির সৃষ্টিকর্ত্তা - ভাগ্যবিধাতা, একটা বিশাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। আমরা সকলেই স্থির জানি—আপনার প্রত্যেক কার্য্যই রাজ্যওপ্রজার মঙ্গলের জন্য। আপনাকে সুযুক্তি প্রদান ক'রে আপনার সঙ্কল্পিত কার্য্য হ'তে নিবৃত্ত কর্ব্বার চেষ্টা—আমাদের বিড়ম্বনা এবং ধৃষ্টতা। তবে এ রাজ্যের উত্তরাধিকারীত্বসম্বন্ধে সম্রাট্ কিরূপ ব্যবস্থা ক'রেছেন তা' কি জান্তে পারি? আপনার অন্য মহিষীর গর্ভজাত তো কোন পুত্র সন্তান নাই।

ফি। আমি পুনরায় দারপরিগ্রহ ক'র্ব্ব। সেইজন্য আমার বিশ্বস্ত সহচর ক্লিতস্‌কে আমি কোন একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণীর সন্ধানে পাঠিয়েছি। আমি স্থির ক'রেছি—আগামী পরশ্বই মহাসমারোহে আমার বিবাহোৎসব কার্য্য সম্পন্ন ক'র্ব্ব। পুত্রোৎপাদনই যখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য,—তখন কেবল একটী নয়,-তোমাদের সন্ধানে যদি আমার যোগ্য যুবতী কোথাও থাকে, তা'হলে এই সঙ্গে স্থির ক'র্ত্তে পার, আমি সেজন্য তোমাদের যথেষ্ট পুরস্কৃত ক'র্ত্তেও প্রস্তুত আছি।

পার্ম্মিনি। সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের কোনও কথা বলবার নাই। থাকলেও ব'লতে সাহস করি না।

ফি। ব'ল্লেও আমি কোন কথা শুনবনা—এটাও স্থির জেনো। এখন তোমার প্রতি আমার এই আদেশ—পার্ম্মিনি! তুমি শীঘ্র বিবাহোৎসবের আয়োজন কর। অতালস! তুমি নিজে গিয়ে আরও কয়েকটী সুন্দরী কুমারী সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এস,—আমি আমার পত্নীরূপে তা'দের গ্রহণ ক'র্ব্ব। রাজ্যে ঘোষণা করে দাও—আমাকে যে কন্যাদান ক'র্ব্বে—তা'কে আমি যথেষ্ট ধনসম্পত্তি দিয়ে তুষ্ট ক'র্ব্ব।

অতা। সম্রাট্! যদি অভয়দান করেন তা' হ'লে এ দাস একটা কথা নিবেদন ক'র্ত্তে সাহস করে!

ফি। যদি আমার অপ্রিয় কথা হয়—তা' হ'লে প্রয়োজন নেই অতালস্!

অতা। না সম্রাট্—আপনার পক্ষে অতি আনন্দের সংবাদ। আমার একটী পিতৃমাতৃহীনা অনূঢ়া ভ্রাতুষ্পুত্রী আছে; শৈশব হতে আমরা স্বামীস্ত্রীতে মিলে তা'কে কন্যানির্ব্বিশেষে লালনপালন ক'চ্ছি। কন্যাটী অপূর্ব্ব সুন্দরী, পূর্ণযুবতী। বহুদিন যাবৎ বহুস্থান অন্বেষণ ক'রেও তা'র উপযুক্ত পাত্র কোথাও পাইনি,—সেই কারণে এতকাল পর্য্যন্ত তা'কে অনূঢ়া রেখেছি। যদি রাজাদেশ পাই - তা' হ'লে ক্লিওপেট্রাকে এখনি এনে সম্রাটের চরণতলে অর্পণ করি।

ফি। এই কথা বলবার জন্য তুমি এত ইতস্ততঃ ক'চ্ছিলে? অতালস্! তুমি আমার পরম সুহৃদ—পরম বিশ্বাসের পাত্র; আমার সকল কার্য্যে তুমিই আমার প্রধান সহায়। তোমার এমন সুন্দরী যুবতী ভ্রাতুষ্পুত্রী অনূঢ়া আছে—এতদিন আমাকে সে কথা জানাওনি কেন? তা' হ'লে এতদিন কোন্‌কালে তা'কে আমার সর্ব্বপ্রধানা মহিষী ক'র্ত্তেম।

যাও অতালস্! ক্লিওপেট্রাকে নিয়ে এস। আমি পরম আহ্লাদের সহিত তা'কে মাসিদোনিয়ার সম্রাজ্ঞীপদে বরণ ক'র্ব্ব। শুধু তাই নয় — যদি ভবিষ্যতে আমার অন্য স্ত্রীর গর্ভে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে,— তা'হ'লেও তোমারই ভ্রাতুষ্পুত্রীর গর্ভজাত পুত্র অথবা কন্যা এ রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী হবে।

অতা। সম্রাটের জয় হোক্—আমি এখুনিই ক্লিওপেট্রাকে প্রাসাদে আন্‌ছি—

(অতালস প্রস্থানোদ্যত এবং হেপাস্তেনের প্রবেশ)

হেপা। ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন সাহেব—একটু অপেক্ষা করুন। সম্রাট্ যখন আপনাদের করতলগত - তখন তো আপনাদের কোন সাধ পূর্ণ হতে বাকি থাক্‌বে না।

ফি। কি চাও হেপাস্তেন? অতালস্‌কে কি ব'লছ।

হেপা। অন্যায় কিছু বলিনি সম্রাট্—একটু অপেক্ষা ক'র্ত্তে ব'লছি। এমন সুখের রাজসংসারে ভুলক্রমে যদি একটা অশান্তির অনল প্রজ্বলিত হ'য়ে থাকে—সে অনল নির্ব্বাপিত না ক'রে সেই সুযোগে আপন আপন অভীষ্টসিদ্ধি করা কি মিত্রতার পরিচয়? মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুহৃদের কি সেটা সুবিবেচনার—

ফি। তোমার আড়ম্বরপূর্ণ বাক্যচ্ছটা শোনবার আমার অবসর নাই! যদি কিছু বক্তব্য থাকে শেষ ক'র্ত্তে পার।

হেপা। বক্তব্য অন্য কিছু নাই সম্রাট্। আমিও স্বার্থসিদ্ধির আশায় রাজসমীপে উপস্থিত! আমায় ভিক্ষা দিন প্রভু।

ফি। কি ভিক্ষা চাও হেপাস্তেন? আমার বিদ্রোহী পুত্রকে নির্ব্বাসিত ক'রলেও তোমার প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহমমতা আমার অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে। তুমি কি চাও—বল!

হেপা। যা' চাই—তা' কি দেবেন সম্রাট্? পুত্রস্থানীয় আমি,—একটা সামান্য ভিক্ষা কি পাব?

ফি। পাবে। আমার সাধ্যাতীত না হ'লে অবশ্যই দেবো। কি চাও শুনি!

হেপা। মার্জ্জনা। মার্জ্জনা চাই সম্রাট্! দীনকে মার্জ্জনা ভিক্ষা দিন।

ফি। মার্জ্জনা? তোমাকে? সে কি হেপাস্তেন! তুমি তো কোন অপরাধ করনি!

হেপা। আমি অপরাধী হ'লে—বোধ হয় সানন্দচিত্তে দণ্ডভোগই শ্রেয়স্কর বিবেচনা ক'র্ত্তেম। কেননা—মার্জ্জনা অপেক্ষা দণ্ডগ্রহণে চিত্তের প্রসন্নতা জন্মায়। সম্রাট্! আমি রাজপুত্র এবং মহারাণীর হ'য়ে মার্জ্জনাপ্রার্থী!

ফি। পুনরায় ও কথা মুখে উচ্চারণ কোরোনা হেপাস্তেন।

হেপা। চরণে ধ'চ্ছি সম্রাট্,—ক্রোধের বশীভূত হ'য়ে স্ত্রী-পুত্রকে ত্যাগ ক'র্ব্বেন না।

ফি। কে আমার স্ত্রী-পুত্র? আমার স্ত্রী-পুত্র নাই! আমি সেই জন্যই পুনরায় দারপরিগ্রহের উদ্যোগ ক'চ্ছি।

হেপা। আপনি রাজ্যেশ্বর—লক্ষ দারপরিগ্রহ করুন, তা'তে কেউ বাধা প্রদান ক'র্ব্বে না। কিন্তু তা' ব'লে—লঘুপাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা—আপনার কোনমতেই কর্ত্তব্য নয়! বিনা দোষে স্ত্রী-পুত্রকে নির্ব্বাসিত করা সম্রাটের যোগ্যকার্য্য নয়।

ফি। কি ব'ল্লে হেপাস্তেন? যে স্ত্রী-পুত্র আমার মুখের সাম্‌নে অকথ্য কুকথ্য ভাষায় আমায় অপমানিত করে, যারা দর্পভরে আমার বিদ্রোহাচরণ করে,—তা'দের আমি শাস্তি প্রদান ক'র্ব্বনা? কি গুরুতর অপরাধে

তারা অপরাধী—তা' তুমি সকলের অপেক্ষা অধিক জান। জেনে শুনে ব'লছ কিনা "বিনা দোষে"। রাজ্যেশ্বরকে তুমি অবিচার ক'রে—পক্ষপাতীত্ব কর্ত্তে পরামর্শ দাও ?

হেপা। সম্রাট্। রাজ্যেশ্বরকে কোন পরামর্শ দেবে এমন স্পর্দ্ধা হেপাস্তেন রাখে না। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যেটুকু উপস্থিত হচ্চে, আমি রাজপদে তাই নিবেদন ক'চ্চি। প্রভু। সৃষ্টির প্রারম্ভকাল থেকে সকল দেশে—সকল জাতিমধ্যে—সকল সংসারে আত্মপরে একটা বিভিন্নতা, একটা স্বাভাবিক পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট আছে। সে পার্থক্য—সে পক্ষপাতিত্ব না থাকলে দুনিয়ায় সমাজ থাকতো না—সংসার থাকতো না—রাজ্য থাকতো না—শৃঙ্খলাও থাকতো না। রাজার ছেলে—রাজার মহিষী—রাজার পরিবার,—ঈশ্বর প্রদত্ত এদের যে অধিকার—যে সম্মান—যে মর্য্যাদা আছে একটা সামান্য ইতর প্রজার যদি সেই অধিকার, সেই সম্মান, সেই মর্য্যাদা থাকে, তা'হ'লে পৃথিবীতে সমস্তই একাকার হ'য়ে সৃষ্টি পর্য্যন্ত লুপ্ত হবার সম্ভাবনা। সম্রাট্। শুধু রাজসংসারে নয়, আপামরসাধারণ—দীন দরিদ্র গৃহস্থ ধনবান,—সকল সংসারেই পর অপেক্ষা আপনার স্ত্রী-পুত্রের কি একটা বিশেষত্ব নাই ? স্ত্রীপুত্রকে সে অধিকারবিশেষত্ব প্রদান করা স্বামী ও পিতার ইচ্ছাধীন বা অনুগ্রহ নয়,—অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনি রাজ্যেশ্বর হ'লেও—কা'কেও ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত করা আপনার সুবিচারের পরিচয় অথবা রাজধর্ম্ম নয়।

অতা। এ আপনি কি অন্যায় যুক্তি দেখাচ্ছেন সাহেব ? স্ত্রী পুত্র ব'লে কি একেবারে মাথা কিনেছেন নাকি ? সম্রাট্‌কে যখন তখন যা'চ্ছেতাই অপমান ক'রবেন,—আর স্ত্রী-পুত্র ব'লে ওঁকে নীরবে তাই সহ্য ক'র্ত্তে হবে,—এ আপনার কি রকম উপদেশ ?

হেপা। মাপ করুন সাহেব—এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি কোনও

কথা কইতে প্রস্তুত নই! আপনিও আপনার স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় আছেন, আমিও আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্য উপস্থিত। বিশেষতঃ, আমাদের দুজন কারই স্বার্থ যখন বিপরীতগামী, তখন এ সম্বন্ধে আপনার আমার মতের ঐক্য কোনমতেই সম্ভব নয়।

সি। আমার সেই অপমানকারী স্ত্রী-পুত্রের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষায় তোমার স্বার্থ কি হেপাস্তেন?

হেপা। আমার কি স্বার্থ? হায় সম্রাট্‌! এ কথা আপনার জিজ্ঞাসা করা শোভা পায় না। পিতৃমাতৃহীন অনাথ হেপাস্তেন যাঁ'দের অনুগ্রহে আজ রাজসংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রেছে,—যে সম্রাজ্ঞী নিজের একমাত্র পুত্র অপেক্ষাও আমাকে স্নেহ যত্ন করেন, রাজ্যেশ্বরের পুত্র হয়েও যে আলেকজান্দার আমাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শন ক'রে থাকেন, এক কথায় ব'লতে কি সম্রাট্‌,—যাঁ'দের জন্যই এ পৃথিবীতে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি হেপাস্তেনের অস্তিত্ব, সেই জননীস্বরূপিণী মহারাণী, সেই অভিন্নহৃদয় সোদরসমান রাজপুত্র রাজপ্রাসাদ হ'তে দূরীভূত—নিদ্দেশাগ্রস্ত,—তা' দেখে আমি কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি প্রভু?

অতা। সাহেব! কেন বেশী বাড়াবাড়ি কচ্ছেন? সম্রাট্‌ ফিলিপকে অপমান ক'রে স্বর্গের দেবতা পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি লাভ ক'র্ত্তে পার্ব্বেনা,— এটা যেন মনে থাকে!

হেপা। আবার আপনি আমার কথায় কথা কইছেন! আপনি তো বড় নির্লজ্জ—

অতা। নির্লজ্জ—আমি না আপনি? সাহেব! আপনারও তো কম সাহস নয়? আপনি সম্রাটের প্রসাদভোজী হ'য়ে সম্রাটের আদেশ লঙ্ঘন ক'রে—সম্রাটের রাজত্বে ব'সে বিদ্রোহাচরণ ক'চ্ছেন? এতক্ষণ সে

কথা সম্রাটের গোচরে আনিনি—কিন্তু আপনার আচরণে আমায় ব'ল্‌তে হ'ল যে,—নির্ব্বাসিত বিদ্রোহী সম্রাজ্ঞী এবং রাজকুমারকে আপনি বহু সম্মানে আপনার আবাসে আশ্রয় প্রদান ক'রেছেন। এ কার্য্য কি ঘোরতর বিদ্রোহীতা নয়?

ফি। সে কি হেপাস্তেন—ওলিম্পিয়া আলেকজান্দার তোমার বাটীতে?

হে। সম্রাট্! এ কথা কি আপনি এখন শুনলেন? তা'হ'লে বাস্তবিকই খুব আশ্চর্য্য বটে! প্রভু! আমি জীবিত থাক্‌তে সম্রাজ্ঞী সম্রাট্‌পুত্র রাস্তায় দাঁড়াবে? হেপাস্তেনের দেহে রক্তবিন্দু থাকতে সম্রাট্ ফিলিপের মর্য্যাদাহানি হবে? সম্রাট্। একবার প্রকৃতিস্থ হ'য়ে বিবেচনা ক'রে দেখুন দেখি,—রাজ্ঞী ওলিম্পিয়া এবং রাজকুমার আলেকজান্দার যখন রাজদণ্ড গ্রহণ ক'র্ব্বেন,—তখন কি তাদের দেখিয়ে আবালবৃদ্ধবনিতা ব'ল্‌বে না,—"ঐ সম্রাট্ ফিলিপের পত্নী,—ঐ সম্রাট্ ফিলিপের পুত্র।" অপরাধীর সঙ্গে ফিলিপের নাম সংশ্লিষ্ট থাকলে কি সম্রাট্ ফিলিপের গৌরববৃদ্ধি হবে?

ফি। ঠিক ব'লেছ হেপাস্তেন—এ কথাটা তখন ভাবিনি,—এখন মনে লাগ্‌ছে বটে!

হে। শুধু তাই নয় সম্রাট! অন্তঃপুরচারিণী মহারাণীর উগ্রস্বভাবের কথা সাধারণ প্রজাবৃন্দের সম্পূর্ণ অবিদিত। সমগ্র মাসিদান জাতি মহারাণীকে জননীর সমান জ্ঞান করে থাকে। আর রাজপুত্র আলেকজান্দারও প্রজাবৃন্দের কিরূপ ভক্তি সম্মান ভালবাসার পাত্র,—তা'তো আপনার অজ্ঞাত নয়। যদি প্রজাগণ সেই সম্রাজ্ঞী—সেই সম্রাট্‌পুত্রের এরূপ দুর্দ্দশার কথা শোনে,—তখন তা'রা স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে আপনার অপরাধী স্ত্রী-পুত্রের পক্ষ অবলম্বন ক'রে—রাজ্যে ভয়ঙ্কর গোলযোগের সৃষ্টি ক'র্ব্বেনা কি সম্রাট?

পার্ম্মিনি। সম্রাট্! হেপাস্তেন সাহেবের সহিত আমাদেরও ঐ মত! আমরাও আপনার এ পত্নী-পুত্র-নির্ব্বাসন-কার্য্যের অনুমোদন করিনা।

ফি। ভাল—তোমাদের যদি সকলের তাই মত হয়, আমি আমার নির্ব্বাসনদণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহার ক'ল্লেম। হেপাস্তেন! তুমি সম্রাজ্ঞী এবং রাজপুত্রকে প্রাসাদে আস্‌তে বল। কিন্তু উত্তরাধিকারীনির্ব্বাচন সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছাধীন,—সে সম্বন্ধে আমি তোমাদের কোনও অনুরোধ উপরোধ শুন্‌ব না! পার্ম্মিনি! যাও—আমার বিবাহোৎসবের আয়োজন কর। অত্তালস্! তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে নিয়ে এস,—সেই আমার প্রধানা মহিষী হবে।

হেপা। সম্রাট্! আপনার জয় হোক!

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক



আরিস্ততলের বাটীর সম্মুখ।

আরিস্ততল ও ক্লিতস।

ক্লি। তা'হ'লে এখন আপনার যে রকম আদেশ হয়—আমি সেই রকম কার্য্য করি।

আরি। আমার আবার আদেশ কি? সম্রাটের যখন আদেশ হ'য়েছে তখন সে আদেশ যেমন ক'রে হোক্—পালন ক'র্ত্তেই হবে।

ক্লি। মেয়ের আপনার জোর বরাৎ—একেবারে সম্রাটের নেক-

নজরে পড়েছে। সম্রাট্ জামাই হ'লে আপনাদের সাতগুষ্ঠির হিল্লে হ'য়ে যাবে। আপনিও একজন ছোটখাটো রকমের সম্রাট্ হ'য়ে প'ড়বেন।

আরি। সে আকাঙ্ক্ষা আমার নেই ক্লিতস। জ্ঞানাঞ্জন—বিদ্যাঞ্জনই আমার নশ্বর জীবনের কাম্যবস্তু। কিন্তু তোমার কাছে দিয়ানা সম্বন্ধে যে কথা শুনলেম—তা'তে আমি বিশেষ চিন্তিত হ'য়েছি। যেমন ক'রেই হোক—আলেকজান্দারের সঙ্গে দিয়ানার প্রণয়সংঘটনের পথ বন্ধ ক'র্ত্তেই হবে।

ক্লি। তা'তো হবেই। সেই জন্যেই তো আমরা এত উঠে পড়ে লেগেছি। নইলে আপনার মেয়েটী যে রকম প্রণয়ের থাবা বাড়িয়ে ছিলেন, তা'তে রাজকুমারের মত দু দশটা মহাবীরকে কোথায় ছোঁ মেরে উধাও করে নিয়ে যেতো।

আরি। উঃ—আর বোলোনা—আর বোলোনা ক্লিতস। ধিক ধিক নারীজাতিকে। ধিক তা'র উচ্চশিক্ষায়—ধিক তার সংযম অভ্যাসে। তুচ্ছ এক অলীক প্রণয়ের বশে সর্ব্বনাশা নিজের সর্ব্বনাশ—রাজকুমারের সর্ব্বনাশ—দেশের সর্ব্বনাশ ক'র্ত্তেও কুণ্ঠিত নয়? এই যে পাপিষ্ঠা আসছে—

(দিয়ানার প্রবেশ)

আরি। দিয়ানা। তোমার বালিকা বয়স—তোমার বিদ্যাশিক্ষার সময় অতিবাহিত হয়েছে, এখন তুমি পূর্ণযুবতী,—তোমার যৌবন ধর্ম্ম পালনের সময় উপস্থিত। যাও—দ্বিরুক্তি না ক'রে এই ব্যক্তির অনুসরণ কর। সম্রাট্ ফিলিপকে পতিত্বে বরণ ক'রে জীবন ধন্য কর।

দি। কি ব'ল্লে বাবা?

ক্লি। বাবা চিরদিন ভাল কথাই বলে ঠাকৃরুণ,—হাবা মেয়ে সে কথা এখন শুন্‌লে হয়!

আরি। কথাটা বুঝ্‌তে পাল্লেনা দিয়ানা? সম্রাট্‌ ফিলিপ তোমার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ ক'র্ত্তে চান। তাই আমার প্রতি আদেশ হয়েছে,—তোমাকে এই ব্যক্তির সঙ্গে রাজবাটীতে পাঠিয়ে দিতে।

দি। কে সম্রাট্‌ ফিলিপ? তা'র আদেশ আমি পালন ক'র্ত্তে বাধ্য নই!

ক্লি। তুমি তো তুমি, তোমার বাবা যে সে বাধ্য—তা' জান বাছা!

দি। চুপ কর্‌—ক্ষুদ্র মশক!

আরি। সম্রাটের আদেশ পালন ক'র্ব্বেনা দিয়ানা?

দি। না।

আরি। ভাল, আমার আদেশ?

দি। পিতা! অন্যায় আদেশ জগদীশ্বরের হ'লেও দিয়ানা পালন করেনা।

আরি। হুঁ! দুধ দিয়ে কাল সাপিনী পুষেছি বটে!

ক্লি। ভাল চান্‌ তো প্রভু, এ কাল-কেউটে এখুনি আপনার ভিটে থেকে সরান্‌,—নইলে যে চক্র বা'র ক'রেছে দেখ্‌ছেন,—ও বাপ-টাপ্‌ কিছু মান্‌বে না! এখুনি আপনাকেই ছোট্‌ ক'র্ব্বে।

আরি। দিয়ানা! ভাল কথা ব'লছি শোনো—সসম্মানে যদি না যাও, এখুনই রাজরক্ষীগণ তোমাকে বলপ্রয়োগে নিয়ে যাবে!

দি। হা হা হা! আমাকে? কা'র সাধ্য?

আরি। তা'হ'লে ক্লিতস্‌! পিশাচিনীকে জোর ক'রে নিয়ে যাও,—আর আমি ওকে আমার বাটীতে প্রবেশ ক'র্ত্তে দোবোনা।

[আরিস্ততলের বাটীর ভিতর গমন ও দ্বার অর্গলবদ্ধ করণ]

ক্লি। ব্যস্‌, এইবারে তো পথে ব'স্‌লে সুন্দরী—আর কেলেঙ্কারী

কোরোনা ;—তা'হ'লে দু'কুলই যাবে। এইবার লক্ষ্মী মেয়ের মত আমার সঙ্গে চলে এস।

দি। তুমি জাহান্নমে যাও কুক্কুর!

[প্রস্থানোদ্যতা।

ক্লি। তবে রে ছুঁড়ী! অবলা দুর্ব্বলা-বল্বলা ব'লে কিছু বলিনি বটে? চল্‌তো—হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাই—

[দিযানার হস্তধারণ,—ক্লিতসের গ্রীবাধারণপূর্ব্বক দিযানা তাহাকে ভূতলে পাতিত করিল]

দি। এখুনি তোমায় হত্যা ক'র্ত্তে পারি,—কিন্তু ক্ষুদ্র কীট বধে কোনও ফল নাই। সাবধান! আমার সঙ্গে লেগোনা,—তা'হ'লে তোমার মৃত্যু নিশ্চয়।

[দিযানার প্রস্থান।

ক্লি। উঃ—গিছি বাবা—একেবারে জাহান্নমেই গিছি!

(কালীস্থানীর প্রবেশ)

কা। উঠ্‌তে পাচ্ছনা সাহেব? এস—আমি উঠিযে দিচ্ছি। একটু তেল মালিস্ ক'রে দে'বো?

ক্লি। ভাই, যা' হ'লো তা' হ'লো—কাউকে প্রকাশ কোরোনা। বড়ই বে-ইজ্জৎ হযেছি। একা এসে ভাল করিনি।

কা। একটা রীতিমত ফৌজ আনাই উচিত ছিল!

ক্লি। তাই বটে! বাপ্—ওকি মেয়েমানুষ? কক্ষনো নয়—কক্ষনো নয়,—ওর চৌদ্দ-পুরুষে কেউ মেয়েমানুষ নয়!

কা। এইবার সম্রাটের কাছে মোটা রকম বখ্‌শিস্ নাওগে!

ক্লি। তাইতো—সম্রাট্‌কে কি বলি বল দিকি?

কা। স্পষ্ট বল্‌গে—আপনার নববধূ আমাকে কচু খাইয়ে তাঁর প্রাণবঁধুর অন্বেষণে গেছেন।

ক্লি। ঠাটা কর কেন? আমি মচ্ছি' প্রাণের জ্বালায়—গায়ের ব্যথায়,—এখন উনি এলেন রঙ্গ ক'রতে। আচ্ছা—তোমাকে তো ছুঁড়ী একটু খাতির করে,—তুমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আন্‌তে পারনা?

কা। পারি বৈকি—এক কথায় নিয়ে যেতে পারি!

ক্লি। পার—পার? মাইরি?

কা। তা পারি বইকি! শুধু পারি নয়,—এমন ধারা পারি,—যা'তে এখুনি ছুঁড়ী কেঁচোর মতন তোমারই সঙ্গে যাবে! কিন্তু—তোমাকে একটা কাজ ক'র্ত্তে হবে।

ক্লি। কি 'ক—বল ভাই বল! আরও ডু'ঘা বদ্দা খেতে হবে? আচ্ছা ভাই সই—ভাই সই।

কা। না—তা'র চেয়ে সোজা কাজ। বিয়েটা ঘুরিয়ে এক পুরুষ নামিয়ে দিলে হয়না? বাপের সঙ্গে না দিয়ে—ছেলের সঙ্গে দেবার ব্যবস্থা ক'র্ত্তে পার?

ক্লি। ধো-ং!　　[ক্লিতসের প্রস্থান।

কা। ভো-ং!　　[মুখ ভ্যাঙ্গাইয়া অপর দিকে প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

অবণ্যপথ।

পৌসেনি ও দিয়ানাব প্রবেশ।

দি। প্রতিশোধ নিতে পাৰ্ব্বে ?

পৌ। নিশ্চয় পার্ব্বো ? স্বয়ং সয়তান এসে যদি বিরুদ্ধে দাঁড়ায়—তা'কেও উপেক্ষা ক'রে আমি সম্রাট্‌কে হত্যা ক'র্ব্ব !

দি। বৃথা বাক্যাড়ম্বর কোরোনা। সম্রাট্‌কে হত্যা ক'র্ব্বে—এতদূব সাহস তোমার হয় ?

পৌ। আলবৎ হয়। যদি অবিশ্বাস হয়, তা'হ'লে তুমি স্পার্টান জাতিকে চেনোনা ! শুধু সম্রাট্‌কে কি ব'লছি,—সম্রাটেব স্ত্রী, পুত্র, সম্রাটের আত্মীয়স্বজন,—সকলকে বধ ক'র্ব্ব !

দি। তা' ক'র্ত্তে পাবেনা ! সম্রাট্ তোমার যে রকম অনিষ্ট ক'রেছে—তা'তে সম্রাট্‌কে হত্যা করাই উচিত ! তা'তে আমি কিছু ব'ল্‌বনা,—কেননা সম্রাট্ আমারও শত্রু। সম্রাট্‌কে হত্যা কর,—কিন্তু তা'র স্ত্রী-পুত্রকে বধ ক'র্ত্তে পাবেনা। তা'রা তোমার আমার সঙ্গে কোন শত্রুতা আচরণ করেনি !

পৌ। বধ ক'র্ব্বনা ? আমার স্ত্রী-পুত্রদের যে সর্ব্বনাশ ক'রেছে, তার স্ত্রী-পুত্রকে আমি জীবিত থাক্‌তে দোবো ? জান আমার কি সর্ব্বনাশ ক'রেছে ? সম্রাটের আদেশে তা'রা নিরাশ্রয় হ'য়ে উপর্য্যুপরি তিন চারদিন ক্রমাগত পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে ! সমগ্র মাসিদান রাজ্যের মধ্যে কেউ তা'দের একবার কোথাও বসে বিশ্রাম ক'র্ত্তে দেয়নি—

দারুণ তৃষ্ণায় এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত পান কর্ব্বার অবসর দেয়নি! অনাহারে পথক্লান্ত পিপাসার্ত্ত হ'য়ে—এক বৃক্ষতলায় ক'জনে মরে প'ড়ে আছে! এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আমি ফিলিপকে মার্ব্বনা? আমি তা'র বংশলোপ ক'র্ব্বনা?

দি। এ তোমার খুবই অন্যায় কথা! একজনের দোষে অপরে শাস্তিভোগ ক'র্ব্বে কেন? তা' হবেনা! রাজকুমারকে হত্যা ক'র্ত্তে কিছুতেই পারবেনা! সে সঙ্কল্প যদি কর, তা'হ'লে এ বিষয়ে তুমি আমার তিলমাত্র সহায়তা পাবেনা—বরং আমি তোমার কার্য্যসিদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক হব!

পৌ। আচ্ছা—তোমার কথা রাখ্‌লেম। শুধু সম্রাট্‌কে হত্যা ক'র্ত্তে পেলেই আমার কতকটা প্রাণের জ্বালা নির্ব্বাণ হ'বে!

দি। তা' হ'লে—এস আমার সঙ্গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

বিবাহ সভা।

সদস্যগণ, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ইত্যাদি।

(ছদ্মবেশে একধারে সশস্ত্র পৌসেনি এবং দিযানা)

নর্ত্তকীগণের ফুলমালা হস্তে

গীত।

অধর সুধা মিশিয়ে দিয়ে মিনি সুতোয গেঁথেছি এ হার।
কত মধু আছে বঁধু—বুঝবো এবার প্রাণে তোমার॥
পার যদি বাসতে ভাল,
গলায় মালা ক'রবে আলো,—
প্রাণ খুলে প্রেম ঢালো—
দুঃখজ্বালা রবেনা আর,—
মধুর স্বরে বাজ্‌বে ধীরে হৃদমাঝারে মরম তার॥

(সম্রাট্ ফিলিপ, পার্শ্মিনি, অন্তালস এবং ক্লিতসের প্রবেশ)

ফি। বল কি ক্লিতস? সুন্দরী পালিয়েছে?

ক্লি। আজ্ঞে—হ্যাঁ সম্রাট্। শুধু পালিয়েছে? একেবারে মোর ধার লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে পালিয়েছে!

ফি। তা'হ'লে এখন উপায়? মানরক্ষা হয কিসে? দেশবিদেশ থেকে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত হ'যে এসেছে, এই রাত্রে যদি বিবাহ না করি, তা'হ'লে আমি জনসমাজে মুখ দেখাব কেমন ক'রে?

অতা। কেন সম্রাট্? আপনার পাত্রীর অভাব কি? এখুনি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী ক্লিওপেট্রাকে এনে আপনার করকমলে অর্পণ ক'চ্ছি! সে রূপ দেখ্‌লে সকলে এখানে মোহিত হ'য়ে যাবে!

ফি। তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে—

ক্লি। আর কথায় কাজ নেই সম্রাট্! তাই হুকুম দিয়ে ফেলুন! ওর ভ্রাতুষ্পুত্রী—ভ্রাতুষ্পুত্রীই সই! এখানে দাঁড়িয়ে এখন আর ভাবনা-চিন্তের আবশ্যক নেই! যাও—যাও—অতালস্—আর দাঁড়িও না! ভ্রাতুষ্পুত্রী ভগ্নীপুত্রী—যে থাকে তোমার, সম্রাটের জন্যে টেনে-টুনে নিয়ে এস। আমার যে তিনকুলে মাসী, পিসি, বোন্, বোন্‌পো কেউ নেই,—নইলে আমিই কি,—কি আর ব'ল্‌ব—

ফি। আচ্ছা—তাই যাও অতালস্! এ বিষয়ে আর গোলযোগ কোরোনা, এখুনি তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে নিয়ে এস।

অতা। যথা আজ্ঞা!

[অতালসের প্রস্থান।

ফি। ছি—ছি—ছি—শুভকার্য্যে কি বিঘ্ন!

পার্ম্মি। সম্রাট্! অধীনের বাচালতা মার্জ্জনা করুন,—এ বিবাহ আপাততঃ স্থগিত রাখ্‌লে ভাল হয় না?

ফি। আবার তুমি ঐ কথার উত্থাপন ক'চ্ছ? বিবাহ আর স্থগিত রাখা চলে? নিমন্ত্রিত লোকেরা ব'লবে কি?

পার্ম্মি। ব'ল্‌বে আর কি সম্রাট্? এ রকম উৎসব—এ প্রকার লোকনিমন্ত্রণ তো সম্রাটের প্রাসাদে নিতান্ত বিচিত্র ব্যাপার নয়! লোকে জান্‌বে, আজ সম্রাটের সহিত নির্ব্বাসিত স্ত্রী-পুত্রের পুনর্ম্মিলন উপলক্ষে এই উৎসবের আয়োজন!

ক্লি। ক্ষমা দিন্ মন্ত্রীমশাই! আর খুঁচিয়ে পুরোণো বিষ তুল্‌বেন

না! ও হ'য়ে যাচ্ছে—হ'য়েই যাক্! আর কথা কাটাকাটিতে কাজ নেই!

ফি। হ্যা মন্ত্রী,—আমারও মতে আর ও প্রসঙ্গের উত্থাপনেই কাজ নেই! বিবাহ আমি নিশ্চয়ই ক'র্ব্ব? কিছুতেই তোমরা আমায় নিরস্ত ক'র্ত্তে পার্ব্বেনা। চুপ্ কর।

(হেপাস্তেন, আলেকজান্দার এবং ওলিম্পিয়ার প্রবেশ)

হেপা। সম্রাট্! স্ত্রী-পুত্রকে একবার আলিঙ্গন করুন।

ফি। এস আলেকজান্দার—এস সম্রাজ্ঞী! তোমাদের প্রতি কত আচরণ ক'রে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। তোমরা সে বিষয়ে কিছু মনে কোরোনা।

আলেক। (অভিবাদনপূর্ব্বক) পিতা! অজ্ঞ সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

ওলি। হ্যা সম্রাট্! আপনি নাকি আবার বিবাহ ক'চ্ছেন!

ফি। কেন? সে সংবাদ কি তোমরা হেপাস্তেনের কাছে পাওনি?

ওলি। পেয়েছি। পেয়েছি বলেই ব'লছি যে তুমি সম্রাট্—আর একটা কেন,—লক্ষটা বিবাহ ক'র্ত্তে পার। কিন্তু—মাসিদনরাজ্যের উত্তরাধিকারী আমার পুত্র আলেকজান্দার—সেটা যেন মনে থাকে!

ফি। না—তা হবে না ওলিম্পিয়া! আমি এই সর্ত্তে বিবাহ ক'চ্ছি যে আমার অবর্ত্তমানে আমার নবীনা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানই মাসিদনের সিংহাসনে আরোহণ ক'র্ব্বে।

ওলি। কি? আমার আলেকজান্দার রাজ-সিংহাসন পাবেনা?

ফি। কেন পাবে ওলিম্পিয়া?

ওলি। কেন পাবে—তা' তুমি জাননা? আমায় ব'লে দিতে হবে সম্রাট্? তা'হ'লে বলি,—আমিই তোমার একমাত্র ধর্ম্ম-পত্নী,—আমি

ভিন্ন অন্য কেউ তোমার স্ত্রী হ'তে পারে না। আর আমার গর্ভের সন্তান তোমারই ঔরসজাত—সুজাত সন্তান! তোমার অন্য কোন পত্নীর গর্ভজাত পুত্র তোমার পুত্র ব'লে গ্রাহ্য নয়। মাসিদনের সিংহাসন আলেকজান্দার ছাড়া আর কেউ দাবী ক'র্ত্তে পারে না।

ফি। ওলিম্পিয়া! এখানে বিবাহসভায় অনর্থক ও কথা নিয়ে আর গোলযোগ কোরোনা! সে যা হয়—পরে বোঝা যাবে! এখন যাও!

ওলি। যাব কি সম্রাট্? আমি বিশ্বের লোক একত্রিত ক'রে এখানে এই কথা উচ্চকণ্ঠে প্রচার ক'র্ব্ব,—এ বিষয়ের মীমাংসা ক'র্ব্ব! আমার পুত্র আলেকজান্দারের সিংহাসনের ভিত্তি দৃঢ় কর্ব্বার জন্যই আজ তোমার বিবাহোৎসবে উপস্থিত হ'য়েছি।

ফি। ওলিম্ফিয়া! কা'র সিংহাসন—কে কা'কে দেবে,—তাই নিয়ে তুমি উচ্চকণ্ঠে মীমাংসা ক'র্ত্তে এসেছ কিসের জন্য? তুমি আমার পত্নী হ'তে পার। কিন্তু তুমি যে ব্যভিচারিণী নও,—তা'রই বা প্রমাণ কি?

আলে। সম্রাট্—সম্রাট্—আমার গর্ভধারিণীকে সভার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে অপমান ক'র্ব্বেন না।

হেপা। সম্রাট্! সম্রাজ্ঞীর মর্য্যাদাহানি ক'র্ব্বেন না!

ফি। আর তোমার গর্ভজাত আলেকজান্দার যে আমারই ঔরসজাত—

ক্লিতস্। তা'রই বা প্রমাণ দিচ্ছে কে? এ একটা কথার মতন কথা—সমিস্তের কথা বটে—সমিস্তের কথা বটে—

আলে। কি নরাধম—তুই মাসিদনের রাজকুমারকে জারজ ব'লিস্?

হেপা। রসনা সংযত ক'রে কথা কোস্ ক্লিতস্—

সকলে। ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ ক্লিতস্—ছিঃ সম্রাট্!

ওলি। শুন্ছ—শুন্ছ—সভাশুদ্ধ লোক কি ধিক্কার দিচ্ছে—শুন্ছ সম্রাট্?

ফি। দূর হও—পাপিষ্ঠা—তোকে আমি পদাঘাত করি—

(এই সময় পৌসেনি ফিলিপকে গুলি করিল)

উঃ—কে—রে—(পতন)

সকলে। হত্যা—হত্যা—রাজহত্যা—রাজহত্যা—বিদ্রোহী—বিদ্রোহী।

পৌ। রাজহত্যা শুধু নয়—এইবার রাজপুত্রহত্যা—

[আলেকজান্দারকে লক্ষ্য করণ]

দিয়ানা। বটে—বিশ্বাসঘাতক— (পৌসেনিকে গুলি করণ)

পৌ। ও.—(পৌসেনির পতন এবং দিয়ানার পলায়ন)।

সকলে। হত্যা—হত্যা—

হেপা। রক্ষা হ'য়েছে—রাজপুত্রের প্রাণরক্ষা হ'য়েছে! এক দেবকন্যা রক্ষা ক'রেছেন!

আলে। হেপাস্তেন—হেপাস্তেন। কে এ সর্ব্বনাশ ক'র্লে ভাই? পিতা—পিতা—

ফি। উঃ—বড়—পিপাসা—আঃ—কই—আলেকজান্দার—এস—কাছে এস! আমায় মার্জ্জনা কর—সম্রাজ্ঞী—আলেকজান্দারকে সিংহাসন দি—

(ফিলিপের মৃত্যু)

———

দ্বিতীয় অঙ্ক



প্রথম গর্ভাঙ্ক

মাসিদন—রাজপ্রাসাদ—প্রাঙ্গণ।

আলেকজান্দার ও ওলিম্পিয়া।

আলেক। মা! তা'হ'লে আমায় বিদায় দাও—আমি পারস্য-বিজয়ে যাত্রা করি!

ওলি। এরই মধ্যে কোথায় যাবি বাবা? এই ক'দিন মাত্র সিংহাসনে ব'সেছিস্—একটু আরাম ক'রে রাজ্যসুখ ভোগ কর্—আমি আরও ক'দিন প্রাণভরে তোকে সিংহাসনে ব'সে রাজত্ব ক'র্ত্তে দেখি।

আলেক। মা! পারসীকরা আমার রাজ্যের চিরশত্রু,—আমার পিতার চিরশত্রু! যতদিন না তা'দের দমন ক'র্ত্তে পার্ব্ব,—যতদিন না পারস্যরাজ্য জয় ক'র্ত্তে পার্ব্ব,—ততদিন তো আমি নিশ্চিন্তে রাজ্যসুখ ভোগ ক'র্ত্তে পার্ব্বনা!

ওলি। তা—তুমি তো পরের রাজ্য জয় ক'র্ত্তে যাচ্ছ, তোমার নিজের রাজ্য দেখ্‌বে শুন্‌বে কে বাছা—তা' বল!

আলেক। সে সমস্ত আমি বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছি মা! আমার অবর্ত্তমানে আন্তিপেতর সমস্ত রাজকার্য্য পরিচালনা ক'র্ব্বে!

ওলি। আন্তিপেতর? সে? আ—ছি—ছি—ছি—সে এই এত বড় রাজ্য চালাবে?

আলেক। তবে পার্ম্মিনি—কিংবা অতালস্—কিংবা আচিলি—

ওলি। দূর—দূর—এরা কেউ কোন কাজের নয়—

আলেক। তবে গুরুদেব আরিস্ততলকে রাজ্যভার দিলে—

ওলি। ছিঃ বাবা—তুমি এত ছেলেমানুষ? আরিস্ততল শুধু লেখা-পড়াই শেখাতে পারে,—রাজকার্য্যের কি জানে?

আলেক। তা'হ'লে তোমার কি ইচ্ছে—হেপাস্তেনকে এখানে রেখে যাব?

ওলি। ও বাবা—হেপাস্তেনকে সঙ্গে না দিয়ে তোমাকে আমি এক পা কোথাও যেতে দিতে পারি?

আলেক। তবে কা'র হাতে রাজ্যভার দোবো—তুমিই বল মা!

ওলি। তোমার রাজ্য তুমিই চালাও,—কা'রও হাতে ভার দিয়ে কাজ নেই বাবা! ছেলেবেলা থেকে অনেক যুদ্ধ ক'রেছ, আব যুদ্ধ ক'রে দরকার কি?

আলেক। মা! অধম সন্তানের প্রতি একটু প্রসন্ন হও! পারসীক-গণকে বশ্যতা স্বীকার না করালে—আমার রাজ্যের সমূহ বিপদ। আমার পিতার আদেশ,—সর্ব্বাগ্রে পারস্যজয় ক'রে তবে অন্য কার্য্য করা!

ওলি। তোমার পিতার যদি তাই আদেশ হয়, তা'হ'লে আমারও আদেশ,—কোথাও না গিয়ে নিজের রাজ্যে ব'সে রাজত্ব করো! শুন্‌লে আলেকজান্দার—তোমার মা'র কথা শুন্‌লে?

আলেক। শুন্‌লুম বই কি মা! তবে তাই হোক্!

ওলি। যাও—সৈন্যদের নিরস্ত্র হ'তে আদেশ দাও,—আর রাজ্যে ঘোষণা ক'রে দাও যে, তোমার পারস্য-অভিযানের কোনও প্রয়োজন নেই!

(হেপাস্তেনের প্রবেশ)

হেপা । প্রয়োজন নেই কি মা ! মর্ত্ত্যে সাক্ষাৎ দেবীরূপিণী তুমি,—তোমার গর্ভজাত পুত্র সম্রাট্ আলেকজান্দার,—তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে যদি দেবতার ন্যায় অখণ্ড প্রতাপে সমগ্র জগতে আধিপত্য স্থাপন না ক'ল্লে,—তবে জগদীশ্বর তোমাকে তা'র গর্ভধারিণী ক'রেছেন কেন ?

ওলি । তা' ঠিক কথা বাবা হেপাস্তেন—তা' ঠিক কথা,—তবে কি জান—আমি বাছাকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাকব ?

হেপা । তুমি রাজরাজেশ্বরী—তুমি এত বড় মাসিদন রাজ্যের সম্রাটের জননী,—তুমি যদি ছেলেকে বিশ্ববিজয়ে বিদায় দিয়ে—নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘরে ব'সে না থাকৃতে পার্ব্বে, তা'হ'লে দেবীতে আর মানবীতে তফাৎ হ'ল কি মা ? সমগ্র প্রজা তোমাকে স্বর্গের দেবী ব'লে ভক্তিপূজা ক'রে থাকে । বোধ হয় পৃথিবীশুদ্ধ নরনারী শুনেছে—সম্রাট্ আলেকজান্দারের গর্ভধারিণী মর্ত্ত্যের মানবী নন—স্বর্গের দেবী ;—সেই তা'রা যদি শোনে যে সেই দেবী সামান্যা মানবীর মতন দুর্ব্বলা হ'য়ে—ছেলেকে পৃথিবীর ঈশ্বর হ'তে দিচ্ছেনা,—তা'হ'লে তোমার সম্মানের কতটা হানি হবে বল দেখি মা !

ওলি । না না—তা' হবেনা—তা' হবেনা ! ছেলে আমার পৃথিবীর রাজা হবে—নিশ্চয়ই হবে—কেউ বাধা দিতে পার্ব্বেনা ! আমি পৃথিবীশ্বরের মা হব—নিশ্চয়ই হব ! যাও—যাও আলেকজান্দার ! এখুনি যাও,—সমগ্র পৃথিবীরাজ্য জয় ক'রে এসে তোমার দেবী জননীর মুখোজ্জ্বল কর ! যাও, আর বিলম্ব কর্ব্বার কোন আবশ্যক নাই ।

আলেক । এই তো মা তোমার যোগ্যকথা ! আমি আমার দেবী জননীর আদেশপালনের জন্য প্রস্তুত তো হ'য়েই র'য়েছি মা ! আর একবার আশীর্ব্বাদ কর—(পদতলে শিরস্থাপন) ।

ওলি। আশীর্ব্বাদ ক'র্ত্তে হবে না! দেবকুমারকে আশীর্ব্বাদ কর্ব্বার কি আছে? তোমার জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জয়লক্ষ্মী তোমার কাছে বাঁধা! তুমি স্বচ্ছন্দে চলে যাও! তোমার রাজ্য কা'কেও দেখ্‌তে হবে না,—কা'রও ওপোর ভার দিতে হবে না! আমি নিজে আজ থেকে এ বাজ্য—রাজকার্য্য সমস্ত দেখ্‌বো শুন্‌বো!

[ওলিম্পিয়ার প্রস্থান।

হেপা। কেমন সম্রাট্! এইবার তো নিশ্চিন্ত হ'লে?

আলেক। তুমি যা'র সুহৃদ্, তা'র আব কিসের চিন্তা হেপাস্তেন? যাক্—এখন অভিযানের বিষয় এইবার একটু চিন্তা ক'র্ত্তে হবে! সত্য ব'ল্‌ছি হেপাস্তেন—কি ক'রে কি হবে আমি এখনও কিছু ঠাউরে উঠ্‌তে পার্চ্ছিনা! মাত্র দুই এক মাসের ব্যয় নির্ব্বাহ হ'তে পাবে—এরূপ অর্থ নিয়ে জন্মভূমি হ'তে বহুদূরে বিদেশে একজন প্রবলপরাক্রান্ত নরপতিব সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্ত্তে চলেছি,—ফলাফল যে কি হবে তা' তো বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা! তা'র ওপোর—জনবলও বড় বেশী নয়—তা' তো দেখ্‌তেই পাচ্ছ! তিরিশ হাজার পদাতিক, পাঁচ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে কি দারার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ ক'র্ত্তে পার্ব্বো?

হেপা। সম্রাট্! তুমি চিরদিন আশাদেবীর একনিষ্ঠ ভক্ত,—একনিষ্ঠ না হ'লে সফলতা লাভ অসম্ভব—একথা তুমিই চিরদিন ব'লে থাক। তবে আজ নৈরাশ্যকে হৃদয়ে স্থান দিচ্ছ কেন? কি ধনবল, কি জনবল,—আলেকজান্দার সকল বিষয়ে নগণ্য হ'লেও তিনি হৃদয়ের বলে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্! পারস্যপতি ধনবলে বা জনবলে যতই বলবান্ হোন্ না কেন, তিনি হৃদয়ের বলে যে অত্যন্ত হীন,—এ সংবাদ আমি ভাল রকম অবগত আছি!

আলেক। গুপ্তচরের নিকট নূতন সংবাদ কিছু অবগত হয়েছ?

হেপা। হ'য়েছি। তোমায় রাজ্য হ'তে বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে একজন বিশ্বাসঘাতকের দণ্ডবিধান ক'র্ত্তে হবে,—এইটুকু আমার অনুরোধ!

আলেক। কে সে?

হেপা। তা'কে ডেকে পাঠানো হ'য়েছে! এল ব'লে!

(আন্তিপেতরের প্রবেশ)

আন্তি। সম্রাট্! একি শুন্‌ছি? আপনি নাকি রাজমাতার হস্তে রাজ্যপরিচালনের ভার অর্পণ ক'রেছেন?

আলেক। আশ্চর্য্য হ'লে যে আন্তিপেতর? রাজমাতা রাজ্যভার যদি গ্রহণ করেন, সেটা রাজ্যের দুর্ভাগ্য নাকি?

আন্তি। তা' নয় সম্রাট! কিন্তু স্ত্রীলোক রাজ্যপরিচালনে তেমন সক্ষম হবেন কি? তা'র ওপোর—তিনি স্বভাবতঃই কিঞ্চিৎ কোপনস্বভাবা। এতে আপনার রাজ্যের কত অনিষ্ট হবে—তা' তো বুঝ্‌তে পাচ্ছেন!

আলেক। পাচ্ছি! কিন্তু মার প্রাণে ব্যথা দিলে, পুত্রের যে কত অনিষ্ট—তা' কি তুমি বুঝতে পাচ্ছ আন্তিপেতর? কিসের রাজ্য—কিসের ঐশ্বর্য্য—কিসের সম্পদ? মা যদি মনোকষ্টে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেন,—সেই চোখের জল বিশ্বদাহী অনলের রূপ ধারণ ক'রে আমার মাসিদনের মতন লক্ষ লক্ষ রাজ্য আর আমার মতন কোটী কোটী সম্রাট্‌কে ভস্মীভূত ক'রে ফেল্‌তে পারে!

হেপা। ধন্য ধন্য সম্রাট্! এই অপূর্ব্ব মাতৃভক্তিই যথার্থ তোমার দেবত্বের পরিচয়! আন্তিপেতর! কিছু চিন্তা কোরোনা,—রাজমাতা যতই উগ্রপ্রকৃতি হোন্ না কেন,—গর্ভজাত সন্তানের আচরণে যদি

তাঁ'কে তুষ্ট রাখ্‌তে পার,—তা'হ'লে তোমার রাজকার্য্যপরিচালনে কোনও বাধাবিঘ্ন হবে না।

আন্তি। সম্রাট্‌! আমি বুঝ্‌তে পারিনি—তাই এই অন্যায় অভিযোগ ক'রেছি! আমায় মার্জ্জনা করুন!

আলেক। আমি জানি আন্তিপেতর—তুমি আমার রাজ্যের কল্যাণ কামনায় এ কথার উত্থাপন ক'রেছিলে! হেপাস্তেনের কথামত কার্য্য কোরো! আমার মা—তোমার মা এক, এই মূলমন্ত্রে কার্য্য ক'ল্লে তোমার ইষ্ট বই অনিষ্ট হবে না!

(ক্লিতসের প্রবেশ)

ক্লি। আমায় স্মরণ করেছেন সম্রাট্‌?

আলেক। আপনাকে—আমি—

হেপা। সম্রাট্‌ স্বয়ং স্মরণ করেননি! সম্রাটের হ'য়ে আমি তোমায় স্মরণ করেছি বটে!

ক্লি। আজ্ঞে-তা' ক'র্ব্বেন বই কি! আপনিও যে সম্রাট্‌ও সে—আপনি বরং বেশী!

হেপা। তোমার বিরুদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হ'য়েছে!

ক্লি। এ্যাঁ—সে কি?

হেপা। তুমি গোপনে পারস্যরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁ'কে সম্রাটের রাজ্যাভ্যন্তরীন অবস্থা এবং তাঁ'র পারস্যাভিযানের কথা জ্ঞাপিত ক'রে এসেছ?

ক্লি। এ্যাঁ—এ্যাঁ—আমি? আমি? কে বলে? আমি কখনো এমন কাজ ক'র্ত্তে পারি? এ কখনো সম্ভব?

আলেক। সম্ভব না হওয়াই উচিত! কারণ—আপনি আমার

পিতৃবন্ধু! আপনি কখনই আমার সঙ্গে এতদূর বিশ্বাসঘাতকতা ক'র্ত্তে পাবেন না!

ক্লি। হেপাস্তেন সাহেবের চিরদিনই আমার ওপোর রাগ—তা' আমি জানি। সেই জন্যে রাজ্যের সকলে সম্রাটের কাছ থেকে জায়গীর পেলে, অর্থ পেলে, কত কি পেলে,—কেবল পেলুম না আমি! শুধু তাই নয়,—রাজ্যে নূতন রাজা হ'য়ে একটা চাক্‌রি পর্য্যন্ত আমার হ'ল না!

হেপা। আপনি কি চাক্‌রি ক'র্ব্বেন? আপনি কাজকর্ম্মের মধ্যে জানেন কেবল মোসাহেবি ক'র্ত্তে! তা'—সে কাজ তো এখানে আর হয় না! থাক্ সে কথা,—আমি বিশ্বস্ত চরের মুখে শুনলুম—আপনি নিজে পারস্য-রাজ্যে গিয়ে কয়েকমাস অতিবাহিত ক'রে এসেছেন এবং পারস্য-রাজের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ক'রে সম্রাটের বিরুদ্ধে অনেক সংবাদ দিয়ে এসেছেন।

ক্লি। কক্ষনো নয়—কক্ষনো নয়! এখানে চাক্‌রি-বাক্‌রি হ'ল না দেখে, মনের দুঃখে বাড়ী ছেড়ে বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াতেম বটে,—কখনো পারসীকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিনি! যে ব'লেছে, সে মিথ্যা ব'লেছে—রিষ ক'রে বলেছে! তা'র প্রমাণ কি?

(দিয়ানার প্রবেশ)

দি। প্রমাণ আছে বই কি, মিথ্যাবাদী! তুমি এই মাসিদনে পারস্য-রাজের গুপ্তচর হ'য়ে আছ,—এর প্রমাণ এখুনি দেখ্‌তে চাও?

ক্লি। এঁ্যা—এঁ্যা—তুই আবার কে? দেখুন—দেখুন সম্রাট্‌, আমি গরীব ব'লে—ভালমানুষ ব'লে, আপনার রাজ্যের মাগীমদ্দ সবাই আমাকে চেপে ধ'রছে!

দি। এখনও মিথ্যা কথা নরাধম? (ধাক্কা মারিয়া ক্লিতস্‌কে ভূতলে ফেলিল)

আলেক। একি—একি—হেপাস্তেন—এ সব কি?

দি। (ক্লিতসের আংরাখার ভিতর হইতে নিদর্শনপত্র বাহির করিয়া) এই দেখুন সম্রাট্, পারস্য-রাজের স্বাক্ষরিত নিদর্শন-পত্র! এই বিশ্বাসঘাতক এই মাত্র আক্‌রোপলির জঙ্গলে পারস্য-দূতের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ক'বে—তা'র কাছ থেকে এই নিদশন-পত্র গ্রহণ ক'রেছে! আমি স্বচক্ষে অলক্ষ্যে দর্শন ক'রে, এর পশ্চাদনুসরণ ক'রেছি! নরাধম বরাবর নিজগৃহাভিমুখে যাচ্ছিল,—পথে বাজদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওযায় সম্রাটের আদেশে একেবারে এইখানে হাজির হ'য়েছে!

আলেক। বটে? বিশ্বাসঘাতক! নরকের কুক্কুর! তোমাব এই কাজ? হেপাস্তেন! আর অন্য প্রমাণেব আবশ্যক নাই! এখুনিই এই নরাধমের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করা হোক্! রক্ষীগণ! (বক্ষীগণেব প্রবেশ) যাও—এই কৃমিকীটকে এখুনিই মাসিদনের সীমার বাহিবে নিয়ে গিয়ে মস্তক ছেদন কর।

ক্লি। দোহাই—দোহাই সম্রাট্!

আলেক। নিয়ে যাও! আর এ মহাপাপীকে অধিকক্ষণ মাসিদনে রাখ্‌লে—এর দূষিত নিঃশ্বাসে এ রাজ্যের বায়ু কলুষিত হবে!

ক্লি। দোহাই—দোহাই—রক্ষা করুন—(রক্ষীগণের ক্লিতস্‌কে লইয়া প্রস্থান)

আলেক। (দিয়ানাকে) সুন্দরি! তোমায় চিন্‌তে পেরেছি! তুমি আমার গুরুদেবের পালিতা কন্যা! তুমি সেদিন সভাস্থলে গুপ্ত-ঘাতকের হস্ত থেকে আমার জীবন রক্ষা ক'রেছিলে,—তুমি আমার জীবনদাত্রী। আজ তুমি রাজ্যের এক পরম শত্রুকে চিনিয়ে দিলে।

তোমাব নিকট আমি চিবঋণী—চিবকৃতজ্ঞ! বল—তুমি কি পুবস্কাব চাও!

দি। সম্রাট্! আপনি কি ভেবেছেন, আমি পুবস্কারেব লোভে আপনার এ সমস্ত কার্য্য সাধন ক'বেছি? না সমাট্—সেটা আপনাব সম্পূর্ণ ভ্রম!

আলেক। তা' হ'তে পাবে। কিন্তু তোমাব এ নিঃস্বার্থ পবোপকাবেব কি কোনও কাবণ নেই সুন্দবি?

দি। যথেষ্ট কাবণ আছে সমাট্!

আলেক। কি বল?

দি। আমি আপনাকে ভালবাসি—খুব ভালবাসি—প্রাণভবে ভালবাসি! আমি কঠোবপ্রাণা স্পার্টান বমণী,—কোমলতা কখনো আমাদেব হৃদযে স্থান পায না। কিন্তু যেদিন পিতাব গৃহে আপনাকে প্রথম দেখ্লুম,—সেইদিনই আমার প্রাণ আপনাতে একেবাবে মিশিয়ে গেল। আমি বেশ বুঝলুম—আপনাব প্রতি এই ভালবাঁসা হ'তে আমাব প্রাণে একটা অপূর্ব্ব অননুভূত স্বর্গীয় কোমলতা আশ্রয় নিলে!

হেপা। ঠিক্ ব'লেছ সুন্দবি—এ সুন্দব লাবণ্যময় মূর্ত্তি যে একবাব দেখে সেই ভালবেসে ফেলে! এ কমনীয কান্তি—শত্রুমিত্র সকলেবই প্রাণ হবণ কবে—সকলকেই মোহিত কবে! রাজ্যেব সমগ্র প্রজাবর্গ এই হাস্যময মুখখানিব নিকট পবাজয় স্বীকাব ক'বে আছে!

আলেক। তোমার ভালবাসায় আমি পরম সন্তোষলাভ ক'ল্লেম! হায় সুন্দরি! আর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যদি তুমি সেদিন উপস্থিত হ'তে—তা'হ'লে হয়তো আমাব পিতারও জীবন বক্ষা হ'ত!

দি। আপনার পিতাব জীবন আমি রক্ষা ক'র্ত্তুম? হা—হা—হা—হা—সম্রাট্! তা' আমি কিছুতেই ক'র্ত্তুম না—আমার মনে সে উদ্দেশ্য ছিলনা!

আলেক। কেন ?

দি। আপনার পিতা আমার মহাশত্রু ছিলেন! জানেন না সম্রাট্ —তিনি আমার অনেক অনিষ্ট ক'রেছেন! তাঁ'র জন্যে আমি আপনাকে পাইনি,—তাঁ'র জন্যে আজ আমি পিতাকর্তৃক লাঞ্ছিত—গৃহ হ'তে বহিষ্কৃত!

আলেক। তা'হ'লে তুমিও কি এই বিদ্রোহীতায় সংশ্লিষ্ট ছিলে ?

দি। ছিলেম! আমি শুধু সংশ্লিষ্ট ছিলেম না,—গুপ্তঘাতককে এ কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছি!

হেপা। এ কি—উন্মাদিনী ?

আলেক। কি ব'ল্লি দুশ্চারিণি ? তুই আমার পিতৃহত্যাকার্য্যে লিপ্ত ছিলি ? বটে ? তা'হ'লে তুইও আমার পিতৃহন্ত্রী ? ভাল - আমিও তা'হ'লে এখুনিই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিই!

দি। স্বচ্ছন্দে নিতে পারেন সম্রাট্! আপনাকে সে সুযোগ দেবার জন্যেই তো আমি স্বেচ্ছায় এসেছি! আপনাকে আমি ভালবাসি,—আপনার হাতে ম'র্ব্ব—একি আমার কম সুখ ?

আলেক। মায়াবিনি! ভালবাসার কথা ক'য়ে আমার প্রাণে মায়া বাড়াতে এসেছ ? যাও—জাহান্নমে যাও—(হত্যা করিতে উদ্যত)

হেপা। (সম্রাটের হাত ধরিয়া) সম্রাট্! আত্মবিস্মৃত হয়োনা,—স্ত্রীলোক অবধ্য, এ কথা তোমার অবিদিত নয়!

আলেক। এরূপ পিশাচিনী রমণীকে হত্যায় কোন পাপ নেই!

হেপা। সম্রাট্! দেখ্ছ না—এ রমণীর মস্তিষ্ক বিকৃত! না হ'লে —এমন কথা কখনও কেউ বলে ? হত্যাকারী, ষড়যন্ত্রকারী কখনো স্বেচ্ছায় এসে অপরাধ স্বীকার ক'রে ভীষণ দণ্ড গ্রহণ ক'র্ত্তে পারে ?

আলেক। না—কখনই ওর কথা মিথ্যা নয়!

দি। না—আমার কথার এক বর্ণও মিথ্যা নয়! স্পার্টান্ রমণী

ভ্রমেও কখনও মিথ্যা কথা কয়না! যা'রা ভীরু—যা'রা দুর্ব্বল—যা'রা সদাই প্রাণভয়ে ব্যাকুল,—মিথ্যা কথা কয় তা'রা! আসুন সম্রাট্, আপনার পিতৃহন্ত্রীকে বধ করুন!

আলেক। আচ্ছা—তোকে বধ ক'র্ত্তে চাইনি,—কারণ, তোর প্রাণ নিলে আমার স্বর্গীয় পিতার প্রাণ আর ফিরে পাওয়া যাবেনা! যা—তুই দূর হ—তুই আমার রাজ্যের সীমার মধ্যে থাকৃতে পাবিনা!

হেপা। সুন্দরি! ক্ষমাশীল সম্রাট্ তোমার প্রাণবধ ক'র্ব্বেন না, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমার নির্ব্বাসনদণ্ড সম্রাট্ এখুনি প্রত্যাহার কর্ব্বেন—এ কথা আমি তোমায় নিশ্চয়ই ব'ল্‌ছি! তুমি স্বচ্ছন্দে মাসিদনে অবস্থান কর! তবে একটা প্রতিজ্ঞা তোমায় ক'র্ত্তেই হবে,—তুমি আর জীবনে কখনো সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ ক'র্ব্বেনা!

দি। প্রতিজ্ঞা ক'র্ত্তে পারি—যদি সম্রাট্ আমাকে বিবাহ করেন! বিবাহ ক'রে আমায় আমারই মতন ভালবাসেন!

আলেক। তোমায় আমি পদাঘাত করি! পিতৃহন্ত্রীকে ভালবাস্‌বো বই কি রাক্ষসি! যা—দূর হ'য়ে যা—খবরদার যেন এ রাজ্যের ত্রিসীমায় কেউ তোকে না দেখে!

দি। ভাল ক'ল্লেন না সম্রাট্! আপনার ভাল লক্ষণ নয়—

[দিয়ানার প্রস্থান।

আলেক। তোমারই জন্য কালসর্পিনীকে হত্যা করা হ'ল না। তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছনা হেপাস্তেন,—এ ভীষণা রমণী জীবিতা থাকৃলে সংসারের অনেক ক্ষতি ক'র্ব্বে।

হেপা। একটা স্ত্রীলোক বীরশ্রেষ্ঠ আলেকজান্দারের রাজ্যের ক্ষতি ক'র্ব্বে—এ খুব আশ্চর্য্যের কথা! চল—বিলম্ব হ'য়ে যাচ্ছে।

[আলেকজান্দারের হাত ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পারস্যোপসাগরের বন্দর।

বিসাখাঁ ও বণিক্‌গণ।

১ম বণিক্‌। আজ ভাগ্যে আপনি দয়া ক'রে সৈন্যসামন্ত নিয়ে স্বয়ং উপস্থিত হ'য়েছিলেন--তাই সকল দিক রক্ষা হ'ল। নইলে, এ' ক'দিন কাজকর্ম্ম সমস্ত বন্ধ হ'য়ে, ব্যবসাতে আমাদের অত্যন্ত ক্ষতি হচ্ছিল। খাঁ সাহেব, কি আর ব'ল্‌ব—জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

বি। যাক্‌—এখন তো আর কোন গোলযোগ নেই?

২য় ব। আর গোলযোগ হবে কি না তাওতো ঠিক বলতে পারা যায় না। সৈন্যসামন্তদের ভয়ে ছোটলোক ব্যাটারা আবার তো কাজ কর্ম্ম ক'চ্ছে দেখ্‌ছি,—কিন্তু আপনিও যেই সৈন্যদের নিয়ে সরে যাবেন, আবার হয়তো যে-কে-সেই। ব্যাটারা ধর্ম্মঘট ক'রে কাজকর্ম্ম বন্ধ ক'রে দেবে। জাহাজের মালপত্র সব দরিয়ার কিনারায় প'ড়ে গড়াগড়ি খাবে, —কারখানা দোকানপাট সব শূন্য হ'য়ে যাবে, একটা চাকর বা একটা খোজা—কা'কেও ডাক্‌লে পাওয়া যাবেনা।

বি। এ রকম গণ্ডগোল তো আপনাদের প্রায়ই শুন্‌তে পাচ্ছি। ব্যাপারটা কি খুলে বলুন দেখি। লোকজন সব এমন ক'চ্ছে কেন?

১ম ব। নষ্টামি খাঁ সাহেব, ব্যাটাদের সব নষ্টামি। কেবল বলে,—আমরা খেতে পাচ্ছিনা—আমরা আধপেটা খেয়ে এত খাটতে পাচ্ছিনা—আমাদের রোজ বাড়িয়ে দাও, আমাদের তলব বেশী ক'রে দাও।

বি। যেখানে যত কর্ম্মচারী লোকজন—সবাই ঐ এক কথা বলে! সকল ব্যবসাদার বণিকের কাজকর্ম্মে— এই এক রকমেরই গণ্ডগোল!

২য় ব। সবারই—খাঁ সাহেব সবারই এই আমাদের মতন বিপদ! যাঁদের কাপড় বোনা ব্যবসা,—যাঁদের চাষের ব্যবসা,—যাঁদের শিল্পকার্য্যের ব্যবসা,—তাঁ'রা সকলেই লোকজন চাকর-নফর নিয়ে এই রকম ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছে।

বি। জাহান্নামে যাক্ সব লোকজন! বুঝ্‌তে পেরেছি—আপনারা এই সব ছোটলোকদের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করেন ব'লে, এরা আপনাদের পেয়ে বসেছে। কিছু চিন্তা ক'র্ব্বেন না! যতদূর পার্ব্বেন—এদের কড়া শাসনে রাখ্‌বেন! গরীব লোক—তা'র ওপোর আপনাদের কাছে দাসত্ব করে! এদের মিষ্ট কথায় নয়,—কেবল পদাঘাত ক'রে কাজ করিয়ে নিতে হবে! ধর্ম্মঘট ক'রে কোন রকম অশান্তি উৎপাদনের চেষ্টা করে,—কোতোয়ালীতে সংবাদ দেবামাত্রই সৈন্যের সাহায্য পাবেন।

১ম ব। যে আজ্ঞে খাঁ সাহেব! আপনি সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত, আপনি যখন আমাদের সহায়—তখন আর আমাদের কোনও বিঘ্ন হবেনা,—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস!

বি। আপনারা সওদাগর, সম্ভ্রান্ত বণিক্‌সম্প্রদায়, আপনারাই পারস্য-সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ! পারস্যদেশের কারুকার্য্য—শিল্পকার্য্য জগদ্বিখ্যাত! আপনাদের ব্যবসায় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাজকোষেরও অর্থোন্নতি। সুতরাং আপনাদের প্রতি সম্রাটের যথেষ্ট সু-নজর থাকা আবশ্যক!

২য় ব। একটা জনরব শুন্‌তে পাচ্ছি খাঁ সাহেব—সেটা কি সত্য?

বি। কি জনরব?

২য় ব। শুন্‌ছি নাকি—মাসিদনাধিপতি সেকেন্দার শাহ পারস্য অভিমুখে অগ্রসর হ'চ্ছেন?

বি। কে ব'ল্লে? সব মিথ্যা জনরব! সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন! আমি থাক্‌তে—রাজ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হ'তে দেবোনা।

[বিসাগাঁর প্রস্থান।

২য় ব। যুদ্ধ-বিগ্রহ না হ'লেই ভাল! নইলে, এই লোকজনেব মাঝে মাঝে ধর্ম্মঘট করার দকণ ব্যবসাতে বিস্তর লোকসান হ'যে গেছে,—এব ওপোর আবার যদি যুদ্ধ বাঁধে—ব্যস্, তা'হ'লে আরও সর্ব্বনাশ।

১ম ব। আরে কোথায় কি তা'র ঠিক নেই—মিছে একটা গুজব শুনে ভযে আঁৎকে উঠ্‌ছ! যুদ্ধবিগ্রহ তো পরের কথা এখন আবাব ধর্ম্মঘট না ক'রে বসে—তা'ব ভাবনা ভাব!

২য় ব। সে ভাবনা আমি বড় ক'রিনা! খাঁ সাহেবই এখন পারস্যের আসল সম্রাট্,—দারা কেবল সম্রাটের নাম নিয়ে বসে আছেন। খাঁ সাহেবকে এই রকম মোহরেব থলি মাঝে মাঝে ঝাড়্‌তে পাল্লে—আমি লোকজনদের সব মুফ্‌তো কাজ করিয়ে নিতে পার্ব্ব!

১ম ব। তা'তো পার্ব্বে,—কিন্তু ঐ দেখ—আবার কাজকর্ম্ম বন্ধ ক'ল্লে বুঝি! হ্যাঁ,—ঐ যে সব দল বেঁধে এই দিকেই আস্‌ছে—

(সর্দ্দার ও কয়েকজন পারসীকের প্রবেশ)

১ম ব। এ কি? আবার কাজকর্ম্ম ছেড়ে চলে এলে? তোমরা তো দেখ্‌ছি অতি বেহায়া! আবার কোতোয়ালীতে খবর দোবো নাকি?

সর্দ্দার। জোরজবরদস্তিতে ক'দিন কাজ চ'ল্‌বে সাহেব? জোর-জবরদস্তি ক'র্ব্বেন না,—তা'তে আপনাদের লাভ নেই, বরং লোকসান! তা'র চেয়ে—যা'হোক্ একটা বিলিবন্দোবস্ত ক'রে দিলে সব দিকে ভাল হ'তনা?

২য় ব। বিলিবন্দোবস্ত রোজ রোজ নতুন ক'রে ক'র্ত্তে হবে নাকি ? যাও, যাও,—ভাল চাওতো এখুঁনি সব কাজকর্ম্মে যোগ দাও, নইলে—আমরা আর ভাল কথায় তোমাদের কাজ করাব'না—যে যা'র নিজমূর্ত্তি ধ'র্ত্তে আরম্ভ ক'র্ব্ব।

স। যখন পেটে খেতে দিচ্ছেন না—তখন ভাল কথা আমাদের ব'ল্লেই কি আর না ব'ল্লেই কি !

১ম ব। পেটে খেতে দিচ্ছিনা কি রকম ? তোমরা তলব পাওনা ব'ল্তে চাও ?

স। যা' পাই—তা'তে আমাদের এক বেলা খেতে কুলোয়না ! সূর্য্যোদয় হ'তে আরম্ভ ক'রে রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত গাধার মতন খাটছি, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ক'রে আধপেটা, সিকিপেটা খেয়ে—অর্থাভাবে কোন দিন অনাহারে আপনাদের মনের মত কাজকর্ম্ম ক'রে দিচ্ছি, এতেও কি আমাদের ওপোর আপনাদের দয়া হয়না ? শুধু কি তাই ? এই অমানুষিক পরিশ্রমের জন্য আমাদের কোন রকম পুরস্কার দেওয়া দূরে থাক্,—কাজ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে কোথাও যদি দৈবাৎ এতটুকু গলদ হ'য়ে পড়ে, তা'হ'লে আপনাদের হস্তে যে কঠোর লাঞ্ছনা সহ্য করি—তা' বোধ হয় অতি হীন পশুও সহ্য ক'র্ত্তে পারেনা !

২য় ব। পেটে তো খেতে পাচ্ছনা, পরিশ্রম ক'রে ক'রে তো দেহ ক্ষয়ে গেল ব'ল্ছ, কিন্তু মুখে তো বাবা বক্তৃতার ফোয়ারা ছুটিয়ে দিচ্ছ ! বলি, তোমরা কি ব'ল্তে চাও—কাজকর্ম্ম করাবার জন্য তলব দিয়ে লোক রেখেছি ব'লে—ব্যবসাবাণিজ্যের মূলধনটা পর্য্যন্ত তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষ্তে চুষ্তে যে যা'র ঘরে গিয়ে ব'স্ব ?

স। এমন অন্যায় কথা কেন ব'ল্ব প্রভু ? আমাদের ন্যায় নিঃস্ব হতভাগ্যদের পরিশ্রম করিয়ে, আমাদের এই প্রাণপাত পরিশ্রমজাত

[ভূত

দ্রব্যে ব্যবসাবাণিজ্য ক'রে আপনারা জনে জনে ওম্‌রাহের অধিক ধনবান ঐশ্বর্য্যশালী হ'চ্ছেন ; তা' হোন্! কেবল আমাদের এই ভিক্ষা—একবার আমাদের প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি করুন, যাতে আমরা ওরই মধ্যে একটু সচ্ছলে খেতে প'র্ত্তে পাই,—যা'তে নিশ্চিন্তে আমাদের গ্রাসাচ্ছাদনটা চলে যায়।

১ম ব। খাঁ সাহেব! এই ব্যাটা হ'ল বদ্‌মায়েসের ধাড়ী! এদের মতন দু'চারজন কর্ম্মচারী জুটেছে ব'লেই আমাদের সকল দিকে অসুবিধা ভোগ ক'র্ত্তে হ'চ্ছে। চল—আমরা এখান থেকে গিয়ে—একেবারে কোতোয়ালিতে সংবাদ দিই যে, আবার কর্ম্মচারীদের মধ্যে গোলযোগের সম্ভাবনা।

২য় ব। তাই চলুন। ব্যাটাদের দেখ্‌ছি খুবই স্পর্দ্ধা বেড়েছে। উঠ্‌তে ব'স্‌তে মুখের এক বুলি হয়েছে—"পেটে খেতে পাচ্ছিনা—পেটে খেতে পাচ্ছিনা!" গরীব লোক—খেটো লোক,—পেট ভরে খাবে কি? তাই যদি হবে,—গরীব লোক যদি বড় লোকের মতন পেট ভরে খাবে, তবে গরীবে আর বড়লোকে খোদা তফাৎ ক'ল্লেন কি? যাক্ - অনেক বাক্যব্যয় হ'য়েছে! শোন সর্দ্দার! শেষবার তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি —তোমরা কাজকর্ম্ম ক'র্ব্বে কিনা?

স। কাজকর্ম্ম না ক'ল্লে আমাদের চ'ল্‌বে কি ক'রে প্রভু? আমরা এখুনিই কাজে যোগদান ক'র্ব্ব,—কেবল দয়া ক'রে আমাদের পারিশ্রমিকটা কিছু বাড়িয়ে দিন!

১ম ব। আর এক কপর্দ্দকও না।

স। তা'হ'লে আমরাও কাজ ক'র্ত্তে পার্ব্বনা!

২য় ব। খাঁ সাহেব—এই ব্যাটাকে কোতোয়ালিতে ধরে নিয়ে যাই চল—

স। কিসের জন্য কোতোয়ালিতে নিয়ে যাবেন? আমি কি চোর নাকি?

১ম ব। তুই ব্যাটা চোর—জোচ্চোর—শয়তান! তোর দেখ্‌ছি নিতান্তই মরণ ঘুনিয়ে এসেছে— (সর্দ্দারকে বণিক্‌গণের প্রহার)

(অকস্মাৎ দিয়ানার প্রবেশ সর্দ্দারকে উদ্ধার করিয়া, বাহুবলে বণিক্‌গণকে একাকিনী পরাস্ত করণ)

ব—গ। দোহাই দোহাই—বিবি সাহেব—মাপ করো!

দি। এসনা কত ক্ষমতা দেখি! নিরীহ—দুর্ব্বল—অনাহারক্লিষ্ট এই অসহায় হতভাগ্য ব্যক্তিকে সকলে একত্র হ'য়ে প্রহার ক'রে বড় যে শক্তির পরিচয় দিচ্ছিলে, বড় যে প্রভুত্ব জাহির ক'চ্ছিলে! এই তো একাকিনী স্ত্রীলোক আমি, এসনা,—আমার কাছে একবার শক্তির পরিচয় দাও না!

১ম ব। না—না—বিবি সাহেব—আর আমাদের কিছু বোলোনা, আমরা আজ যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছি!

দি। আর তোমরা? তোমরা কি মানুষ না পশু? হ'লেই বা ওঁরা মনিব, তা' ব'লে অম্লানবদনে এতটা অত্যাচার কি মানুষে সহ্য ক'র্ত্তে পারে? তোমাদের চক্ষের সম্মুখে তোমাদের দলের একজনকে ধ'রে বর্ব্বরেরা—কাপুরুষেরা মেরে ফেল্‌তে ব'সেছিল,—আর তোমরা কাঠের পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিলে? এই দুটো চারটে লোক,—আর তোমরা এতগুলো লোক,—তোমরা মনে ক'ল্লে মুহূর্ত্তমধ্যে একসঙ্গে মিলে এদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যে লুপ্ত ক'রে দিতে পার!

সর্দ্দার। কি ক'র্ব্বে মা ওরা? মনিবের গায়ে হাত তুল্‌বে—এমন সাহস ওদের কেমন ক'রে হবে?

দি। চাকৃরি যাবার ভয়,—এইতো? ধিক্ এমন চাকৃরিতে! পদাঘাত করি এমন দাসত্বে—যা'তে মনুষ্যত্বহারা হ'য়ে মানুষ পশুত্বের চরমসীমায় উপনীত হয়! এ রকম নারকী মনিবের পদাঘাত সহ্য ক'রে চাকৃরি করার চেয়ে অনাহারে প্রাণবিসর্জ্জন কি শ্রেয়স্কর নয়?

১ম ব। থাক্ থাক্ বিবিসাহেব—যা' হবার তা' হ'য়ে গেছে—আর ও সব গোলযোগে কাজ নেই। বাস্তবিক আমাদের কার্য্যটা খুব গর্হিত হয়েছে—খুব অবিবেচনার হয়েছে। তা' তুমি কোথায যাচ্ছিলে যাও,—আমরা আমাদের লোকজনেব সঙ্গে আপোষে মিট্‌মাট্ ক'রে নিচ্ছি! তুমি ঠাণ্ডা হ'য়ে—নিজের দরকারে যাও।

দি। আমার দরকার তো তোমাদেরই সঙ্গে!

ব—গ। এঁ্যা—এঁ্যা—আমাদের—আমাদের সঙ্গে?

দি। হ্যাঁ—শুধু তোমাদের সঙ্গে নয়—সমগ্র পারস্যবাসীদের সঙ্গে। অজ্ঞান—মূর্খ—বিকৃতমস্তিষ্ক হতভাগ্য তোমরা,—পারস্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তোমরা—ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হ'য়ে নিজের দেশের লোকেদের প্রতি পাশবিক অত্যাচার ক'রে--দেশের গৃহস্থ দরিদ্র প্রজাবর্গকে দেশেরই শত্রু ক'বে তুল্‌ছ,-নিজেরা একতাবন্ধন ছিন্ন ক'রে দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়ছ,—আর সেই অবসরে দূর দেশ হ'তে একজন প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু তা'র বিশ্ব-বিজয়ী বিপুল বাহিনী নিয়ে তোমাদের পারস্য প্রদেশ জয় কর্ব্বার জন্য অগ্রসর হ'চ্ছে! গৃহবিচ্ছেদে শক্তিশূন্য তোমরা,-সেই দুর্দ্ধর্ষ শত্রু পারস্য প্রদেশে উপস্থিত হ'য়ে—নিমেষমধ্যে তোমাদের চিরদাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে—তোমাদের অজ্ঞানতার যোগ্য প্রতিফল প্রদান ক'র্ব্বে—তা' বুঝ্‌তে পাচ্ছনা?

পারসীক ও বণিক্‌গণ। এঁ্যা—সে কি—সে কি? কে—কে শত্রু?

দি। মাসিদনের অধীশ্বর মহাবীর আলেকজান্দার! গৃহবিবাদে এমনি উন্মত্ত তোমরা,—এমন অকর্ম্মণ্য আত্মসুখপরায়ণ বিলাস-ব্যসনাসক্ত সম্রাট্ তোমাদের,—এমন কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন, বিশ্বাসঘাতক এই পাবস্থের রাজ্যপরিচালকগণ,—যে, বহির্দ্বারে শত্রু, - সে সংবাদও পর্য্যন্ত কেউ অবগত নও।

১ম ব। এঁ্যা—তাই তো—তাই তো – আমরা তো তা'হ'লে ঠিকই সংবাদ পেযেছিলেম! সম্রাটেব প্রতিনিধি বিশা খাঁ সে তো দেখ্ছি—তা'হ'লে বিশ্বাসঘাতকতা ক'চ্ছে!

সর্দ্দার। এমন বাজ্য থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল মা! যে রাজ্যের রাজা দিনবাত্রি নিজের আমোদ প্রমোদ নিয়ে ব্যস্ত,—যে রাজা প্রজার মুখ চায় না—প্রজার দুঃখের কথা শুন্তে চায় না—বুঝ্তে চায় না,—জাহান্নমে যাক্ সে রাজ্য—সে রাজা—

দি। সেই সঙ্গে তোমাদের মতন নারকী প্রজার দল! মূর্খ—নারকী শয়তান তোমরা! এত বড় একটা মহাপাপের কথা মুখে উচ্চারণ ক'র্ত্তে তোমাদের বাধ্লো না? দেশের রাজা নিজেদের রাজা—যে কোন কারণে হোক, তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হ'য়ে, দেশ—রাজ্য, শত্রুকে সমর্পণ ক'রে – বড় বুদ্ধিমানের কার্য্য হবে মনে ক'চ্ছ? এর জন্য চক্ষের জলে যখন বক্ষ ভাস্তে থাক্বে, তখন সেটা কি বড় সুখের – বড় আরামের হবে—মনে ভাব্ছ?

সকলে। না—না—তা' পার্ব্বনা! আমরা সবাই আমাদের রাজার জন্য—দেশের জন্য প্রাণ দোবো!

দি। হ্যাঁ—এই তো রাজভক্ত প্রজার যোগ্য কথা! এই তো প্রকৃত রাজহিতৈষীর কথা—এই তো যথার্থ মানুষের মতন কথা! এস কোথায় তোমাদের সম্রাট্ আছেন—কোথায় তোমাদের সেনাপতি

থাকেন—আমাকে দেখিয়ে দেবে চল, আমি বিদেশিনী—তোমাদের দেশের কিছুই জানি না!

সর্দ্দার। চল মা—আমরা তোমার আজ্ঞাবাহী ভৃত্য!

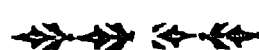
১ম ব। কিন্তু মা—আপনি কে? আপনাকে তো ইতঃপূর্ব্বে কখনো এখানে দেখেছি ব'লে মনে হচ্চে না।

দি। আমি যেই হই,—সে কথায় তোমাদের প্রয়োজন কি? তবে এইটুকু স্থির জেনে রাখ,—আমি তোমাদের শত্রু নই পরম মিত্র।

সকলে। নিশ্চয়ই! তুমি আমাদের জীবনদাত্রী—স্বর্গের দেবী! তুমি পারস্যের রাজলক্ষ্মী!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।



পারস্যরাজের উদ্যান-বাটীর বিলাস-কক্ষ।

দারা ও বিশা খাঁ।

দারা। শুভক্ষণে তোমার মতন মিত্র—জগদীশ্বরের কৃপায় আমি লাভ করেছিলেম! তাইতে এত বড় পারস্যরাজ্যের সম্রাট্ হ'য়েও—আমি সকল দিকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে সুখে বিশ্রামলাভ ক'র্ত্তে পাচ্ছি।

বিশা খাঁ। রাজ্যের বিষয় আপনাকে কিছু চিন্তা ক'র্ত্তে হবে না জাঁহাপনা! আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে রক্ষণাকে নিয়ে আনন্দ উপভোগ করুন।

দারা। বহুকাল দরবারে উপস্থিত হ'তে পারিনি, তার জন্ত প্রজারা কিম্বা অমাত্যবর্গ কেউ কোনরূপ অসন্তুষ্ট নয় তো ?

বিশা খাঁ। অসন্তোষের কোনও কারণ থাক্‌লে তো অসন্তুষ্ট হবে জাহাপনা ? রাজ-কার্য্য সুশৃঙ্খলে চ'ল্‌ছে, প্রজাদের কারও কোনও অভাব বা কষ্ট নেই, সকলেই সুখে বসবাস ক'চ্ছে !

দারা। এ সমস্ত তোমারি জন্য খাঁ-সাহেব, এ সকলের মূলাধার তুমি। তুমি আমার যে উপকার ক'চ্ছ—তুমি যা উপকার ক'রেছ, আমার রাজ্যের—আমার নিজের সুখ-শান্তি বিধানের জন্য নিজে অকাতরে দিবারাত্রি যেরূপ পরিশ্রম ক'চ্ছ, আমি জানিনা - কি ক'রে তোমার ঋণ পরিশোধ ক'রব।

বিশা খাঁ। সম্রাট ! আমি আপনার দাস—আমি আমার কর্ত্তব্য পালন ক'চ্ছি মাত্র,—"উপকার" ক'চ্ছি ব'ল্‌বেন্ না,—তা'তে দাস কুণ্ঠিত হয়। তবে জাঁহাপনাকে আমার এই মাত্র নিবেদন, আমার অভাগিনী ভগ্নী—পিতৃমাতৃহীনা অনাথিনী "রক্ষণাকে" একটু দেখ্‌বেন।

দারা। রক্ষণা ! আমার হৃদয়েশ্বরী রক্ষণা—তা'কে আবার দেখ্‌ব কি ? বিশা খাঁ ! রক্ষণা আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠা আদরিণী বেগম, আমার জানের জান, - আমার কলিজা, এই পারস্যরাজ্যের রক্ষণা বেগমই তো সর্ব্বে-সর্ব্বা ! রক্ষণাই তো মালেক্, তা'কে আমি দেখ্‌বো—না—সে আমায় দেখ্‌বে ! উঃ—কি সুন্দর—কি সুন্দর ! খাঁ-সাহেব ! তা'হ'লে তুমি যেতে পার, আমি অনেকক্ষণ রক্ষণাকে দেখিনি ! কোই হ্যায় —

(খোজার প্রবেশ)

বেগম সাহেবা কি ক'চ্ছেন ?

খোজা। জাঁহাপনা! তিনি কেশবিন্যাস-আগারে।—যদি হুকুম হয়—

দারা। না—না—তাঁ'কে বিরক্ত কোরো না! যাও—

[খোজার প্রস্থান।

আহা! কি সুন্দর সেই ঘনকৃষ্ণকেশরাশি! বিশা খাঁ—তুমি আপনার কাজে যেতে পার।

বিশা খাঁ। যথা আজ্ঞা জাঁহাপনা!

দারা। হ্যাঁ, ভাল কথা—প্রাসাদের অন্যান্য বেগমরা—আমার স্তাতিরা বেগম, আমার পুত্র জোলস্—

বিশা খাঁ। সকলে মঙ্গলে আছে—সবাই মহানন্দে দিনযাপন ক'চ্ছে—কোনও ভাবনা চিন্তা নাই।

দারা। অনেক দিন স্তাতিরাকে দেখিনি—অনেকদিন জোলস্‌কে—

বিশা খাঁ। তাঁদের কি এখানে আন্‌ব জাঁহাপনা?

দারা। না—না—এখানে—এখানে না! তা'রা কি বড় ব্যাকুল হ'য়েছে?

বিশা খাঁ। কিছু মাত্র না।

দারা। যাক্! ভালই হ'য়েছে। কোই হ্যায়—

(দ্বিতীয় খোজার প্রবেশ)

বেগম সাহেবা!

দ্বি-খোজা। তিনি এল্‌বাস্ মহলে! হুকুম হয় তো সংবাদ দিই।

দারা। না—না—না! তুমি যাও, তাঁকে বিরক্ত ক'র্ত্তে হবে না!

[দ্বিতীয় খোজার প্রস্থান।

দারা। উঃ কি সুন্দর - কি চমৎকার! জ্যোৎস্নাময়ী রজনী তারকা-ভূষিতা - সে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য!

বিশা খাঁ। আমি তবে আসি সম্রাট্!

দারা। তুমি এখনও যাওনি খাঁ-সাহেব? হ্যাঁ—ভাল কথা! মাসিদনের অধীশ্বর ফিলিপের পুত্র নাকি দিগ্বিজয়ে আস্‌ছে?

বিশা খাঁ। সম্পূর্ণ মিথ্যা জনরব!

দারা। যাক্—ঐটে আমার বিষম ভয়! সত্য কথা ব'ল্‌তে কি, ফিলিপ্ যত দিন মাসিদনের সম্রাট্ ছিল—আমার কোনও ভাবনা ছিলনা। সে চিরকালই মুখে আস্ফালন ক'র্ত্ত—পারস্যরাজ্য জয় ক'র্ব্ব, দারাকে বশ্যতা স্বীকার করাব! কিন্তু গুপ্তচরের মুখে আলেকজান্দারের বীরত্বকাহিনী শুনে, চারোণিয়াব যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুমিত্র সবাকার কাছে অল্পবয়স্ক আলেকজান্দারের অপূর্ব্ব বীরত্বকাহিনী শুনে পর্য্যন্ত - আমি যথার্থই একটু ভীত হ'য়ে আছি।

বিশা খাঁ। কোনও চিন্তা নেই জাঁহাপনা! গুপ্তচরেরা সব সময় সঠিক সংবাদ দেয় না—বা আন্‌তে পারে না। আমি নিজে ছদ্মবেশে গ্রীসে মাসিদনে গিয়ে সংবাদ নিচ্ছি—

দারা। ব্যস্—তা'হ'লেই হ'ল। তা'—তুমি এইবার যাও! আমার বোধ হয়, তুমি আছ ব'লে—অবলা সরলা রক্ষণা এখানে আস্‌ছে না—

বিশা খাঁ। সরলপ্রাণা প্রেমিকা রমণী, তায় আপনাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে, একদণ্ড সে কি আপনাকে অন্য কোনও ব্যাপারে লিপ্ত থাক্‌তে দিতে চায়? বোধ হয় জাঁহাপনার ওপোর একটু তার অভিমান হ'য়েছে—

দারা। যাও—যাও—বিশা খাঁ, আর অপেক্ষা কোরোনা! ঐ

জন্যই আমি দুনিয়ার সমস্ত কায্য ছেড়ে দিয়েছি! আমি চাই শুধু রঙ্গণা- -শুধু রঙ্গণা—

[বিশা খাঁর মৃদুহাস্যে প্রস্থান।

আমার ওপোর অভিমান হ'য়েছে? অভিমান হ'য়েছে? হবারই তো কথা—হবারই তো কথা! ভালবাসার কথায় কথায় অভিমান! অনেকক্ষণ অদর্শনে অভিমান তো হবেই! কোই হ্যায়?

(রঙ্গণার প্রবেশ)

রঙ্গণা। বাঁদি হাজীর! জাহাপনা! হুকুম ফরমাউন্!

দারা। এ্যাঁ--এ্যাঁ—এ কি? এ কি? এ কি নির্ঘাৎ কথা? তুমি বাঁদি? আমার হৃদয়-মরুভূমে স্নিগ্ধ সরোবর, - আমার নয়নের রোশ্নি, দারার জীবনের জীবন, পারস্যের সম্রাজ্ঞী—হৃদয়েশ্বরী রঙ্গণা, তুমি বাঁদি? কেন আমাকে লজ্জা দাও প্রিয়তমে? তুমি বাঁদি নও, আমি তোমার গোলাম -- বান্দা!

রঙ্গণা। সম্রাট্! অবলা স্ত্রীলোককে বধ কর্ব্বার সকল রকম অস্ত্র চালনায় তো খুব সুশিক্ষিত দেখ্ছি! কেন? এ ছলনায় প্রয়োজন কি? আমি তো দিবানিশি পদতলে বাঁধা প'ড়েই আছি! আমাকে আর বৃথা কথার চাতুরীতে নূতন ক'রে কি বন্ধন ক'র্ব্বেন জাঁহাপনা?

দারা। তোমার সঙ্গে চাতুরী করি? ঐ ভুবনমোহিনী স্বর্গীয় রূপের জ্যোতিঃ আমাকে অন্ধ ক'রে রেখেছে—আমায় পাগল ক'রে রেখেছে! আমি রাজ্য দেখি না, তুমি ভিন্ন অন্য কোনও রমণীর মুখ দর্শন করি না, এমন কি স্তাতিরা বেগম আর তা'র গর্ভজাত পুত্র জৌলসের পর্য্যন্ত মুখ দর্শন করি না।

রঙ্গণা। তা'রা যেখানকার ঠিকই সেখানে বজায় আছে! তাদের

আপাততঃ চোখে দেখ্‌ছেন না বটে, কিন্তু প্রাণে প্রাণে তো তাদের দিবানিশিই দেখ্‌তে পাচ্ছেন! আমাকে দেখে আপনার দিনকতক একটু চোখের নেশা হ'য়েছে বইতো না! নেশা কেটে যাক্‌—তখন সবই আবার ধাতে আস্‌বে।

দারা। হা জগদীশ্বর!

(হতাশভাবে পালঙ্কে উপবেশন)

রক্ষণা। জাঁহাপনা! রাগ কল্লেন?

দারা। রক্ষণা! এত যদি তোমার আমায় অবিশ্বাস হয়, তা'হ'লে আমি আর তোমায় কিছু ব'লতে চাইনি। আমার এ প্রাণের ব্যাকুলতা তোমায় যখন আমি বোঝাতে পার্ব্ব না, তখন তোমাকে আমার আর বিরক্ত না করাই ভাল।

রক্ষণা। (পদতলে পড়িয়া) বাঁদির গোস্তাকি মাপ হয় জনাব, আমি না বুঝে আপনার হৃদয়ে ব্যথা দিয়েছি!

দারা। ছি—ছি—ছি প্রাণেশ্বরি! হতভাগ্যের পদতলে নয়, এ হৃদয়-সিংহাসনে তোমার আসন! (রক্ষণাকে বক্ষে ধারণ)

রক্ষণা। ছাড়ুন জাঁহাপনা! প্রেমের অভিমান ক'র্ত্তে গিয়ে আপনার সেবার ত্রুটী কচ্ছি। আসুন সিরাজি পান করুন! অনেকক্ষণ রাজকার্য্যের কথা ক'য়ে মস্তিষ্ক গরম ক'রেছেন—

(সিরাজি দান ও দারার পান করণ)

দারা। রাজকার্য্য আমায় কিছু দেখ্‌তে হয় না, রাজ্যের কোন বিষয়ে আমায় ভাবতে হয় না! তোমার ভ্রাতার কৃপায় আমি সে সকল বিষয়ে খুব অব্যাহতি পেয়েছি!

রক্ষণা। সম্রাটের কার্য্যে আমার ভ্রাতা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ক'রেছেন! কথায় কথায় বলেন—"সম্রাটের নিকট আমি কোন এনামের প্রত্যাশা

রাখি না! আমি চাই, সম্রাট্‌কে সুখী কর্ত্তে!" দেখুন সম্রাট্—কি উচ্চ-প্রাণ!

দারা। তা নইলে তা'কে অত বিশ্বাস ক'র্ব্ব কেন? দু'চার দিন বাদে স্থির ক'রেছি, দরবারে সমস্ত সম্ভ্রান্ত অমাত্যবর্গ, ওম্‌রাহবর্গ, প্রজাবর্গকে আহ্বান ক'রে, সকলের সম্মুখে তোমার ভ্রাতাকে পারস্য-রাজ্যের সম্রাট্‌প্রতিনিধি ব'লে ঘোষণা ক'রে সিংহাসনে বস্‌বার অধিকার প্রদান ক'র্ব্ব!

রক্ষণা। সে আপনার দয়া! আমার ভাই যদিও জাঁহাপনার কাছে কোনও এনামের প্রত্যাশী নয়, তথাপি সম্রাটের তো একটা নিজের কর্ত্তব্য আছে!

দারা। অবশ্য আছে রক্ষণা! আমি প্রতিজ্ঞা ক'চ্ছি, যত শীঘ্র পারি, আমি আমার এ সংকল্প কার্য্যে পরিণত ক'র্ব্ব!

রক্ষণা। আচ্ছা—সে যখন ক'র্ব্বেন, তখন দেখ্‌তেই পাব। আসুন—একটু আনন্দ করা যাক্! (সিরাজি প্রদান)

দারা। তুমি পান ক'র্ব্বেনা রক্ষণা?

রক্ষণা। সম্রাট্ অনুমতি না ক'ল্লে কেমন ক'রে পান করি? আমি তো আর লজ্জাহীনা, বিলাসপরায়ণা গর্ব্বিতা রমণী নই যে সম্রাট্ দয়া ক'রে স্নেহ ক'রে পায়ে স্থান দিয়েছেন ব'লে কোন রকমে তাঁর অমর্য্যাদা ক'র্ব্ব!

দারা। ভুল হ'য়েছে—ভুল হ'য়েছে! এস—আমি তোমায় সিরাজি ঢেলে দিচ্ছি!

রক্ষণা। না—না—আমি ঢাল্‌ছি, সম্রাট্ একবার স্পর্শ ক'রে অনুমতি ক'ল্লেই আমি কৃতার্থ হই!

(রক্ষণার সিরাজি ঢালিয়া সম্রাট্‌কর্ত্তৃক স্পর্শ করাইয়া লওন)

দারা। এত গুণ না থাক্‌লে আমি সর্ব্বত্যাগী হ'যে তোমার প্রেমে বিভোর হ'য়ে আছি ? এইবার একখানি কলকণ্ঠের মধুর সঙ্গীত হোক্, আমি মর্ত্ত্যে ব'সে স্বর্গসুখ অনুভব করি।

রক্ষণা। গীত।

পিযা ভালবাসে—পিযা কাছে আসে,
পিযা মৃদু হাসে—বাঁধে বাহুপাশে।
পিযা নয়না হানে—কত ছলা জানে,
প্রাণ ভরা বিষে, মুখে সুধা ভাসে ॥
ছি ছি ছি—ছি ছি,ছি—বল কি করি (লো),—
বুঝি চাতুরি –তবু প্রাণে মরি ,—
বিনা দরশনে,— ভুলি ভাবি মনে,—
পুনঃ পরশনে পড়ি প্রেমফাঁসে ॥

দারা। (ঈষৎ মত্তাবস্থায) যাক্ রাজ্য, যাক্ সাম্রাজ্য, যাক্ দুনিয়া, সব জাহান্নমে যাক্ ! আমি আর কিছু চাই না ! রক্ষণা ! প্রাণেশ্বরি ! এস—আমার কাছে এস,—আমার হৃদয়ে এস, তোমায় আমায় দিনরাত প্রাণে প্রাণে মিশিয়ে এক হ'যে চিরসুখনিদ্রায়—প্রেমের স্বপনে বিভোর হ'য়ে থাকি !

রক্ষণা। তাতিরা বেগম—শাহজাদা জৌলস্—এদের সঙ্গে কবে নাকি দেখা ক'র্ত্তে যাবেন জাঁহাপনা ?

দারা। আমি কা'কেও চাইনি রক্ষণা ! আমার দুনিয়ায় কেউ নেই,—আমার দুনিয়ায় কিছু নেই,—আছ কেবল তুমি ! কে তাতিরা—কিসের বেগম সে ? কে জৌলস ? কিসের শাহাজাদা সে ?

(স্তাতিরা বেগম এবং শাহাজাদা জৌলসের প্রবেশ)

স্তাতিরা। স্তাতিরা তোমার বিবাহিতা পত্নী—আর জৌলস তোমার ঔবসজাত পুত্র!

দারা। এঁ্যা—কে—কে? (বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দারার অবস্থান)

রক্ষণা। একি—একি? কে—কে তোমরা? কোন্ অধিকারে একেবারে সম্রাটের বিলাসকক্ষে প্রবেশ ক'ল্লে? কোই হ্যায়—

স্তাতিরা। ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন বিবি? বহুৎ আদ্‌মি হ্যায়! আমাদের চিন্‌তে পাচ্ছ না? হ্যাঁ—পেরেছ বই কি! জিজ্ঞাসা ক'চ্ছিলে না—কোন্ অধিকারে আমরা এই বিলাসকক্ষে প্রবেশ করিছি? সে প্রশ্ন তুমি ক'র্ব্বে না,—আর সে উত্তর আমি দোবো না! আমি সম্রাটের বিবাহিতা পত্নী, সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে পারস্যের ধূলিকণায় পর্য্যন্ত আমার অধিকার! আমি তোমায় জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি,—দুষ্টা বারাঙ্গনা,—পরস্বাপহারিণী কুক্কুরী! কোন্ অধিকারে তুমি আমার স্বামীর বিলাস-কক্ষে—সুতরাং আমার বিলাসকক্ষে—আমার সর্ব্বস্বধন স্বামিরত্নকে অপহরণ ক'র্ব্বার জন্য প্রবেশ ক'রেছ?

রক্ষণা। জাঁহাপনা—জাঁহাপনা—আপনি স্থির হ'য়ে ব'সে কি দেখ্‌ছেন? ভয় ক'চ্ছেন কেন? হুকুম দিন—এখুনি খোজা প্রহরীরা এসে মুখরা স্ত্রীলোককে এখান থেকে দূর ক'রে দিক্!

দারা। তা—তো পার্ব্বে না রক্ষণা! ওদের তো কেউ কিছু ব'ল্‌তে পার্ব্বে না! আমি তো পার্ব্বই না! জৌলস—জৌলস

জৌলস। বাবা—বাবা— (দারার জৌলস্‌কে ব্যাকুলভাবে আলিঙ্গন)

রক্ষণা। জাঁহাপনা—মিথ্যাবাদী! এই আপনার মনুষ্যত্ব?

দারা। স্তাতিরা—স্তাতিরা—এদিকে চ'লে এস, তোমাকে অপমান ক'র্ব্বে, আমি তা দেখ্‌তে পার্ব্ব না!

রক্ষণা। বটে? আমার চ'খের সাম্‌নে—একটা দুর্ব্বলা রমণী আমাকে ঠেলে ফেলে, তোমার সঙ্গে প্রেমালাপ ক'র্ব্বে? খবরদার দুশ্চারিণি! এক পা' অগ্রসর হ'লে—এই ছুরিকায় তোমার হৃদয় বিদ্ধ ক'র্ব্ব!

জেলন। বাবা—বাবা—শিগ্‌গীর ওঠো—মাকে শয়তানী খুন ক'র্ল্লে!

দারা। এঁ্যা - এঁ্যা—দোহাই রক্ষণা—দোহাই রক্ষণা—

স্তাতিরা। রাক্ষসী! আমায় তুমি আজ নূতন কি হত্যা ক'র্ব্বে? যেদিন আমার স্বামীকে তোমরা পিশাচ পিশাচিনী মিলে যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ ক'রে আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রেছ—সেই দিনই তো আমরা নিহত হ'য়েছি!

রক্ষণা। সে হত্যায় কোন ফল হয়নি, আজ স্বহস্তে তোমায় হত্যা ক'রে— (স্তাতিরার প্রতি ধাবমান)

(ছুরিকা হস্তে দিয়ানার প্রবেশ এবং বামহস্তে রক্ষণাকে ধারণ করিয়া ছুরিকা আঘাতের উদ্যোগ)

স্তাতিরা। (দিয়ানার নিকট গিয়া) ভগ্নি! আমার অনুরোধ—পাপিষ্ঠাকে বধ কোরোনা!

দিয়ানা। সে কি বেগম সাহেবা? এ কালসর্পিণীকে জীবিতা রাখ্‌বো?

স্তাতিরা। হোক্ কালসর্পিণী! আমার স্বামী যখন ওকে ভালবাসেন—ও যখন আমার স্বামীর আদরের সামগ্রী,—ওকে হত্যা ক'র্ল্লে, আমার স্বামী প্রাণে ব্যথা পাবেন! স্বামীর প্রাণের সে ব্যথা—আমি কিছুতেই সহ্য ক'র্ত্তে পার্ব্ব না!

দিয়ানা। কিন্তু মার্জ্জনা করুন বেগম সাহেবা—একে আমি কিছুতেই এ রাজ্যে অবস্থান ক'র্ত্তে দোবো না!

(নেপথ্যে প্রজাবর্গ—"জয় সম্রাট্‌ দারার জয়")

দারা। এঁ্যা—এ কি—কিসের এ কোলাহল? প্রজাবর্গ কি বিদ্রোহী হ'য়েছে?

স্তাতিরা। হ'য়েছিল জঁাহাপনা! কিন্তু ঐ করুণাময়ীর কৃপায় সকলে সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন ক'রেছে!

দারা। খাঁ সাহেব কোথায়? কি—ব্যাপার কি? স্তাতিরা! আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না! তুমি অকস্মাৎ জোলসকে নিয়ে হারেমের বাহিরে এলে কেন? প্রজাবর্গ সকলে বাহিরে কোলাহল ক'চ্ছে কেন? তবে কি রাজ্যে কোন রকম বিশৃঙ্খলা হ'য়েছে?

দিয়ানা। বিশৃঙ্খলার বড় অপরাধ জঁাহাপনা! এত বড় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হ'য়ে আপনি রইলেন রাজকার্য্য—রাজ্য—প্রজা—স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ ক'রে, এই শয়তানীর মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে মৃতপ্রায়, —রাজ্যরক্ষার ভার—একজন বিশ্বাসঘাতক রাজ্যলোভী বিদেশী অজ্ঞাতকুলশীল তস্করের উপর,—আর আপনার বিবেচনায় রাজ্য খুব সুশৃঙ্খলে চলা উচিৎ!

রক্ষণা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) জঁাহাপনা—জঁাহাপনা—আমাকে এ বাঘিনীর হাত থেকে রক্ষা করুন!

দারা। চুপ—চুপ—চুপ কর রক্ষণা! কাঁদ্‌তে হয়—আমার দৃষ্টির অন্তরালে গিয়ে যত ইচ্ছা কাঁদ! তুমিই তখন ব'ল্‌ছিলে—তোমার প্রতি আমার চোখের নেশায় আমি হুনিয়া অন্ধকার দেখ্‌ছি! সে নেশার ঘোর আমার অনেকক্ষণ থেকে কাট্‌তে সুরু ক'রেছিল,—এখন সম্পূর্ণ কেটে গেছে! কা'দের দেখে জান? এই আমার ধর্ম্মপত্নী স্তাতিরা বেগমকে দেখে,—এই আমার বক্ষের পঞ্জর, আমার বংশের আলো—জোলসকে দেখে!

রক্ষণা। জাঁহাপনা! আমায় বিদায় দিন, আমি এখুনি আপনার রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছি!

দারা। না—তোমায় বিশ্বাস নেই, তুমি চ'লে যাবেনা, হয় তো কাল-ফণা বিস্তার ক'রে কোথায় প্রচ্ছন্ন হ'য়ে থাক্‌বে, আবার কালবিষ উদ্গীরণ ক'রে, আমার রাজ্য—প্রজা—স্ত্রীপুত্র সকলকে বিনষ্ট কর্ব্বার চেষ্টা ক'র্ব্বে! (দিয়ানার প্রতি) মা! তুমি কে—আমি জানি না! কিন্তু যেই হও, তুমি যে আমার রাজ্যের মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী—তা' আজকের ব্যাপারে অনেকটা বুঝ্‌তে পেরেছি! তুমি আমার এই উপকার কর,—এ শয়তানীকে পারস্যরাজ্যের সীমান্তপারে রেখে আস্‌বার ব্যবস্থা ক'রে দাও। আমি এখন বিশা খাঁকে একবার বোঝ্‌বার চেষ্টা করি।

স্তাতিরা। কিন্তু ভগ্নি, আমার অনুরোধ—তুমি ওকে হত্যা ক'রো না—

দিয়ানা। দিয়ানা স্পার্টান রমণী—দিয়ানা মিথ্যাকথা ব'ল্‌তে জানে না বেগম সাহেবা! আমি সম্রাটের আদেশ পালন ক'র্ত্তে চল্লেম! জাঁহাপনা! বেগম সাহেবার নিকট সমস্ত কথা জান্‌তে পার্ব্বেন, তৎপূর্ব্বে একবার আসুন—প্রজাবর্গ আপনাকে দেখ্‌বার জন্য আপনার এই উদ্যানবাটীর সম্মুখে ভীষণ জনতা ক'রে অপেক্ষা ক'চ্ছে!

জোলস। বাবা—বাবা—খাঁ সাহেব আমাদের ওপোর বড় অত্যাচার ক'রেছে, আমাকে যখন তখন বেত্রাঘাত ক'রেছে, আমার মাকে কত অপমান ক'রেছে! মা—বল না মা—

স্তাতিরা। চুপ কর্ জোলস।

দারা। হুঁ! বুঝিছি!

দিয়ানা। বড় সুখেই রাজ্যটা ছারখারে দিচ্ছিলে বিবি! বড় বাধাই পেয়েছ!　　　　[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক



পারস্যের উপকণ্ঠ।

ক্লিতসকে লইয়া উন্মুক্ত তরবারিহস্তে রক্ষিগণের প্রবেশ।

১ম রক্ষী। ভাল এক আপদে পড়া গেছে বাবা! আর তো ঘুর্‌তে পারি না! সম্রাট্ তো হুকুম দিয়েই খালাস,—"একে আমার রাজ্যের বাহিরে নিয়ে গিয়ে হত্যা কর!" আরে ছাই—রাজ্যের বাহিরে যে হত্যা কর্ব্বার স্থানই নেই - তা তো জানেন না!

২য় রক্ষী। এমন পাপের ভোগেও মানুষে পড়ে ভাই? এ ব্যাটা নিশ্চয়ই যাদু জানে,—তা নইলে যেখানে একে হত্যা ক'র্ত্তে গেছি, সেখানেই বাধা পেয়েছি। এক দেশে তাড়া খেলুম—অন্য দেশে নিয়ে গেলুম! আবার সে দেশে তাড়া খেলুম—আবার অন্য দেশে টেনে নিয়ে ছুট্‌লুম! একটা পোকা মার্‌তে সমস্ত দুনিয়াটা ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছি!

৩য় রক্ষী। ব্যাটা যে চীৎকার করে, তা'তে লোক জড় হবে বই কি! দেখনা—এখন ভালমানুষটীর মতন দাঁড়িয়ে আছে—আর ঘাড় ধ'রে তরোয়ালটা তুল্‌লেই বিকট চীৎকার আরম্ভ ক'রে দেয়! আর সত্যিই তো ভাই, একদেশের রাজার হুকুম অন্য দেশে পালন করা চ'ল্‌বে কেন? সে দেশের রাজাপ্রজা তা' ক'র্ত্তেই বা দেবে কেন?

১ম রক্ষী। তা' সে যা' হোক্, এখন তো আর এগোনো চ'লবে না! কোথায় ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এসে পড়েছি তা জান? একেবারে পারস্যরাজ্যের ধারে! আর একটু এগুলেই রাজবিদ্রোহীর দণ্ড দেওয়া চুলোয় যাক্, আমাদেরই গর্দ্দানগুলি আগে নাবিয়ে দিতে হবে!

২য় রক্ষী। তা'হ'লে আর যখন এগোবার পথ নেই, তখন এইখানেই কাজটা শেষ করি। সম্রাট্ সৈন্য নিয়ে এইখানেই আস্‌ছেন, এইখানেই তো তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলিত হ'তে হবে!

৩য় রক্ষী। আর এ স্থানটাও দেখ্‌ছি খুব নির্জ্জন! আশে পাশে কোনও গ্রাম বা পল্লী বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হ'চ্ছে না! খালি মরুভূমির মতন প্রান্তর প'ড়ে আছে—আর দূরে দূরে পাহাড় পর্ব্বত দেখা যাচ্ছে! এইখানেই ব্যাটাকে সাবাড় করা যাক্!

ক্লিতস। দোহাই, দোহাই বাবা—আমাকে ছেড়ে দাও—

১ম রক্ষী। তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আমাদের কাটামুণ্ডটা সম্রাট্‌কে নিয়ে গিয়ে দেখাব—কি বল? ধর—ধর ব্যাটাকে—(দুইজন ক্লিতসের হস্তপদ ধরিয়া ভূতলে পাতিত করিল)

ক্লিতস। (তারস্বরে চীৎকার করিয়া) ওগো—কে কোথায় আছ—রক্ষা কর, রক্ষা কর,—হত্যা ক'ল্লে,—হত্যা ক'ল্লে—রক্ষা কর,—রক্ষা কর—

১ম রক্ষী। বাগিয়ে ধর সাহেব—বাগিয়ে ধর, ও ব্যাটা যত পারে চীৎকার করুক্—আর এক মুহূর্ত্ত পরেই সব শেষ— (অসি উত্তোলন)

ক্লিতস। রক্ষা কর—রক্ষা কর—

(আলেকজান্দার, হেপাস্তেন ও সৈনিকগণের প্রবেশ)

(আলেকজান্দার কর্ত্তৃক রক্ষীর হস্তধারণ)

আলেক। হেপাস্তেন! হতভাগ্যকে শীঘ্র উদ্ধার কর!

(হেপাস্তেনের তথাকরণ)

আলেক। (রক্ষিগণের প্রতি) নরাধম! নির্ম্মম হিংস্র পশু! কি ক'চ্ছিলে তোমরা! দেখ্‌ছি—আমারই কর্ম্মচারী—আমার রাজ্যের

রক্ষী! আমারই প্রসাদভোজী হ'য়ে—আমারই প্রজাকে পশুর মতন হত্যা ক'রে—বলি দিয়ে - পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ ক'চ্ছিলে? সৈন্যগণ! এখুনি নরাধমদের বন্দী কর! পরে কঠোর শাস্তিবিধান ক'র্ব্ব!

১ম-রক্ষী। সম্রাট্—আমাদের অপরাধ নেই—

আলেক। অপরাধ নেই? এই নিরীহ নিরস্ত্র ভয়ার্ত্ত ব্যক্তিকে অসহায় পেয়ে পিশাচের ন্যায় আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে—এই নির্জ্জন স্থানে আপনাদের সুযোগমত ওকে হত্যা ক'চ্ছিলে,—আবার ব'ল্‌ছ - তোমাদের অপরাধ নেই? আহা - হা—প্রাণভয়ে ভীত হ'য়ে আত্মরক্ষার উপায়-বিহীন হ'য়ে মর্ম্মভেদী কাতর চীৎকারে গগন বিদীর্ণ ক'চ্ছিল! সে চীৎকার জগদীশ্বরের কর্ণ পর্য্যন্ত বধির ক'রে দিয়েছে,—সে কাতর ক্রন্দনে ধূলিকণা পর্য্যন্ত সজীব হ'য়ে উঠেছে, কেবল হৃদয়হীন - বিবেকশূন্য পশু তোমরা,—তোমাদের কর্ণে পৌঁছুতে পারেনি! কোন কথা কোয়োনা,—চুপ্ ক'রে চ'লে যাও,—আর একটা কথা যদি উচ্চারণ কর—আমি স্বহস্তে তোমাদের বধ ক'র্ব্ব!

হেপা। সম্রাট্! ক্রোধে আত্মহারা হ'যে—ওদের প্রতি অবিচার ক'র্ব্বেন না! ওরা আপনারই আদেশে—এই নিষ্ঠুর কার্য্য ক'র্ত্তে অগ্রসর হ'য়েছিল!

আলেক। আমারই আদেশে? আমি মাসিদনের রাজা—আমি প্রজাবৎসল রাজা,—আমার প্রজাবর্গ আমার সন্তান হ'তেও প্রিয়,—আমি সেই প্রজাকে হত্যা ক'র্ত্তে আদেশ ক'রেছি?

হেপা। মনে পড়ছে না সম্রাট্! এই ব্যক্তি রাজবিদ্রোহী! গোপনে আপনার বিরুদ্ধে—মাসিদন রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রে—পারস্যরাজের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে—আপনার অভিযানের সমস্ত গুপ্ত-

সংবাদ তা'কে প্রদান ক'চ্ছিল! আপনিই একে মাসিদন রাজ্যের সীমার বাহিরে নিয়ে গিয়ে হত্যা ক'র্ত্তে আদেশ দেন!

আলেক। এ্যাঁ—সেকি! আমিই এই পৈশাচিক আদেশ প্রদান ক'রেছিলুম? ওঃ—কি ভয়ানক! কি অবিচার! কি নিষ্ঠুর অন্যায় আচরণ! এইজন্যই পণ্ডিতেরা ব'লে থাকেন ক্রোধরিপু চণ্ডাল! ক্রোধে উন্মত্ত হ'লে মানুষ পশুর অধম হ'য়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়! তখন চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছিলুম, তাই এই নিষ্ঠুর আচরণ ক'রেছিলুম! এখন তো সে চণ্ডালত্ব ঘুচে গিয়ে—আলেকজান্দারের মনুষ্যত্ব ফিরে এসেছে,—তবে আর এ রাক্ষসের কার্য্য ক'র্ত্তে কেন দোবো ভাই?

হেপা। রাক্ষসের কার্য্য নয় সম্রাট্! রাজ্য রক্ষা ক'র্ত্তে হ'লে—রাজ্যে শান্তিস্থাপন ক'র্ত্তে হ'লে,—রাজবিদ্রোহী যারা, রাজনৈতিক অপরাধে অপরাধী যারা, তাদের প্রতি রাজার এইরূপ কঠোর শাস্তিবিধানই কর্ত্তব্য!

আলেক। জাহান্নমে যাক্ রাজনীতি! এর মতন একটা সামান্য নগণ্য প্রজা যদি ভ্রমবশে—নিজের বুদ্ধিহীনতার দোষে—রাজ্য-রাজার বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, আর সেই সামান্য ষড়যন্ত্রে যদি শক্তিশালী রাজা এবং তাঁর সুপ্রতিষ্ঠ রাজ্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হয়,—এমন অকর্ম্মণ্য রাজা এবং তাঁর ভিত্তিহীন রাজ্যের অস্তিত্বের কোনও প্রয়োজন নেই! হেপাস্তেন! বন্ধু! এ কঠোর রাজনীতির আমি পক্ষপাতী নই! আমি আমার সেই পৈশাচিক আদেশ প্রত্যাহার ক'ল্লেম! এ ব্যক্তিকে মুক্তিপ্রদান কর।

হেপা। রাজাজ্ঞা অবশ্য পালনীয়! তবে আমার বক্তব্য, ক্ষমা এক কথা, আর রাজ্যরক্ষা অন্য কথা। এ দু'য়ে সম্পূর্ণ বিভিন্নতা আছে। রাজবিদ্রোহী ব'লে—একজনকে ক্ষমা ক'ল্লে—হয় তো সেই একজনে

আপনাব রাজ্যের কোনও ক্ষতি ক'র্ত্তে না পারে,—কিন্তু রাজার ক্ষমাশীলতায় প্রশ্রয় পেয়ে যদি একের স্থানে এক সহস্র—এক লক্ষ প্রজা রাজবিদ্রোহী হ'য়ে ষড়যন্ত্র করে, তখন—

আলেক। তখন সিংহাসনে পদাঘাত ক'রে,—রাজমুকুট পথের আবর্জ্জনারাশিব মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে,—অবনতমস্তকে বাজ্য পরিত্যাগ ক'বে চ'লে যাব। কাবণ, বুঝবো,—যখন প্রজাবর্গ আমার উপব সন্তুষ্ট নয়—তখন আমার রাজা হওয়া বিড়ম্বনামাত্র।

হেপা। সম্রাট্! মার্জ্জনা করুন—এর ওপর আমার বল্‌বার আর কিছু নেই! যাও ক্লিতস, তুমি মুক্ত! অদৃষ্টকে শত সহস্র ধন্যবাদ দাও—তুমি মহাত্মা আলেকজান্দারের প্রজা!

ক্লিতস। সম্রাট্! জগদীশ্বর আপনাব মঙ্গল করুন! আমি তবে এখন কোথায় যাব? আপনার রাজ্যে কি আমাব স্থান হবে?

আলেক। তোমার যেখানে ইচ্ছা তুমি সেইখানে যাবে! বলেছি তো—তোমার সেই প্রাণভয়ে কাতর মুখচ্ছবি যতদিন আমার প্রাণে অঙ্কিত থাক্‌বে—ততদিন তুমি যত গুরুতর অপরাধে অপরাধী হও না কেন,—তোমাকে আমি কোনও শাস্তি দিতে পার্ব্বনা!

[রক্ষিগণ ও ক্লিতসের প্রস্থান।

হেপা। সম্রাট্! তা'হ'লে আর এখানে বিলম্ব কব্‌বার প্রয়োজন কি? এইবার উৎসাহিত বিজয়োন্মত্ত সৈন্যদের নিয়ে একেবারে দারাকে আক্রমণ করি চলুন!

আলেক। সৈন্যদের একটু বিশ্রাম কর্ব্বার অবকাশ দাও হেপাস্তেন! পারস্যবিজয় তো এখন আমার হাতের ভিতর! যখন সাইপ্রস্‌, মিশ্রদেশ, জেরুজেলাম, গাজা, তাইরী, ফিনিসিয়া ইত্যাদি প্রদেশ সকল আমাদের করতলগত,—তখন বুঝ্‌তেই পাচ্ছ—জয়লক্ষ্মী

আমাদের প্রতি কিরূপ সুপ্রসন্না! বিশেষতঃ ফিনিসিয়া অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে -তা'র সমস্ত নৌবলও আমাদের আজ্ঞাধীন! এই ফিনিসীয় নৌশক্তির সাহায্যে আমরা সামুদ্রিক আধিপত্যলাভ ক'র্ত্তেও সক্ষম হ'য়েছি! সুতরাং পারস্যবিজয়ের জন্য তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হোয়োনা হেপাস্তেন!

হেপা। সম্রাট্! আপনার অলৌকিক শক্তির বিষয় আপনি নিজে যা'টা না জানেন—তার অপেক্ষা সহস্রগুণ আমি জানি, আপনার সৈন্যগণ জানে—আর জানে আপনার শত্রুবর্গ! সম্রাট্! অন্যান্য প্রদেশ অধিকার করার কথা আমি ধরি না, কিন্তু যে বীরপুরুষের দ্বারা তাইরীর ন্যায় সমুদ্রকূলস্থিত সুরক্ষিত নগরবিজয় সম্ভব হ'য়েছে,—সমুদ্র অতিক্রমণে, অপূর্ব্ব সেতুবন্ধনে, দুরারূহ প্রাচীরভেদে, তাইরীবিজয়ে যিনি অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন ক'রে শত্রুমিত্র সকলকে যুগপৎ চমকিত ও বিস্মিত ক'রেছেন, তাঁর পারস্যরাজ্যবিজয়ে সন্দিহান হবে,—এত মূর্খ হেপাস্তেন নয়! এক্ষণে আমার বক্তব্য -পারস্যপ্রদেশ বিস্তীর্ণ নদনদী, দুরতিক্রম্য পর্ব্বত, ভীষণ মরুভূমিতে পরিপূর্ণ! অতএব কোন্ পথে, কি উপায়ে, কি ভাবে পারস্যপ্রদেশ আক্রমণ ক'ল্লে বীরশ্রেষ্ঠ আলেকজান্দারের বিজয়গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে, স্থিরচিত্তে সেই বিষয় চিন্তা ক'র্ত্তে হবে! এই দেখুন পারস্যের মানচিত্র।

(আলেকজান্দারের মানচিত্র দর্শন)

আলেক। সত্য কথা হেপাস্তেন! কেবল মানচিত্র দেখে পারস্য-প্রদেশ আক্রমণের সহজ উপায় নির্ণীত হওয়া সম্ভবপর নয়। যতদূর বুঝ্‌তে পাচ্ছি,—সর্ব্বপ্রথম আমাদের ইউফ্রেটিস্ নদীর তটদেশে এই যে থাপাস্‌কস্ নামক স্থান দেখা যাচ্ছে,—এইখানে উপস্থিত হওয়া

প্রয়োজন। এ ভিন্ন অন্য কোনও পথে পারস্যপ্রবেশ আমার সুবিধাজনক ব'লে মনে হয় না।

(বিশা খাঁর প্রবেশ)

বিশা। ঠিক ব'লেছেন সম্রাট্! অবহেলে পারস্য জয় ক'র্ত্তে হ'লে এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নাই! নদীর পারঘাট রক্ষা কর্ব্বার জন্য দারার অধীনস্থ দু'হাজার গ্রীক এবং এক সহস্র পারসীক অশ্বারোহী—মাজিয়স্ নামে একজন কর্ম্মচারীর অধীনে অবস্থান ক'চ্ছে। আপনার আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্রেই সে তৎক্ষণাৎ সেস্থান পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন ক'র্ব্বে।

হেপা। কে আপনি ?

আলেক। আমার দোস্ত। আসুন খাঁ সাহেব--আপনার পত্র পেয়ে আমি এইস্থানে অবস্থান ক'চ্ছি। কিন্তু আপনার এত বিলম্ব হ'ল যে ?

বিশা। বিশ্বজয়ী সম্রাট্ আলেকজান্দারের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্ত্তে হবে—তাঁর যোগ্য নজর সংগ্রহ না হ'লে কেমন ক'রে আস্‌ব সম্রাট্? (বিশা খাঁর ইঙ্গিতে পারসীক সৈন্যগণ কর্তৃক নজর আনয়ন এবং বিশা খাঁ সে সকল স্বহস্তে লইয়া ভূতলে জানু পাতিয়া) সম্রাট্! অধীনের যৎকিঞ্চিৎ উপহার গ্রহণ ক'রে তা'কে কৃতার্থ করুন।

আলেক। (গ্রহণ ও স্বীয় রক্ষিগণের হস্তে অর্পণ এবং বিশা খাঁর হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া) খাঁ সাহেব! আপনি আমার পরম বন্ধু! আপনি যখন আমায় আপনার উদার হৃদয় দান ক'রেছেন, তা'র কাছে কি সামান্য এ সকল নজর? আপনারি বন্ধুত্বের উপর নির্ভর ক'রে আমি দিগ্বিজয় ক'র্ত্তে যাত্রা ক'রেছি! এক্ষণে

আমার এইমাত্র নিবেদন, আমাকে যেন অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ ক'র্কেন না!

হেপা। সম্রাট! জান্‌তে পারি কি—এ ব্যক্তি কে?

আলেক। ইনিই পারস্যের যথার্থ সম্রাট্!

হেপা। দারা?

বিশা। দারা কে? সাম্রাজ্যের একটা অতি পুরাতন প্রথানুসারে লোকে দারাকে সম্রাট ব'লে থাকে বটে, কিন্তু ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ সম্রাট্‌ও তিনি নন, সাম্রাজ্যও তাঁ'র নয়। ভীরু, কাপুরুষ, দুর্ব্বল, মদ্যপায়ী, বিলাসী দারা, তিনি সম্রাটের নাম নিয়ে, সুখৈশ্বর্য্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে নিশ্চিন্তে অবস্থান ক'র্কেন, আর আমরা সকলে স্বেচ্ছায় তার অধীনতা তাঁর দাসত্ব স্বীকার ক'রে তাঁর রাজ্যরক্ষা ক'র্ব, ক্রমাগত তাঁর নিশ্চিন্তে সুখভোগের পথ নিষ্কণ্টক ক'রে দোবো তাঁর বিলাস উপভোগে সহায়তা ক'র্ব। তা' আর হ'চ্ছে না সাহেব! একজন খেটে ম'র্ব্বে, আর অপরে সুখভোগ ক'র্ব্বে—তা আমি কিছুতেই হ'তে দিচ্ছি না।

হেপা। খাঁ সাহেব! বড় উদার ব্যক্তি আপনি! আপনার ন্যায় মহাপুরুষ, মহাবিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ রাজ্যে যত না থাকে ততই মঙ্গল।

বিশা। কারণ?

হেপা। তা'হ'লে রাজ্যের সম্রাট্ বা রাজার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না! রাজ্য একাকার হ'য়ে যাবে, ঝাড়ুদার হ'তে আরম্ভ ক'রে বৃদ্ধ মন্ত্রী পর্য্যন্ত সকলেই সিংহাসনে বস্‌বার জন্য ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়বে। কনিষ্ঠ আর কেউ থাক্‌বে না, সবাই জ্যেষ্ঠ হবে!

বিশা। সাহেব! আপনার কথাগুলি আমার আদৌ ভাল লাগ্‌ছে না! আপনি কে? সম্রাট্ আলেকজান্দারের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ কি না জান্‌লে—আপনার কথার উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত নই!

হেপা। আমি একজন ঘোরতর মূর্খ! সম্রাটের আজ্ঞাধীন দাস মাত্র! সেইজন্য আপনাকে নিবেদন ক'চ্ছি, আপনার পারসাসম্রাটের বিরুদ্ধে অভিমতটা, আপনার ঐ ভীষণ অকাট্য রাজনীতিটা আপনার মনে মনেই রাখবেন, -আমাদের মতন নগণ্য মূর্খ কর্ম্মচারীদের সম্মুখে উদ্গীরণ ক'র্ব্বেন না! কি জানি—এখানে কোনও কুফল না ফলুক,—তিলমাত্র সুফল ফলবার কোনও সম্ভাবনা নাই!

আলেক। চুপ কর হেপাস্তেন! খাঁ সাহেব সরলপ্রকৃতি,—তোমার নির্দ্দোষ রহস্যালাপে হয় তো অসন্তুষ্ট হ'তে পারেন। খাঁ সাহেব! হেপাস্তেন আমার সোদরাধিক প্রিয় বন্ধু। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গেও এইরূপ রহস্য ক'রে থাকেন। ওঁর কথায় আপনি কিছু মনে ক'র্ব্বেন না! আমার ন্যায় ওঁকেও আপনার প্রিয়বন্ধু ব'লে জান্‌বেন। হেপাস্তেন। খাঁ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এতক্ষণ তুমি ব্যাকুল হ'য়েছিলে, এইবার হৃদয় খুলে একবার খাঁ সাহেবকে আলিঙ্গন ক'রে, তোমার আন্তরিক বন্ধুত্ব জ্ঞাপিত কর।

হেপা। সম্রাট্। আপনার কথায় আমি কালসর্পের বিবরে প্রবেশ ক'র্ত্তে পারি, খাঁ সাহেবকে আলিঙ্গন করা তো তুচ্ছ কথা! বন্ধুত্ব জ্ঞাপিত কর্ব্বার অনেক অবসর পাব, এক্ষণে কাজের কথা কওয়া যাক্!

বিশা। বন্ধুত্ব করুন আর নাই করুন সাহেব, আমি যখন বিশ্বাস ক'রে আপনাদের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রেছি—তখন শেষ পর্য্যন্ত দেখ্‌ব। আমি সম্রাটের কাছে যখন প্রতিশ্রুত, পারস্যবিজয়ে আমি সর্ব্বপ্রকারে আপনাদের সাহায্য ক'র্ব্ব—তখন তা'তে কিছুমাত্র আমার ত্রুটী হবে না! আমার ধর্ম্ম আমি রক্ষা ক'র্ব্ব, আপনাদের ধর্ম্ম আপনাদের কাছে।

হেপা। সম্রাট্ আলেকজান্দারের পারস্যজয়ে আপনার স্বার্থ কি?

বিশা। স্বার্থ ষোল আনা না থাক্‌লে বিশা খাঁ কখনো কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না। আমার স্বার্থ, -আমি পারস্যের সম্রাট্ হব এবং দারার প্রধানা বেগম স্তাতিরা সুন্দরীকে আমার পত্নীরূপে অধিকার ক'র্ব্ব। সম্রাট্ যদি আমার এ প্রস্তাব মঞ্জুর করেন—তা'হ'লে আসুন আমার সঙ্গে সৈন্য নিয়ে আমি গুপ্তপথে সৈন্য চালনা ক'রে অনায়াসে পারস্য জয় করিয়ে দেবো।

হেপা। চমৎকার প্রস্তাব! সম্রাট্ কি বন্ধুবর খাঁ সাহেবের জন্য এ সামান্য ক্লেশটুকু স্বীকার ক'র্ত্তে প্রস্তুত আছেন? বেশ ক'রে বুঝে দেখুন, এমন বন্ধুবৎসলতার পুণ্যার্জ্জনের সুযোগ আর জীবনে কখনো পাবেন না! আপনি নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ক'রে, রাশি রাশি অর্থব্যয় ক'রে, অকাতরে সহস্র সহস্র মাসিদনসৈন্য যুদ্ধে ক্ষয় ক'রে,— পারস্য রাজ্য জয় ক'র্বেন! তারপর সেই বিজিত রাজ্যের শূন্য সিংহাসনে পরম সুহৃদ খাঁ সাহেবকে উপবেশন করিয়ে, তার পাশে স্তাতিরা বেগমকে যুগলমিলনে স্থাপিত ক'রে, হাসিমুখে রিক্তহস্তে বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ক'রে পারস্য প্রদেশ পরিত্যাগ ক'র্বেন! চমৎকার—চমৎকার ব্যাপার হবে সেটা! কি বলেন সম্রাট্?

বিশা। পরিহাস ক'র্ব্বেন না- সাহেব—আমি এত মূর্খ নই,— যে এরূপ অন্যায় প্রস্তাব ক'র্ব্ব! সমগ্র পারস্যরাজ্য সম্রাট্ আলেকজান্দারের অধীন হ'য়েই থাক্‌বে, - আমি সম্রাটের প্রতিনিধি হ'য়ে,— সম্রাটের দাস হ'য়ে—সম্রাটের রাজ্যরক্ষা ক'র্ব্ব! সম্রাট নিজরাজ্য মাসিদন পরিত্যাগ ক'রে, দিগ্বিজয় কার্য্যে অগ্রসর না হ'য়ে—যদি পারস্যে ব'সে থাক্‌তে চান্, তা'হ'লে আমি কোন্ সাহসে পারস্যের সিংহাসনে ব'স্‌তে চাইব সাহেব?

আলেক। ক্ষুণ্ণ হবেন না খাঁ সাহেব! আপনার মনোভাব আমার

অবিদিত নেই। রহস্যপ্রিয় হেপাস্তেনের বাক্যে কেন আপনি দুঃখিত হ'চ্ছেন? আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন,—আমি জানি, আপনার সম্মান কেমন ক'রে রক্ষা ক'র্ত্তে হয়!

(জনৈক পারসীক সৈন্যের প্রবেশ)

পা-সৈ। (বিশা খাঁর প্রতি) সম্রাটের উপঢৌকনের জন্য যে দাস-ব্যবসায়ীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী বাঁদি-সংগ্রহ ক'রে আন্‌তে বলেছিলেন, খাঁ সাহেব! সে ব্যক্তি উপস্থিত।

বিশা। এসেছে? বাঁদি সংগ্রহ ক'রে এনেছে?

পা-সৈ। আপনার হুকুমে প্রায় একশত বাঁদি এনেছে, কিন্তু খাঁ সাহেব—তাদের মধ্যে একটীকে দেখ্‌লেম—অসামান্যা সুন্দরী! পরী ব'ল্লেও চলে!

বিশা। তবে সেইটীকেই নিয়ে দাস-ব্যবসায়ীকে এখানে আস্‌তে বল। অন্যান্য সকলকে এখানে এখন পাঠাতে হবে না!

পা-সৈ। যো হুকুম।

[পারসীক সৈন্যের প্রস্থান।

আলেক। এ সব কি বন্ধু?

বিশা। পারস্যরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার—পারস্যের সুন্দরী রমণী! কোটী কোটী স্বর্ণমুদ্রা এক দিকে—আর পারস্যের একটী সুন্দরী এক দিকে! এ উপঢৌকন না দিলে সম্রাটের যথাযোগ্য মর্য্যাদাই দেওয়া হয় না!

আলেক। কিন্তু খাঁ সাহেব! রমণীতে তো আমার কোন আসক্তি নাই! আপনি অনর্থক আমার জন্য এ উপঢৌকনের ব্যবস্থা ক'রেছেন!

হেপা। ঈশ্বরেচ্ছায় খাঁ সাহেব যখন আপনার বন্ধু মধ্যে পরিগণিত

হ'য়েছেন,- তখন অনেক বিষয়ে আপনার আসক্তি জন্মাবে—বুঝ্‌তে পাচ্ছি সম্রাট্‌!

আলেক। না—না—খাঁ সাহেব, আপনি বাঁদিদের বিদায় করুন! রমণীর সংস্পর্শ আমার গুরুর নিষেধ!

বিশা। সম্রাট্‌ আদেশ ক'ল্লে আমায় এখনি বাঁদিদের বিদায় ক'র্ত্তে হবে। তবে আমার বক্তব্য এই যে, আসক্ত হবার মতন রমণী সমগ্র গীস্‌ বা মাসিদন রাজ্যে নেই—তাই সম্রাটের রমণীর প্রতি আসক্তিও নাই। পারস্যের একটী নগণ্য সুন্দরী রমণী দেখ্‌লে—যত বড় কঠোর হৃদয় পুরুষ হোক্‌ না কেন, তা'র হৃদয়ে আসক্তি জন্মাতেই হবে।

(অবগুণ্ঠনবতী রক্ষণাকে টানিয়া লইয়া দাস-ব্যবসায়ীর প্রবেশ)

দা ব্য। (প্রহার করিতে করিতে) ভাল কথায় তোমার নষ্টামী গেল না! বদ্‌মায়েস্‌, বেতমিজ, বেয়াদব রমণী! সম্রাটের সম্মুখে এখনও গোস্তাকি?

বিশা। নূতন বাঁদিগুলোর দশাই ওই! বিশেষতঃ যদি সুন্দরী হয়! সায়েস্তা ক'রে দাও—মিয়া—সায়েস্তা ক'রে দাও।

দা-ব্য। ভাব্‌বেন না খাঁ সাহেব—দু'চার ঘা বেত্রাঘাত ক'ল্লেই এখুনিই ধাতে আস্‌বে—(বেত্রোত্তোলন)

আলেক। (অগ্রসর হইয়া—বেত্রধারণ) খবরদার! নরপিশাচ! স্ত্রীলোকের অঙ্গে বেত্রাঘাত কোচ্ছো?

রক্ষণা। (ছুটিয়া অবগুণ্ঠন ফেলিয়া ভয়ে আলেকজান্দারকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া—) রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—অভাগিনীকে আপনি রক্ষা করুন—

(কম্পিতদেহে স্থিরদৃষ্টিতে আলেকজান্দারকে নিরীক্ষণ)

আলেক। (রক্ষণাকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া) ভয় নাই—ভয় নাই সুন্দরী! আপনি নিরাপদ স্থানে আছেন!

বিশা। (দাস-ব্যবসায়ীর প্রতি) কিছু চিন্তা নাই মিযা, - উপহার যথাস্থানে আপনিই গিযে পৌঁছেছে! তোমার পুরস্কার তুমি পাবে—একটু অপেক্ষা কর!

দা-ব্য। যথা আজ্ঞা—জনাব। (দাস-ব্যবসায়ীর প্রস্থান)

আলেক। আহা—হা—অসামান্যা সুন্দরী! খাঁ সাহেব! ঠিক ব'লেছেন—এমনটী কখনো দেখিনি!

বিশা। ওর অপেক্ষা শত সহস্রগুণে সুন্দরী বাঁদি বহুকাল হ'তে সম্রাটের জন্য সংগ্রহ ক'রে রেখেছি,—

রক্ষণা। (অকস্মাৎ বিশা খাঁকে দেখিযা) এ্যাঁ—একি - খাঁ সাহেব ?

বিশা। একি—একি—রক্ষণা—তুমি ? তুমি ? তুমি এখানে ?

রক্ষণা। খাঁ সাহেব! আমার অদৃষ্টে এত দুঃখ ছিল—তা জানি না! তুমি চ'লে আস্‌বার পরেই অকস্মাৎ সেই বিলাসকক্ষে সম্রাটের স্ত্রীপুত্র উপস্থিত হ'যে আমাকে যৎপরোনাস্তি অপমান ক'র্ত্তে আরম্ভ ক'ল্লে! দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথা থেকে এক শয়তানি এসে সম্রাট্‌কে যুদ্ধে উৎসাহিত ক'রে—আমাকে বিলাসকক্ষ থেকে প্রহার ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে রাজপথে সমস্ত প্রজাদের সম্মুখে যথেষ্ট লাঞ্ছিতা ক'ল্লে! শুধু তাই নয়,—পথে আমাকে প্রহার ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে টেনে নিয়ে গিয়ে বহুদূরে এক বাঁদি বিক্রয়ের হাটে ঐ দাস-ব্যবসায়ীর হস্তে অর্পণ ক'রে এল! তা'রপর আমার এই দশা! উঃ—কি যন্ত্রণা—কি অপমান! খাঁ সাহেব—আমি আর বাঁচবো না।

(মূর্চ্ছিতা হইয়া পতনোদ্যোগ এবং আলেকজান্দার কর্ত্তৃক বক্ষে ধারণ)

বিশা। সম্রাট্! পারস্যরাজের অত্যাচারের কথা শুন্‌লেন? আহা—আমার অবলা ভগ্নীর এই দশা! সম্রাট্! আপনি শীঘ্র এ অত্যাচারের প্রতিকার করুন।

আলেক। আপনার ভগ্নী? আহা—হা—অসামান্যা সুন্দরী। হেপাস্তেন—শীঘ্র শিবিরে চল—বালিকা মূর্চ্ছিতা, এঁর শুশ্রূষা ক'র্ত্তে হবে।

বিশা। সম্রাট্! আমার ভগ্নীকে আমার হস্তে দিন—আমি শিবিরে নিয়ে যাচ্ছি।

আলেক। না—না—খাঁ সাহেব—আপনি ব্যস্ত হবেন না—বালিকার জ্ঞানসঞ্চার হ'য়েছে। ভয় নেই সুন্দরী—ভয় নেই,—আমার হাতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে শিবিরে চলুন। আহা—হা—কি সুন্দর!

হেপা। (স্বগত) বীরশ্রেষ্ঠ আলেকজান্দার! তোমার বীরত্বজীবনে দুর্ব্বলতার এই সূত্রপাত!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ইসাক্ষেত্র—দারার শিবিরসম্মুখ।

দারা, সৈন্যগণ ও সেনানায়ক ইস্‌মানি।

দারা। কি হ'ল—কোথা দিয়ে কি হ'য়ে গেল—কিছু বুঝ্‌তে পাল্লুম না! কি সে আলেকজান্দার—কি তা'র সৈন্যদল? তা'রা কি সবাই সয়তান? তা'রা কি মানুষ নয়? আমার ছয় লক্ষ সৈন্য ফুৎকারে উড়িয়ে দিলে? কেমন ক'রে দিলে--কিছু বুঝ্‌তে পাল্লুম না। ইস্‌মানি—আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হ'য়ে গেছে।

ইস্‌। সম্রাট্‌। এখনও একটু ধৈর্য্য ধরুন—এখনও শান্ত হোন্‌। যুদ্ধে জয় পরাজয় দুই আছে। একবার পরাজয় হ'য়ে থাকে—আবার জয় হবে—তা'র জন্য চিন্তা কি? জাঁহাপনা! আপনাকে মিনতি ক'চ্ছি—আপনি ভয় পাবেন না! আপনি রণস্থল পরিত্যাগ ক'রে সৈন্যদের মধ্যে ভীতি উৎপাদন ক'র্ব্বেন না!

দারা। বুঝ্‌তে পাচ্ছ না ইস্‌মানি—আর যুদ্ধস্থলে দাঁড়িয়ে কি ক'র্ব্ব? চেষ্টার কি ত্রুটী ক'ল্লুম? ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে অসংখ্য যুদ্ধপ্রিয়

জাতিকে আমার পতাকার নীচে সমবেত ক'ল্লুম! নিজে ছয় লক্ষ যুদ্ধনিপুণ সৈন্যের অধিনায়ক হ'য়ে আলেকজান্দারের গতিরোধ ক'র্ত্তে গেলুম! কি হ'ল? কি হ'ল? সব চ'লে গেল—সব নষ্ট হ'ল—সব বরবাদ্ গেল। ইস্মানি! ইস্মানি! আর যুদ্ধ নয়—আর যুদ্ধ ক'রে কোন লাভ নেই! মহাবীর আলেকজান্দারকে পরাস্ত ক'র্ত্তে পারে, দুনিয়ায় এত শক্তি কা'রও নেই।

ইস্। জাঁহাপনা! শত্রুর যশোগান ক'রে নিজের মর্য্যাদা নষ্ট ক'র্ব্বেন না! আলেকজান্দার মানুষ পারসীকরাও মানুষ! কিসের জন্য তবে তা'র শক্তি অজেয় ভাব্ছেন? আপনার সৈন্য-সংস্থাপনের অদূরদর্শিতা বশতঃই এই ছয় লক্ষ সেনানী ছত্রভঙ্গ হ'য়েছে মাত্র! একদিকে আমানো পর্ব্বত—অন্য দিকে বিশাল সমুদ্র। তার মধ্যে সঙ্কীর্ণ পথে প'ড়ে এই ছয় লক্ষ সৈন্য গতিশক্তিহীন হ'য়ে, অস্ত্রচালনায় যুদ্ধনৈপুণ্য প্রদর্শনে নিরুপায় হ'য়ে প'ড়েছিল! সেই সুযোগে—বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অবস্থিত আলেকজান্দারের মুষ্টিমেয় সৈন্যদল—আমাদের অকষ্টবদ্ধ বিপুল পারসীক সৈন্যদের বিপর্য্যস্ত ক'র্ত্তে সক্ষম হ'য়েছে! যা হবার হ'য়েছে জাঁহাপনা! এখনও শত্রুর গতিরোধ কর্ব্বার যথেষ্ট উপায় আছে! ছয় লক্ষ সৈন্য আপনার সমূলে বিনষ্ট হয় নি! এখনও দু'তিন লক্ষ অবশিষ্ট আছে,—এখনও আপনি সাহসে ভর ক'রে তাদের পরিচালনা ক'ল্লে যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা!

দারা। না—না—ইস্মানি—তুমি জান না! পারসীক সৈন্য যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে—তা'রা যুদ্ধক্ষেত্রে কেউ উপস্থিত নাই! সবাই পালিয়েছে—আমি স্বচক্ষে দেখেছি—আমারি পশ্চাদনুসরণ ক'রে—সকলেই পলায়নতৎপর! তুমি যাও—কোন উপায়ে একবার খাঁ সাহেবের সন্ধান কর! এ সময় তা'কে পেলে—আবার আমি উৎসাহিত

হব! সৈন্যগণ সবাই তা'র অধীন—সকলেই তা'র আজ্ঞাবহ। দেখ—দেখ—কোথায় খাঁ সাহেব—যেখান থেকে পাব—তা'কে নিয়ে এস!

(সেনাপতি পিন্দারের প্রবেশ)

পিন্দার। এই যে—এই যে সম্রাট্! সম্রাট্! সম্রাট্! সতর্ক হোন্—সতর্ক হোন্—আত্মরক্ষায় তৎপর হোন্! অস্ত্র গ্রহণ করুন—শীঘ্র অগ্রসর হোন্! নইলে প্রাণরক্ষা পর্য্যন্ত হওয়া দুষ্কর! খাঁ সাহেব—উঃ—খাঁ সাহেব এই ক'ল্লে?

দারা। কি—কি—সেনাপতি? কি হ'য়েছে? খাঁ সাহেবের সন্ধান পেয়েছ?

পিন্দার। পেয়েছি—স্বচক্ষে তাঁ'কে দেখেছি! সে নরাধম বিশ্বাস-ঘাতক—আলেকজান্দারের পার্শ্বচর হ'য়ে পারস্যের সর্ব্বনাশ ক'চ্ছে! পলাতক পারসীক সৈন্যদল সেই নরাধমের ইঙ্গিতে আলেকজান্দারের সঙ্গে যোগদান ক'রে—দেশের সর্ব্বনাশ কর্ব্বার জন্য উন্মত্ত হ'য়ে অগ্রসর হ'চ্ছে! আমি একা সহায়হীন,—মুষ্টিমেয় সৈন্য পর্য্যন্ত আর আমার অধীনে নেই! কোন উপায়ে কিছু সৈন্য সংগ্রহ ক'র্ত্তে পাল্লে—আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখি—

ইস্। সম্রাট্! একবার আপনি বাহিরে আসুন—একবার চলুন; আপনাকে দেখ্‌লে নিশ্চয় সৈন্যদল বিশ্বাসঘাতকতা পরিত্যাগ ক'রে—আবার আপনার হ'য়ে যুদ্ধ কর্ব্বে!

দারা। না—না—আমায় ছেড়ে দাও—আমায় রক্ষা কর—আমার প্রাণবধ কোরো না! চল ইস্‌মানি—চল পিন্দার—এখনও আত্মরক্ষার সময় আছে! চল—ইসাক্ষেত্র হ'তে পলায়ন ক'রে—গাউগামেলার প্রান্তরে গিয়ে লুকিয়ে থাকি। সুযোগ বুঝে সেখান থেকে আরবেলায়

গিয়ে নিরাপদে অবস্থান ক'র্ব্ব! চল—চল—আর বৃথা সময় নষ্ট কোরোনা—

(জৌলস ও স্তাতিরার প্রবেশ)

স্তাতিরা। আর আমরা—আমরা কোথায় থাক্‌ব ?

দারা। তোমরা ? তোমরা ? তাইতো—তাইতো—তুমি স্ত্রীলোক—আর জৌলস বালক, তোমরা কি আমার সঙ্গে তেমন সতর্ক হ'য়ে পালাতে পার্ব্বে ?

পিন্দার। জাঁহাপনা! আপনি বেগম সাহেব আর শাহাজাদাকে নিয়ে আর জনকয়েক শরীররক্ষক নিয়ে তবে এই অবসরে পলায়ন করুন! শত্রু আপনাদের বন্দী ক'র্ত্তে এই দিকে নিশ্চয়ই আস্‌বে। আমরা সাধ্যানুসারে তাদের গতিরোধ ক'রে আপনাদের পলায়নের সুযোগ ক'রে দোবো!

দারা। তোমরা—তোমরা কি এখানে থাক্‌বে ? তোমরা এই ক'জনে কি যুদ্ধ ক'র্ত্তে পার্ব্বে ? না—না—তোমরাও চল—তোমরাও চল—

ইস্। আমরা যুদ্ধ ক'র্ত্তে পার্ব্বনা বটে—কিন্তু প্রাণ দিতে পার্ব্ব সম্রাট্! আমরা যুদ্ধ ক'র্ত্তে শিখেছি—শত্রুসংহার ক'র্ত্তে শিখেছি,—অকাতরে শত্রুর অস্ত্রমুখে প্রাণ বলি দিতে শিখেছি, কেবল শিখিনি—যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে প্রাণের ভয়ে পলায়ন ক'র্ত্তে! আপনারা মহৎ লোক,—আপনাদের মানের হানি এ দুনিয়ায় কিছুতে হয়না—তা' আপনারা ভালই জানেন! সুতরাং আপনাদের কাছে মান অপেক্ষা প্রাণটাই খুব বেশী মূল্যবান! আর আমরা গরীব—চাকুরি ক'রে খাই,—আমরা জানি—এ জগতে প্রাণটার কোনও মূল্য নেই, দারিদ্র্যজীবনে মানটাই

হোলো দুনিয়াব মালিকত্বের চেয়ে মূল্যবান এবং গৌববের জিনিস। আসুন সেনাপতি—আমাদেব শেষ কর্ত্তব্য আমরা পালন করি!

[ইস্‌মানি ও পিন্দারেব প্রস্থান।

দারা। সবাই ত্যাগ ক'রে চ'লে গেল! খাঁ সাহেব গেল, সৈন্যবা গেল, বিশ্বস্ত সেনাপতি পিন্দাবও গেল, ক্ষমতাশালী সেনানাযক ইস্‌মানিও আমাকে ত্যাগ ক'রে গেল! সব গেল—সবই গেল! স্তাতিবা! সাম্রাজ্য গেল,—সুখ ঐশ্বর্য্য প্রতিষ্ঠা সম্মান সবই গেল! বাকী কেবল স্ত্রীপুত্র আর নিজের এই প্রাণ। দেখি,—এগুলো যদি বক্ষা হয়! স্তাতিরা—জোলস! চল—আব দাঁড়িযে ভাব্‌লে কি হবে!

স্তাতিরা। কোথায় যাব?

দারা। যেথানে হোক্ এক জাযগায় গিয়ে লুকোতে হবে! এস-এস—আর বাজে কথায কাজ নেই! যদি পালাবাব শক্তি থাকে—আমার সঙ্গে চল! কিন্তু আমাব ওপোর আব কোন ভবসা কোরোনা। নিজে পালিযে নিজেকে রক্ষা ক'র্ত্তে পাব—ভালই! নইলে আমি রক্ষা ক'র্ত্তে পার্ব্ব না।

জোলস। বাবা—চলুন না! যুদ্ধ ক'র্ব্বেন চলুন না! আপনি সম্রাট্—আপনি যোদ্ধা, আপনার কোমরে তববারি—আপনি পালাতে চাচ্ছেন কেন? যুদ্ধ ক'রে শত্রুকে মেরে ফেলুন না! আপনি একা যেতে ইচ্ছা না করেন, আমাকে একটা বর্ষা কিম্বা তববাবি দিন,—আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্ত্তে যাই!

দারা। না বাবা—আর আমার যুদ্ধ কর্ব্বার শক্তিও নেই—সাহসও নেই! পারস্য সাম্রাজ্যের পতন—আমার রাজত্বের শেষ, জগদীশ্বরের ইচ্ছা! তুমি বালক—তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, আমাদের কি ভয়ঙ্কব অবস্থা! স্তাতিরা—স্তাতিরা—ঐ দেখ—ঐ দেখ—দূরে—খুব দূরে—

ঐ ইযাক্ষেত্রের দিকে চেয়ে দেখ! একটা বিরাট ধূম ভূতল হ'তে উত্থিত হ'য়ে গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত ক'রে এই দিকে যেন সজীব হ'য়ে ছুটে আস্‌ছে! বুঝ্‌তে পাচ্ছ—ও কি? ও আর কিছু নয়! কেবল বিজযোন্মত্ত শত্রুসৈন্যেব পদোত্থিত ধূলারাশি! চল—চল—আর এখানে এক তিল বিলম্ব ক'ল্লে—আত্মরক্ষা ক'র্ত্তে পার্ব্বে না।

স্বাতিরা। না সম্রাট্! আমি যাব না! আপনি নিজমুখে যখন ব'ল্‌ছেন—স্ত্রীপুত্রকে রক্ষা ক'র্ত্তে আপনি অক্ষম,—তখন আপনার সঙ্গে গিয়ে কেন আপনার পলায়নের পথে কণ্টক হব? আমি অবলা স্ত্রীলোক—আর এই ক্ষুদ্র বালক। পথে যদি শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হই,—হই কেন—নিশ্চয়ই হব, তা'হ'লে আমরা আত্মরক্ষা তো ক'র্ত্তেই পার্ব্ব না! উপরন্তু—আপনি শুদ্ধ বিপন্ন হ'যে শত্রুহস্তে পতিত হবেন। সুতরাং মাতাপুত্রের পলায়ন করাও যা,—এখানে অবস্থান করাও তা'! আপনি বরং শীঘ্র পলায়ন করুন।

দারা। ঠিক ব'লেছ স্বাতিরা,—বুদ্ধিমতী তুমি—উত্তম কথাই ব'লেছ! স্ত্রীলোক বালক দেখে শত্রুরা নিশ্চয় দয়া ক'রে তোমাদের প্রাণবধ ক'র্ব্বে না! কিন্তু—আমাকে—আমাকে দেখ্‌লেই—উঃ—আমি পালাই—পালাই—

(দিয়ানার প্রবেশ)

দিয়ানা। পালাবেন বই কি সম্রাট্? স্ত্রীপুত্রকে অনেক কষ্ট দিয়েছেন, বারাঙ্গনার সঙ্গে ভোগবিলাসে উন্মত্ত হ'য়ে তাদের অনেক রকমে লাঞ্ছিত ক'রেছেন, এখন অকাতরে তাদের শত্রুর কবলে রেখে দুর্দ্দশার চরম ক'রে—নিজের নারকী জীবন নিয়ে পালাবেন বইকি!

দারা। এ্যাঁ—এ্যাঁ—তুমি? তুমি আমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা

কইছ কেন? তুমি আমার দিকে এমন ক'রে চাইছ কেন? তুমি তো আমার শত্রু নও—

দি। আগে ছিলুম না—এখন আপনার আচরণে শত্রু হ'য়েছি! কাপুরুষ! সম্রাট্‌কুলকলঙ্ক! শত্রু ভয়ে ভীত হ'য়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ ক'রে এসেছ, আবার প্রাণভয়ে ভীত হ'য়ে—যা' শৃগাল কুক্কুরেও করেনা,—নিজের স্ত্রীপুত্রকে ফেলে পালিয়ে যাচ্ছ? যাও দেখি,—এই আমি তরবারিহস্তে পথরোধ ক'রে দাঁড়ালেম,—যাও দেখি এস্থল ত্যাগ ক'রে!

দা। না—না—মেরো না—মেরো না—কি চাও বল! স্তাতিরা—স্তাতিরা—সত্য সত্যই বুঝি আজ প্রাণরক্ষা ক'র্ত্তে পাল্লেম না!

স্তা। ভগ্নী! আমার স্বামীকে দয়া ক'রে—

দি। (সরোষে স্তাতিরাকে) খবরদার বেগম সাহেব! এ সময় কোনও কথা কইবেন না! শুনুন সম্রাট্‌! আমি আপনার সৈন্যদের বিশ্বাসঘাতকতা দেখে নানাস্থান ঘুরে প্রায় বিশ হাজার প্রজাকে স্বদেশ রক্ষা কর্ব্বার জন্য উৎসাহিত ক'বে যুদ্ধ ক'র্ত্তে সঙ্গে ক'রে এনেছি! অনেক কষ্টে আপনার সেনানিবাস হ'তে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ক'রে তাদের সজ্জিত ক'রেছি! ঐ দেখুন তা'রা সকলে অপেক্ষা ক'চ্ছে! চলুন—আপনি তাদের সেনাপতিত্ব গ্রহণ ক'র্ব্বেন!

দা। নিরীহ প্রজা—কখনো অস্ত্র ব্যবহার ক'র্ত্তে জানে না—তা'রা যুদ্ধ ক'র্ব্বে কি? এ তুমি কি ব'ল্‌ছ?

দি। সে চিন্তা আপনার নয়—যারা স্বেচ্ছায় প্রাণ দিতে এসেছে তাদের। চলুন আর তিলমাত্রও বিলম্ব ক'র্ব্বেন না! আমি আপনার পার্শ্বচারিণী হ'য়ে, আপনাকে উৎসাহপ্রদান ক'র্ব্ব! চলুন—

(দারাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যত)

স্তা। ভগ্নি! আমার একটী অনুরোধ—আমার স্বামীর প্রাণরক্ষা—

দি। কোন আবশ্যক নাই বেগম সাহেবা! এমন কাপুরুষ স্বামীর প্রাণরক্ষায় তোমার কিছুমাত্র ইষ্ট নাই! তবে—এই মাত্র আমি প্রতিশ্রুত হ'চ্ছি, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার স্বামী যা'তে শত্রুহস্তে নিহত না হয়—তোমার মুখ চেয়ে—সে বিষয়ে আমি প্রাণপণে চেষ্টা ক'র্ব্ব!

(দারা ও দিয়ানার প্রস্থান)

স্তা। কি হবে কি ক'রে এই বালককে রক্ষা ক'র্ব্ব? কি ক'রে স্বামীর প্রাণ রক্ষা হবে! দিনদুনিয়ার মালেক খোদা! নারীজীবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়েছ—পারস্যের বেগম ক'রেছ, কিন্তু কখনো সুখের মুখ দেখ্‌তে দাওনি! হে মঙ্গলময়! আজ অভাগিনীর এই কাতর প্রার্থনাটুকুতে কর্ণপাত কর,—এ অসহায় বালকের যেন কোন বিপদ না হয়!

জো। কেন কাঁদ মা? খোদা আমায় না রক্ষা করেন, তুমি মা,—তুমি আমায় রক্ষা ক'র্ব্বে! মার কোলের চেয়ে তো সন্তানের আর নিরাপদ স্থান নেই—শুনেছি!

স্তা। তবে আয় বাপ—এই শত্রুবেষ্টিত স্থানে তোকে কোলে নিয়ে ব'সে থাকি আয়—

[উভয়ের শিবিরাভ্যন্তরে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ইসাক্ষেত্রের একাংশ—অদূরে আলেকজান্দারের শিবির।

ফিলোট ও বিশা খাঁ।

ফিলোট। কই—এখানে তো সম্রাট্ নাই। তা'হ'লে বোধ হয় শিবিরে আছেন। যাই—শিবিরে গিয়েই সংবাদ দিই—

বিশা। সম্রাট্ এখন শ্রান্ত হ'যে শিবিরে বিশ্রাম ক'চ্ছেন। তাঁ'কে বিরক্ত কর্‌বার প্রয়োজন নাই। আপনার কি সংবাদ আছে—আমায় ব'ল্‌তে পারেন।

ফিলোট। না, আপনাকে বল্‌বার কোনও সংবাদ আমার কাছে নেই। হেপাস্তেন সাহেব থাক্‌লেও বা ব'ল্‌তে পার্ত্তুম।

বিশা। অত মেজাজ দেখাচ্ছেন কেন সাহেব? ঠাণ্ডা হ'যে শুনুন না। সম্রাট্ এখন সমস্তদিন যুদ্ধশ্রান্তির পর বিশ্রাম ক'চ্ছেন,—আমায় আদেশ ক'ল্লেন—আপনাদের কাছ থেকে যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ ক'রে তাঁর কাছে উপস্থিত হ'তে। সম্রাটের জিজ্ঞাস্য—পারস্যপতি দারাকে বন্দী করা হ'য়েছে কি?

ফিলোট। না। মুহূর্ত্তমাত্রেই দারার ত্রিশ হাজার সৈন্যকে আমরা বিধ্বস্ত ক'রেছি বটে—কিন্তু কিছুতেই দারাকে বন্দী ক'র্ত্তে পাল্লুম না।

বিশা। কেন? দারার সমবেত ত্রিশ হাজার সৈন্যের অপেক্ষা কি একা দারার শক্তি এত ভয়ঙ্কর?

ফিলোট। সে কৈফিয়ৎ আমি আপনাকে দিতে প্রস্তুত নই!

বিশা। কৈফিয়ৎ কিছু দেবার মত থাক্‌লে নিশ্চয় দিতেন বই কি! যাক্, সে সম্বন্ধে স্বয়ং সম্রাট্‌ই বিচার ক'র্ব্বেন। দারার বেগমকে আন্‌তে পেরেছেন? না—তিনিও আপনাদের চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ ক'রে স্বচ্ছন্দে স'রে প'ড়েছেন?

ফিলোট। রণস্থলে যুদ্ধ ক'র্ত্তে এসে অবলা স্ত্রীলোকের সন্ধান করা, মাসিদন সৈনিকের যুদ্ধনীতি নয়। আর বীরশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ আলেকজান্দারের এরূপ অন্যায় আদেশও আমার প্রতি ছিল না!

বিশা। তাঁর না থাকুক, কিন্তু আমার ছিল! অতএব সে আদেশ পালন ক'র্ত্তে আপনি বাধ্য।

ফিলোট। রসনা সংযত ক'রে কথা কইবেন সাহেব! আপনার আদেশ পালন ক'র্ত্তে আমি বাধ্য, এত বড় স্পর্দ্ধার কথা আর উচ্চারণ ক'র্ব্বেন না! আমি কে—আপনি জানেন?

বিশা। কিছুমাত্র জান্‌বার প্রয়োজন নাই। আপনি কে আমার জান্‌বার আগে, আমি কে আপনি তা' জেনেছেন কি? তা' যদি জান্‌তেন—তা'হ'লে এতক্ষণ মাটীতে প'ড়ে আমার পায়ে ধ'রে মার্জ্জনা চাইতেন! আপনি তো সামান্য মাসিদনের মন্ত্রিপুত্র—সম্রাটের অধীনে সামান্য সৈনিকের কার্য্য করেন—

ফিলোট। আর আপনি তো পারস্যসম্রাটের একজন বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারী! আপনি কালসর্প, নিজের দেশের সর্ব্বনাশ ক'চ্ছেন, নিজের অন্নদাতার সর্ব্বনাশ ক'চ্ছেন—পিশাচে, সয়তানে পর্য্যন্ত যে নেমকহারামি কল্পনা ক'র্ত্তে পারে না,—আপনি অম্লানবদনে তাই ক'চ্ছেন! এখন এসেছেন, সম্রাট্ আলেকজান্দারের স্কন্ধে ভর ক'রে—আমাদের বড় কষ্টের মাসিদন রাজ্যের সর্ব্বনাশ ক'র্ত্তে! অস্ত্রের মধ্যে তো দেখ্‌ছি, এক সুন্দরী বারাঙ্গনা, যাকে ভগ্নী ব'লে—

বিশা। চুপ্‌রও বেয়াদব—

(দীর্ঘ বর্ষা তুলিয়া ফিলোটের প্রতি নিক্ষেপোদ্যত)

(অকস্মাৎ আলেকজান্দারের প্রবেশ ও বর্ষা ধারণ)

আলেক। এ হতভাগ্যকে প্রগল্‌ভতার দণ্ড আপনার হ'য়ে না হয় আমিই দিচ্ছি খাঁ সাহেব! আপনি আমার যে কি অন্তরঙ্গ সুহৃদ, আপনি মাসিদন রাজ্যের যে কত উপকারী, ও মূর্খ তা' জানেনা ব'লেই আপনার এত অমর্য্যাদা ক'রেছে! আমিই ওর শাস্তিবিধান ক'চ্ছি!

বিশা। সম্রাট্! দারা পলায়ন ক'রেছে! আপনার অকর্ম্মণ্য কর্ম্মচারীরা কেহই তা'কে বন্দী ক'র্ত্তে পারেনি! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!

আলেক। সেই জন্যই তো ব'ল্‌ছি খাঁ সাহেব—আপনি ভিন্ন আমার কোন কার্য্যই দেখ্‌ছি সুশৃঙ্খলে হওয়া সম্ভব নয়। সম্রাট্ দারাকে বন্দী ক'রে আন্‌বে,—আপনি ভিন্ন এ সাধ্য কা'র? আপনি তাঁর সমস্ত সন্ধানাদি জানেন,—আপনিই অনুগ্রহ ক'রে এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করুন।

বিশা। আমায় অত অনুরোধ ক'র্ত্তে হবে না সম্রাট্! আমি যেমন ক'রে পারি, দারাকে বন্দী ক'রে আন্‌ছি। কারণ, দারাকে হাতের মধ্যে না পেলে আপনার পারস্য জয়ই সম্পূর্ণ হবে না!

[বিশা খাঁর দ্রুত প্রস্থান।

ফিলোট। সম্রাট্!

আলেক। কি ফিলোট?

ফিলোট। আমায় বিদায় দিন। আমি মাসিদনে ফিরে যাই, আর যদি আপনার রাজ্যেও বসতি ক'র্ত্তে না দেন—

আলেক। আমার অপরাধ কি ফিলোট? আমার ওপোর অযথা ক্রোধ কোরোনা—

ফিলোট। আপনি সম্রাট্, আপনার ওপোর আমার ক্রোধ কর্ব্ব অধিকার কি? তবে—সম্রাট্ আলেকজান্দার যে তাঁর প্রাণাপেক্ষ প্রিয় মাসিদনবাসীকে, একজন বিদেশীর পক্ষ অবলম্বন ক'রে, এরূপ অপমান ক'র্ত্তে পারেন—আমরা কখনো কল্পনায়ও তা আনিনি সম্রাট্!

আলেক। বালকত্ব পরিত্যাগ কর ফিলোট। খাঁ সাহেব আমার প্রিয় কি আমার পিতৃতুল্য পার্ম্মিনির পুত্র, আমার সোদরাধিক ফিলোট আমার প্রিয়, আলেকজান্দারের মুখ দেখে যদি তুমি উপলব্ধি ক'র্ত্তে না পার— তা'হ'লে আমি আবার ব'ল্‌ছি, তুমি মূর্খের চেয়েও মুর্খ। কার্য্যোদ্ধারের জন্য মৌখিক দুটো একটা রূঢ় কথা আমার মুখ থেকে কি তোমার সহ্য হ'তে পারে না, ফিলোট? আমার প্রতি এই ভালবাসায় তুমি প্রাণ উৎসর্গ ক'র্ত্তে এসেছ?

ফিলোট। (জানু পাতিয়া) মার্জ্জনা করুন সম্রাট্! আমি অন্যায় বুঝেছিলেম! দাসের অপরাধ নেবেন না।

আলেক। পিতার ওপোর পুত্রের অভিমান, জ্যেষ্ঠের ওপোর কনিষ্ঠের অভিমান, অপরাধ নয় ফিলোট, বরং উভয়তঃই বড় প্রীতিকর। যাক্, সম্রাট্ দারা কেমন ক'রে পলায়ন ক'ল্লেন বল দেখি?

ফিলোট। সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্রাট্! দারা পুনর্ব্বার সৈন্য-সংগ্রহ ক'রে নবোৎসাহে যখন আমাদের আক্রমণ ক'ল্লেন, তখন বাস্তবিকই পারসীকগণের দারুণ আক্রমণে মাসিদন সৈন্য একটু ভীত হ'য়ে প'ড়েছিল। সে সময় যথার্থই বিজয়শ্রী দারার পক্ষ অবলম্বন কর্ব্বার উপক্রম ক'রেছিলেন। আমাদের লক্ষ্য তখন দারার সৈন্যগণের ওপোর, দারার ওপোর নয়। পারসীকসৈন্যের বিজয়লাভের উপক্রমসময়ে অকস্মাৎ তাদের মধ্যে দারার পলায়ন-বার্ত্তা প্রচারিত হ'ল; সংবাদ

াষিত হবামাত্রই, যা'রা ভীমবেগে অগ্রসর হ'চ্ছিল, তা'রা বিভীষিকাগ্রস্ত হ'য়ে সদলে পলায়নে প্রবৃত্ত হ'ল।

আলেক। তোমরা দারার অনুসরণ ক'ল্লে না কেন ?

ফিলোট। মিথ্যা ব'ল্‌ব না সম্রাট্! কয়েকজন সেনানী সঙ্গে আমি তাঁর অনুসরণ ক'রেছিলেম, কিন্তু এক অদ্ভুত তেজস্বিনী রমণী আমাদের পরাস্ত ক'রে তাঁকে নিয়ে যে কোথায় অদৃশ্য হ'ল—

আলেক। রমণী ? পারস্যের সম্রাজ্ঞী না কি ?

ফিলোট। অসম্ভব নয় প্রভু! কিন্তু যথার্থ কথা ব'ল্‌তে কি, এমন বীরত্ব—এমন অস্ত্রচালনায় পারদর্শিতা, এমন বিদ্যুদ্বেগে অশ্বসঞ্চালন, এমন দৈহিক শক্তিসামর্থ্য, সচরাচর পুরুষের মধ্যে বোধ হয় দেখা যায়না!

আলেক। বটে ? যদি সত্য হয় তা'হ'লে সে তো একটা দেখ্‌বার জিনিষ ফিলোট!

ফিলোট। যথার্থই সে একটা দেখ্‌বার জিনিষ সম্রাট্! বড় দুঃখ আপনাকে তা দেখাতে পাল্লেম না! অনুমতি করুন, যেমন ক'রে হোক্, তা'র সন্ধান করি!

আলেক। হেপাস্তেন কোথায় ?

ফিলোট। বিজয়োন্মত্ত মাসিদনসৈন্য নগরলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হ'য়েছে শুনে, তিনি নাগরিকগণের প্রতি যাতে কোন রকমে অত্যাচার উৎপীড়ন না হয়—তা'র তদারকে গেছেন সম্রাট্!

আলেক। দয়ার্দ্রহৃদয় হেপাস্তেনের যোগ্য কার্য্যই ক'র্ত্তে গেছে! এ সকল পুণ্য কার্য্যে সে তো দুনিয়ায় কা'রও আদেশের অপেক্ষা করে না! এস ফিলোট, তোমাকে কিছু উপদেশ দেবার আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

আলেকজান্দারের শিবিরাভ্যন্তর।

রক্ষণা।

গীত।

যৌবনজোয়ারে প'ড়ে ভেসে কোথা চ'লে যাই।
প্রাণ যে বাচেনা টানে, কেমনে গো কূল পাই॥
কভু বা সুরণ পাকে,
অতলে ডুবায়ে রাখে,
ভীষণ বিপাকে দেখি, আমাতে আমি তো নাই;
এ অকূলে কাণ্ডারী কে, বিষম ভাবনা তাই॥

রক্ষণা। জীবনটা যাচ্ছে ভাল। কখনো বাপ মা জানি না, ঘর বাড়ী জানি না, দেশ ভুঁইও চিনি না! বাল্যকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত কেবল হাতফের হ'য়ে হ'য়েই বেড়াচ্ছি! জ্ঞানচক্ষু ফুট্‌তেই দেখি, একদল দস্যুদের সঙ্গে সঙ্গে এ মুল্লুক সে মুল্লুকে ফির্‌ছি! ক্রমে যখন একটু বেশ মাথা ঝাড়া দিলুম, দলপতি মহাশয় হাতফের ক'ল্লেন খোরাসান রাজ্যে বাঁদির হাটে! তাঁরা হাতফের ক'ল্লেন খাঁ সাহেবের কাছে! খাঁ সাহেব হাত খালি ক'ল্লেন—একেবারে খোদ পারস্য সম্রাটের বেগমের জ্যায়গায়। ভাব্‌লুম, হাত ফেরাফিরি ঐখানেই বুঝি শেষ হ'ল। বাঁদির বক্ত কি না, ফের ঘুরে ফিরে নিয়ে এল কি না—বাদিরই হাটে! আবার কোন্ হাতে এসে প'ড়লুম দেখনা! একেবারে ঢাল, তরোয়াল, বর্শা, কিরিচ, গোলাগুলি, কাটাকাটি খুনোখুনির মাঝখানে! কিন্তু এ হাত ফেরা এবার বড় শক্ত ব্যাপার!

(হেপাস্তেনের প্রবেশ)

হেপা। (অন্যমনে) ছি ছি খাঁ সাহেব, এমন অন্যায় কাজও— (রক্ষণাকে দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া প্রস্থানোদ্যত) খাঁ সাহেব গেলেন কোথায় ?

রক্ষণা। নাই বা রইলেন খাঁ সাহেব, তাঁর বদলী আমি আছি, কি ব'ল্‌ছিলেন, না হয় আমাকেই ব'লে কথাটা শেষ ক'রে ফেলুন না! অন্যায় কাজটা কি শুন্‌তে পাই না ? খাঁ সাহেব আর আমার এখানে আসা ? কি সাহেব! ঘাড় হেঁট ক'রেই রইলেন যে ? একবার মুখ তুলে এ পোড়ার মুখখানা না হয় দেখ্‌লেনই!

হেপা। মার্জ্জনা করুন বেগম সাহেবা, আমি আপনার দাস। দাসের সহিত এরূপভাবে বাক্যালাপ ক'র্ব্বেন না—

রক্ষণা। আপনি আমার দাস ? (হাস্য) তা' তো জান্‌তুম না— আমার এত সৌভাগ্য হ'য়েছে ? তা সাহেব—আমার মতন আর কতগুলি অভাগিনীর কাছে এই রকম দাসত্ব স্বীকার করা হ'য়েছে শুনি!

হেপা। সুন্দরি! অধমের অপরাধ নেবেন না। পারস্যের রীতি-নীতি কি তা' আমি জানি না! কিন্তু আমাদের মাসিদন রাজ্যে আমরা পরস্ত্রীকে দেবীজ্ঞানে ভক্তি ও সম্মান ক'রে থাকি! রহস্যালাপ দূরে থাক্‌, কখনো পরস্ত্রীর মুখের পানে দৃষ্টিনিক্ষেপ পর্য্যন্ত করি না। (প্রস্থানোদ্যত)

রক্ষণা। (বাধা দিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া) কিন্তু আমি তো এখনও পরস্ত্রী হইনি সাহেব—তবে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছ না কেন ?

হেপা। আপনি ভাগ্যবতী, সম্রাট্ আলেকজান্দারের প্রিয়পাত্রী! সুতরাং আমাদের সবাকার পূজনীয়া! (পুনরায় প্রস্থানোদ্যত)

রক্ষণা। ওঃ তাই! তা সাহেব, আমাকে যদি এত বড় উচ্চ আসনটা দিয়েই থাকেন, তা'হ'লে এমন অসম্মান ক'রে,—আমার কথার উত্তর না দিয়ে চ'লে যাবার জন্য ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন?

হেপা। এমন কথা ব'ল্‌বেন না সুন্দরী, আমি আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। আমি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্বার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হ'যেছি, তাই তাঁর সন্ধানে যাচ্ছি! খাঁ সাহেব একটা ভয়ঙ্কর গর্হিত কার্য্য ক'রেছেন, সেই বিষয় সম্রাট্‌কে জ্ঞাপিত ক'র্ত্তে হবে -

রক্ষণা। কাজটা অন্যায় তা অনেকক্ষণ থেকে শুন্‌ছি, কিন্তু কাজটা কি—তা' তো এখনও শুন্‌লুম না সাহেব!

হেপা। পারস্যের রাজধানী "পারসিপলি"—যাকে আপনারা "তক্তই-জাম্‌সেদ" বলেন, শুন্‌লেম খাঁ সাহেবেরই আদেশে সে সুন্দর নগর একেবারে অগ্নিযোগে ভস্মসাৎ করা হ'য়েছে। এ কার্য্য যে বর্ব্বরতার পরাকাষ্ঠা—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই সমৃদ্ধিশালী নগর ভগ্নস্তূপে পরিণত হওয়াতে বিজয়ী সম্রাট্ আলেকজান্দারের আর্থিক কতটা ক্ষতি, তা' কি খাঁ সাহেব বুঝ্‌তে পারেন নি?

রক্ষণা। আর্থিক ক্ষতি কিছুই হয়নি সাহেব! পাসিপলি নগর অধিকার ক'রেই দারার কোষাগার থেকে বিজয়ী সম্রাট্ আলেকজান্দারের জন্য সমস্ত হীরা-জহরৎ মণি-মাণিক্য এবং নগদ প্রায় ৪৫ কোটী টাকা নির্ব্বিবাদে সংগ্রহ ক'রে আনা হ'য়েছে,—সে সংবাদ আপনি বোধ হয় জানেন না!

হেপা। তা' হ'তে পারে। কিন্তু একটা বহুকাল হ'তে সুসজ্জিত—সুরম্য অট্টালিকা—উপবন-শোভিত রাজধানীকে এরূপ জঘন্য পৈশাচিক ভাবে নষ্ট করায় যে ক্ষতি,—সমস্ত পৃথিবীর ধন-দৌলতলাভেও সে ক্ষতি পূরণ হয় না,—বা তা'তে আত্মপ্রসন্নতা জন্মায় না! মার্জ্জনা

ক'র্ব্বেন বেগম সাহেবা—আমার তো ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে এই কথাই মনে হয়!

রক্ষণা। তা' হ'লে তো আমার বড়ই অন্যায় কাজ হ'য়েছে সাহেব।

হেপা। আপনার অন্যায়? সেকি? আপনি কি—

রক্ষণা। হ্যাঁ—আমিই এ কার্য্যে সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান উৎসাহ-দাত্রী! পাছে পারসীক সৈন্য রাজভাণ্ডার লুণ্ঠন করে,—পাছে পারস্য-সম্রাট্ দারা রাজধানীর কোনও গুপ্তস্থানে লুক্কায়িত থাকেন, পাছে পারস্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ দারার সহিত রাজধানীতে সম্মিলিত হ'য়ে—আবার নূতন উৎসাহে বিজয়ী আলেকজান্দারের পারস্য-বিজয় কার্য্য সম্পূর্ণ ক'র্ত্তে বিলম্ব ঘটায়, আমি সেই আশঙ্কায় সম্রাট্ আলেকজান্দারকে পার্সিপলি নগরী ধ্বংস ক'র্ত্তে বিশেষ অনুরোধ ক'রেছিলেম। সম্রাট্ কৃপা ক'রে আমার অনুরোধ রক্ষা ক'রেছেন। এ অগ্নিকাণ্ডের আদেশদাতা স্বয়ং সম্রাট্ আলেকজান্দার, খাঁ সাহেব তাঁর আদেশ-প্রতিপালক মাত্র।

হেপা। (স্থিরনেত্রে কিছুক্ষণ রক্ষণার প্রতি চাহিয়া) যাক্—আর আমার বল্‌বার কিছু নেই। তবে আজ আপনাকে দেখে একটা কথা আমার মনে উদয় হ'চ্ছে,—ব'ল্‌ব কি না ভাব্‌ছি!

রক্ষণা। স্বচ্ছন্দে বলুন। আমার কাছে আপনার সাত খুন নয়—সাতাশী খুন মাপ!

হেপা। আপনি শুধু অদ্বিতীয়া সুন্দরী নন—আপনি—আপনি—

রক্ষণা। ব'লেই ফেলুন না—

হেপা। আপনি বিভীষণা ভয়ঙ্করী!

[হেপাস্তেনের প্রস্থান।

রক্ষণা। ভুল ব'ল্লে সাহেব,—"ভয়ঙ্করী" নই—আমি "যাদুকরী!"

আচ্ছা—থাক বীরপুরুষ,—দেখা যাবে তুমি কত শক্তিমান! বৃথা কি এ টানা টানা চোক দুটো, বৃথা কি এ ধনুকের মত যুগ্ম ভ্রূ, আর বৃথাই কি এ পানপানা মুখখানা? এমন বসোরা গোলাপ ফুলের রং,—সত্যিই এ সবের সমাবেশে দুনিয়া জয় হয়না? নিশ্চয়ই হয়! হেপাস্তেন! তুমি তো কোন্ ছার?

(পারসীক সৈন্যদ্বয় ও মাসিদন সৈন্যদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম পা সৈ। মিথ্যা কথা কোয়োনা সাহেব—আমরা দু'জনে প্রথম সন্ধান ক'রে বা'র ক'রেছি--

১ম মা সৈ। মিথ্যা কথা—আমরা সন্ধান কর্ব্বার পর—তোমরা পথের মাঝখানে আমাদের দলে মিশে বাহাদুরী নিচ্ছ।

২য় মা সৈ। পুরস্কার যদি কা'রও পেতে হয়—তো সে একা আমারই পাওয়া উচিৎ!—আমি ঐদিকে না গেলে শীকার তো পালিয়েছিলই!

২য় পা সৈ। তোমরা বিদেশী - তোমরা এখানকার পথঘাট কিছুই জান না—তোমরা—

রক্ষণা। একি? শিবিরের ভেতর তোমরা কিসের গোলমাল ক'চ্ছ?

(সকলের রক্ষণাকে অভিবাদন)

১ম পা সৈ। বেগম সাহেবা! আমি অনেক কষ্টে পারস্যের সম্রাজ্ঞী আর তাঁর পুত্রকে বন্দী ক'রে এনেছি!

রক্ষণা। এনেছ? কই—কই—কোথায়?

২য় পা সৈ। মিয়াঁ তো দেখ্‌ছি খুব মজার লোক,—বরাবর ব'লে আস্‌ছিলে "আমরা" দু'জনে সন্ধান ক'রেছি,—এখন এনামের বেলায় ব'ল্‌ছ "আমি।"

১ম মা সৈ। না বেগম সাহেবা— ওদের মিথ্যা কথা—

রক্ষণা। চুপ কর—বিবাদ বিসম্বাদ কোরোনা,—আমি সকলকে সমান পুরস্কার দোব্বো ; সত্য বল—পাবস্থের সম্রাজ্ঞীকে বন্দিনী ক'বেছ ?

(স্তাতিবা ও জৌলসের প্রবেশ)

স্তাতিরা। বন্দিনী ক'র্ত্তে হয়নি—আমরা মাতাপুত্রে অনন্যোপায় হ'য়ে স্বেচ্ছায় বিজয়ী সেকেন্দাব সাহেব শিবিবে—একি—একি—এ কে —এ কে ! জৌলস—জৌলস—

জৌলস। মা—মা—চল—পালিয়ে যাই চল—এ সেই সয়তানী—

রক্ষণা। বটেরে বাঁদির বাচ্ছা—(জৌলসেব গণ্ডে সজোরে চপেটাঘাত)

জৌলস। (কাঁদিযা) উহু—হু—মা—মা –

(ছুটিয়া স্তাতিরার নিকটে গমন)

স্তাতিবা। (জৌলসকে বাহুপাশে বেষ্টন করিযা) বাবা আমার— বাবা আমার—

মা সৈ দ্ব। আহা—হা—হা।

১ম মা সৈ। বেগম সাহেবা ! ক্ষুদ্র বালককে কি এমনি ক'রে—

রক্ষণা। তোমাদের কি ? যাও - তোমরা এখান থেকে ! বটে ? এত স্পর্দ্ধা ? গোলামকি গোলাম ! আমার কাজের ওপোর কথা ? তোমাদের আমি এক কপর্দ্দকও পুরস্কার দোবো না !

১ম মা সৈ। চাই না বেগম সাহেবা ! পুরস্কার আমরা চাই না ! এমন দুধের বালকের চক্ষের উপর এই মর্ম্মান্তিক নির্য্যাতন দেখে— আপনার কাছে এর জন্যে আবার পুরস্কার চাইতে হাত পাত্‌লে - সে হাত আমাদের খ'সে প'ড়বে !

২য় মা সৈ। আর পুরস্কারের দাবীও আমরা কেউ ক'র্ত্তে পারি না! কারণ,—যথার্থই এঁরা স্বেচ্ছায় ধরা দিতেছেন,—আমরা মিথ্যা কথা ব'লে আপনার কাছ থেকে পুরস্কার নিচ্ছিলেম।

রক্ষণা। এখনও তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে বাজে কথা কইছ? যাও - এখুনি এখান থেকে চ'লে যাও।

[সৈন্যগণের প্রস্থান।

রক্ষণা। কি? পারস্যের সাম্রাজ্ঞি! দারার ধর্ম্মপত্নি! ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ সমগ্র পারস্যরাজ্যের স্বত্বাধিকারিণি! কি? এখন ভয়ে মুখখানা শুকিয়ে গেছে যে? ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌ছ যে? জড়সড় হ'য়ে এক কোণে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ যে? সে তেজ কোথায়—সে দর্প গর্ব্ব অহঙ্কার মান মর্য্যাদা,—সে সম্রাট্-স্বামী, সে বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য গেল কোথায়? এখন কি হয়? সে দিনের কথা মনে প'ড়ছে কি? আজ তা'র প্রতিশোধ কি রকম ক'রে নোবো বুঝ্‌তে পাচ্ছ কি? বাঁদির বাঁদি—স্তাতিরা!

স্তাতিরা। রাক্ষসি! শয়তানি! পিশাচিনি! কি ভয় তুই আমাকে দেখাচ্ছিস্? কি তুই আমার ক'র্ত্তে পারিস্? না হয় হত্যা ক'র্ব্বি! এই তো? তা কর্—এখুনি আমায় হত্যা কর্! খোদা যদি আমার নসীবে তোর হাতে মৃত্যু লিখে থাকেন,—কেউ তা' খণ্ডন ক'র্ত্তে পার্ব্বে না! তবে তোর দু'টী পায়ে ধ'রে এই ভিক্ষাটুকু চাইছি (ছুটিয়া গিয়া রক্ষণার পদধারণ) আমাকে হত্যা কর্ব্বার পূর্ব্বে এ বালকের অঙ্গ স্পর্শ করিস্‌নে!

রক্ষণা। বাঁদি! তোকে প্রথম ভিক্ষা—এই পদাঘাত!

(স্তাতিরাকে পদাঘাত)

জৌলস। কি রাক্ষসি! তুই আমার মাকে পদাঘাত করিস্? উঃ—এত অপমান? মা—মা—তুমি কেঁদোনা, তুমি একটু স্থির হ'য়ে দাঁড়াও,—আমি যেখান থেকে পারি একখানা তরোয়াল ভিক্ষে ক'রে এনে এই কুক্করীর মাথাটা এখুনি কেটে ফেল্‌ছি!

স্তাতিরা। জৌলস—জৌলস—কোথা যাস্ বাবা—কোথা যাস্!

রক্ষণা। হতভাগ্য বালক! আগে তোর পিঠের চামড়াখানা দিয়ে যা,—তারপর তরোয়াল আন্‌তে যাস্ (বেত্র লইয়া জৌলসকে প্রহার করিতে চেষ্টা; স্তাতিরার জৌলসকে নিজদেহ দ্বারা রক্ষা করণ এবং প্রত্যেক বেত্রাঘাত নিজ দেহের উপর গ্রহণ)

স্তাতিরা। মার্—মার্—সয়তানি—তোর যত শক্তি আছে—আমার ওপোর প্রয়োগ কর! কিন্তু দোহাই—বালককে মারিস্‌নি,—জগতে কোমলপ্রাণা—পুত্রবৎসলা রমণীর নামে কলঙ্ক দিস্‌নি!

(বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিতা হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন)

রক্ষণা। পালাস্ কেন বাঁদি? এত যদি তোর কড়া জান্—তবে প্রাণভয়ে চাদ্দিকে ছুট্‌ছিস্ কেন? (স্তাতিরার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবন)

(ইত্যবসরে আলেকজান্দারের অকস্মাৎ তথায় আগমন এবং স্তাতিরাকে রক্ষণার সম্মুখ হইতে অন্তরাল করিয়া দণ্ডায়মান)

রক্ষণা। (উন্মত্তভাবে স্তাতিরাভ্রমে আলেকজান্দারকে বেত্রাঘাত করিতে করিতে) হ্যাঁ—এই রকম স্থির হ'য়ে দাঁড়াও দিকি—তবে তো বুঝ্‌বো বীরাঙ্গনা! নইলে,—(আলেকজান্দারকে চিনিতে পারিয়া) এ্যাঁ—একি?—সম্রাট্?

আলেক। হ্যাঁ—আমি! থাম্‌লে কেন সুন্দরি—বেত্রাঘাত কর! আগুনের শেষ আর রাগের শেষ না রাখাই মঙ্গল!

জৌলস। কে গা আপনি? আপনিই কি সম্রাট্ সেকেন্দার শা?

হ্যাঁ—নিশ্চয়ই আপনি তিনি! সম্রাট্! সম্রাট্! ঐ স্ত্রীলোকটা আমার দুঃখিনী মাকে বড্ড বেত মেরেছে! এমন মেরেছে—যে মা আমার এখনও কাঁপ্‌ছে! দেখ্‌লেন তো—আপনার গায়েও দু-একঘা লেগেছে! কত যাতনা বুঝ্‌তে পাচ্ছেন তো?

আলেক। হ্যাঁ বৎস—পাচ্ছি! (সম্রাটের রোদন)

জ্যোলস। আপনারও বুঝি বড্ড লেগেছে সম্রাট্—তাই আপনি কাঁদ্‌ছেন?

আলেক। তোমার মার মতন আমার অঙ্গে আঘাত লাগেনি বালক,—বড্ড আঘাত লেগেছে আমার এই পাষাণ বুকে—আমার এই নির্ম্মম অন্তঃকরণটার ভেতর! (রক্ষণার প্রতি) ক'রেছ কি সুন্দরি? ছিঃ—এমন কাজও করে?

রক্ষণা। সম্রাট্! এই তোমার আমার প্রতি ভালবাসা? তুমি আমার সম্মুখে শত্রুরমণীকে এত মায়ামমতা দেখাচ্ছ—এত সম্মান আদর যত্ন ক'চ্ছ? ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—পুরুষজাতি মাত্রেই এমনি অসার বটে! ধিক্ তা'দের প্রেম—সোহাগ—ভালবাসায়!

আলেক। সুন্দরি! তুমি আমার প্রণয়িনী—প্রেমের পাত্রী—আমার পার্থিব সুখসম্ভোগ বিলাস-উপভোগের সামগ্রী! তোমায় ভাল-বেসে হৃদয়-আসনে স্থান দিয়েছি—তোমার সঙ্গে ক'ার তুলনা? তুমি অন্যায় অভিমান ক'চ্ছ কেন? তোমার সৌন্দর্য্যে আমি আত্মহারা হ'য়ে—তোমার কাছে বিক্রীত হ'য়ে আছি—তা তো প্রথম দিন হ'তেই জান্‌তে পেরেছ!

রক্ষণা। কি জানি—পুরুষের মনের কথা তো কিছু বলা যায় না! নিত্য নূতনে প্রয়াস! দু'দিনে আমি পুরাতন হ'য়ে গেছি—তাই সম্মুখে আর একটী নূতন দেখে—

আলেক। শুধু নূতন নয়,—তার ওপোর পারস্যের সম্রাজ্ঞী,—তায় আবার আমারই জন্য হৃতসর্ব্বস্বা—লাঞ্ছিতা—শত্রুপদদলিতা, তোমার মত সুন্দরীর বন্ধুহস্তের বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিতা—এমন অনাথিনী দুঃখিনীকে দেখে—আলেকজান্দারের স্বভাবজাত মাতৃভক্তিভাবটা আজ হঠাৎ হৃদয়ে জেগে উঠ্ল! (স্তাতিরার সম্মুখে জানু পাতিয়া) মা—মা—জননি! সন্তানকে শত্রু জ্ঞান ক'রে অবজ্ঞা কোরোনা! সুন্দরীর অন্যায় আচরণের জন্য আমি তোমার পদে ধ'রে মার্জ্জনা চাইছি!

[রক্ষণার ক্রোধভরে নির্ব্বাক্ হইয়া প্রস্থান।

স্তাতিরা। সম্রাট্! তুমি এত মহৎ না হ'লে—এই বয়সে বিশ্ব বিজয়ী হ'বে কেন? সম্রাট্! আমার প্রাণে আর কোন দুঃখ নাই। আমি রাজ্য ঐশ্বর্য্য—মান সম্ভ্রম কিছুই চাই না, কেবল কৃপা ক'রে আমার পতিপুত্রের প্রাণ ভিক্ষা দাও—এই মাত্র প্রার্থনা।

আলেক। তোমার পুত্র,—এ যে আমার কনিষ্ঠ সহোদর মা! আয় ভাই—একবার আমার কোলে আয়,—আমরা দুই ভায়ে একত্র হ'য়ে মার সুমুখে দাঁড়ালে—মার প্রাণে আর কোন ব্যথা থাক্‌বে না!

(জৌলসকে ক্রোড়ে ধারণ)

জৌলস। ভাই—ভাই! তুমি এত লড়াই জিতেছ—তবু তোমার মেজাজ এত নরম?

আলেক। মার কাছে—ভায়ের কাছে যে মেজাজ গরম করে—সে তো হিংস্র পশুর অধম ভাই! এস মা—আমি নিজে তোমার স্বামীর সন্ধান ক'রে দিচ্ছি!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক



আরবেলা—গোরস্থানের এক প্রান্ত।

আহতা দিয়ানাকে লইয়া কালিস্থানির প্রবেশ।

কালি। নে—এইখেনে একটু বোস। এখানে লোকজন, সৈন্য-সামন্ত কেউ ভুলেও আস্ছে না—সে ভয় করিস্‌নে। আরও জল খাস্ তো বল,—তোকে যেতে হবে না, আমি ঐ নদীটা থেকে এনে দিচ্ছি।

দিয়ানা। এ কোথায় এলুম? এ কোন্ জায়গা?

কালি। জায়গা ভাল। তবে জ্যান্তে বড় কেউ এখানে আস্তে চায় না। এটা হ'ল শোবার ঘর।

দিয়ানা। শোবার ঘর?

কালি। হ্যা হ্যা—এইখানেই তো মানুষ নিশ্চিন্ত হ'য়ে শোয় রে পাগ্‌লি! এমন শোয়া শোয় যে কা'রও বাবার সাধ্যি নেই সে ঘুম ভাঙ্গায়। বুঝ্তে পাল্লিনি?

দিয়ানা। ওঃ—বুঝিছি—এটা গোরস্থান।

কালি। তোমার গোরস্থান কিন্তু ঐ পথেই হয়েছিল। ভাগ্যে আমি ঐখান দিয়ে যাচ্ছিলুম,—তাই কোন রকমে জলটল দিয়ে ফের চাঙ্গা ক'রে তুল্‌লুম।

দিয়ানা। তোমায় যেন পরিচিত ব'লে মনে হ'চ্ছে! তুমি কে?

কালি। নাঃ—আর একটু জল আন্তে হ'ল। এখনও মাথাটা তোর ঠিক হয় নি! (প্রস্থানোদ্যত)

দিয়ানা। না—না—যেওনা—আর জল চাই না। আমি তোমায় চিন্‌তে পেরেছি। তুমি আমার শত্রু!

কালি। শত্রু বইকি—তা নইলে মড়ার গাঁদির ভেতোর থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে তুলে গোরস্থানে এনে ফেলেছি?

দিয়ানা। কেন বাঁচালে? কেন আমাকে যত্ন ক'ল্লে—সেবা-শুশ্রূষা ক'ল্লে? আমি তো তোমায় বলিনি! শত্রুর কাছে আমি দয়াব প্রত্যাশী নই।

কালি। নাঃ—সত্যিই আর এক আঁজ্‌লা জল আন্‌তে হ'ল।

দিয়ানা। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি—তুমি আমাকে সম্রাটের কাছে বন্দিনী ক'রে নিয়ে যাবার মতলবে আছ। কিন্তু—তা' ভুলেও মনে কোরোনা। আমি আহতা হয়েছি বটে—কিন্তু এখনও মরিনি!

কালি। বলি হ্যাবে দিয়ানা—বলি তোর চিরকালটাই কি এক ভাবে যাবে? আমাকেও তুই "শত্রু শত্রু" ব'লে গাল দিচ্ছিস্? এতটুক্‌-খানি ফুট্‌ফুটে হাম্‌দা হোম্‌দা মেয়েটা,—কত কোলে পিঠে উঠ্‌তিস্, দেখ্‌তে দেখ্‌তে বড় হ'য়ে দিক্‌ধ্যাড়াঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌লি, লেখাপড়া শিখ্‌লি—লড়াই করা শিখ্‌লি—লম্বাচওড়া কথাবার্ত্তা কইতে শিখ্‌লি! আহা—সেই তুই দিয়ানা! এক সঙ্গে কত কাল এক গুরুব বাড়ীতে কত আনন্দে কাটালুম! এ দিকে অন্য লোকের কাছে যেমনই গোঁয়ারতুমি করিস্,—ববাবর আমাকে কিন্তু নিজের ভাইয়ের মত দেখ্‌তিস্—আমিও তোকে মার পেটের বোনের মতন দেখ্‌তুম, এখনও দেখ্‌ছি! আর আজ এতকাল পরে সেই তুই,—তোর সঙ্গে দেখাশোনা হ'ল,—তোকে দেখে আমার কত আনন্দ হ'ল, তোকে বাঁচিয়ে তুলে এনে বুকখানা আমার দশ হাত হ'য়ে উঠ্‌ল,—আর তুই আমাকে কিনা এম্‌নি অপমান ক'চ্ছিস্?

দিয়ানা। তুমি হঠাৎ এখানে কোথা থেকে এলে? কেমন ক'রেই বা আমার সন্ধান পেলে? তোমার উদ্দেশ্য কি?

কালি। ওঃ—এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন ক'রে ফেল্লি! আচ্ছা -আমিও একে একে জবাব দিচ্ছি। ঠাণ্ডা হ'য়ে শোন বোঝ্—বিচার কর। তুই তো তোর বাপের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে চ'লে গেলি। তারপর সম্রাট্ আলেকজান্দারও যুদ্ধ ক'র্ত্তে বেরিয়ে পোড়লো—গুরুদেব আরিস্ততল অর্থাৎ তোর বাবাসাহেবও কেমন পাগলাটে মেরে গেল, এই সব নানা রকম কারণে আমারও মেজাজটা কেমন খিঁচ্ড়ে গেল! আমি আর কি করি,—মনটা কেমন যেন হু-হু ক'র্ত্তে লাগ্লো,—আমিও দেশ বেড়াতে বেরিয়ে পড়লুম। অনেক দিন থেকে আমার ভারত ভ্রমণ কর্ব্বার ইচ্ছা ছিল। সেই ঝোঁকের মাথায় একেবারে পরিব্রাজক সেজে নানাদেশ ঘুরে ফিরে শেষে ভারতবর্ষটা বেড়িয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছিলুম,—এমন সময় এই আরবেলা নগরে, একটা পথের ধারে কতকগুলো মরা সৈনিকের পাশে তুইও পৌণে মরা হ'য়ে পড়ে আছিস্ দেখ্তে পেলুম। কি করি? সংসারধর্ম্ম ছাড়লেও মায়াটা তো এখনও ছাড়তে পারিনি! তাই জলটল দিয়ে তোকে বাচিয়ে তুল্লুম! এখন উদ্দেশ্য—তোকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে দুই ভাইবোনে নিঝঞ্ঝাটে বসবাস ক'র্ব। আমার তো সব শুন্লে, তোমার ব্যক্তব্যটা কি—এইবার তুমি আওড়ে যাও।

দিয়ানা। আমি তোমাদের সম্রাট্‌কর্ত্তৃক রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত হ'য়ে—পারস্যসম্রাটের দলে এসে মিশেছিলুম—

কালি। এ্যাঁ—সে কি? সম্রাট্ তোকে নির্ব্বাসিত ক'রেছিল? কেন?

দিয়ানা। আমি তাঁর পিতৃহত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেম—এই জন্য।

কালি। আ সর্ব্বনাশ! তা'র পর?

দিয়ানা। তা'র পর—আলেকজান্দার পারস্যবিজয় ক'র্ত্তে আস্‌ছেন শুনে, তাড়াতাড়ি এসে সম্রাট্ দারার পক্ষ অবলম্বন ক'ল্লেম!

কালি। হাঁ হাঁ—তা তো ক'র্ব্বেই! প্রেম জিনিষটা কি সোজা ব্যাপার? প্রেমে পড়া আর ঘেও কুকুরে কাম্‌ড়ানো একই জিনিষ! প্রেমে প'ড়লে মাথাটা ঐ রকমই খারাপ হ'য়ে যায়। উঃ—এত কাণ্ডের পর—এখনও তুই সম্রাট্‌কে এত ভালবাস্‌ছিস্? তোর প্রেম তো বড় সিধে প্রেম নয় একেবারে সেই বঙ্গদেশের কাঁটালের আঠা!

দিয়ানা। কি তুমি পাগলের মত ব'ক্‌ছ? প্রেম কি আবার? আগে আমি সম্রাট্‌কে খুব—খুব ভালবাস্‌তুম বটে,—কিন্তু যে দিন থেকে তিনি আমায় নির্ব্বাসিত ক'রেছেন—সেই দিন থেকে আমার প্রাণের ভালবাসা কোথায় চ'লে গেছে! এখন জগতের মধ্যে আমিই আলেকজান্দারের প্রধান শত্রু! এখন আমার উদ্দেশ্য,—কোন উপায়ে নিজহস্তে আলেক-জান্দারের রক্তদর্শন করা—তাঁ'র প্রাণবধ করা! তাই দারার পক্ষ অবলম্বন ক'রে যুদ্ধ ক'র্ত্তে নেমেছি!

কালি। হ্যাঁ—হ্যাঁ—বুঝিছি—বুঝিছি! প্রেম-পীরিত নিজে কখনো করিনি বটে,—কেতাবে তো এ রকম ব্যাপার অনেক পড়েছি, লোকটা-জন্‌টার কাছেও শুনেছি! ওরে কম্‌বক্তি! আমার কাছে লুকোচ্ছিস্ কেন? যুদ্ধক্ষেত্রে এসে লড়াই ক'র্ত্তে নেমেছিস্ কি আলেকজান্দারের প্রাণ নিতে?

দিয়ানা। তবে কি ক'র্ত্তে?

কালি। মাসিদনে সে সময় গণ্ডগোলে যেটুকু প্রাণ দেবার তোর বাকি ছিল, সেইটুকু সুদে-আসলে আলেকজান্দারকে ধ'রে দিতে! হ্যাঁ দেখ্ পাগ্‌লি—আমি ভাই—তুই বোন্! একত্রে দু'জনে বহুকাল বাস

ক'রে তুইও আমাকে চিনিস্—আমিও তোকে ঠিক চিনি! আমার কাছে ঢাকিস্নিরে ঢাকিস্নি! শত্রুতা কর্ব্বি কি? এ যে প্রেম—বড় বিদিকিচ্ছি নেশা! যত শত্রুতা ক'র্ব্ব মনে ক'চ্ছিস্—চোখের আড়াল থেকে তা'র ওপোর রাগ বাড়াবার যত চেষ্টা ক'চ্ছিস্, ততই মিত্রভাব পাকে পাকে জড়িয়ে যাচ্ছিস্, ততই তা'র ওপোর অনুরাগ বেড়ে যাচ্ছে!

দিয়ানা। মিথ্যে কথা! তুমি মূর্খ—

কালি। আচ্ছা—যা বলিস্ তাই! এখন চল্—আমার সঙ্গে দেশে ফিরে চল্! বলি—মোদ্দা কথাটা তো এই—তা'কে পাস্ না পাস্—একবার ক'রে চোখের দেখাটা দিনান্তে দেখ্‌বি? আচ্ছা—সে ব্যবস্থা আমি ক'র্ব্ব এখন!

দিয়ানা। ছেলেমানুষি কোরোনা—কোথা যাচ্ছ যাও! আমি চল্লুম।

কালি। কোথা যাবি?

দিয়ানা। ব'ল্‌তে পারিনি। যেখানে দু'চক্ষু যায়। একবার কেবল সন্ধান নোবো—সম্রাট্ দারার কি হ'ল! অনেক চেষ্টা ক'রেছিলুম তাঁ'কে শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে,—কিন্তু হঠাৎ নিজে যুদ্ধ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে ঘোড়া থেকে প'ড়ে গিয়ে—সব দিক নষ্ট হ'ল। তবু দু'চার জন সৈন্য যারা সম্রাট্‌কে বন্দী ক'র্ত্তে এসেছিল—তাদের বধ ক'রে—সম্রাট্‌কে পালাবার সুযোগ ক'রে দিইছিলুম। দেখি একবার খুঁজে—যদি আর কোন সন্ধান ক'র্ত্তে পারি!

কালি। তাই চল্—দুই ভাইবোনে খুঁজিগে—

দিয়ানা। না—তুমি আমার সঙ্গে যেতে পাবেনা। তুমি মাসিদন-বাসী—তুমি সম্রাট্ আলেকজান্দারের লোক,—তোমার সঙ্গে আমিই বা যাব কেন?

কালি। তোকেই বা আমি এ অবস্থায় ছেড়ে দোবো কেন ?

দিয়ানা। (কটীদেশ হইতে ছুরি বাহির করিয়া) তবে আমার এই শবদেহটা নিয়ে গোরস্থানে থাক!

কালি। ব্যস্! ঐ পর্য্যন্ত। যাও—আর দন্তস্ফুটও কচ্ছিনা!

[দিয়ানার প্রস্থান।

কালি। পোড়াকপালীর মরণ-ছিট্‌কিটিনি ধ'রেছে! কিন্তু—উঃ—আবাগের বেটীর পীরিতটা কি সাংঘাতিক! কথায় বলে—"ভালবেসে পাগলিনী!" এ সর্ব্বনাশী একেবারে কালনাগিনী হ'য়েছে! ওরে মেয়েমানুষ জাত! কালিস্থানি তোদের ধরা-ছোঁয়া দেয়না—তোদের দেখ্‌লে—তোদের কথা মনে ভাব্‌লে শিউরে ওঠে—সেকি আর কম দুঃখে? তোদের যারা চিন্‌তে পেরেছে—তারা এই সব জায়গায় মাটী চাপা আছে!

(পারসীক সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম সৈ। আমি ব'ল্‌ছি—সে বেটী এইখানেই কোথায় লুকিয়েছে—

২য় সৈ। আরে না—না—এ গোরস্থানে এসে কেউ লুকোয়? তুই বলিস্ কি ?

১ম সৈ। আরে হ্যাঁ—হ্যাঁ—খুঁজে দেখি আয়না! ওরে—ওরে—এই দ্যাখ্—কে এক ব্যাটা এখানে দাঁড়িয়ে আছে! এ নিশ্চয়ই সেই বেটীর লোক! (কালিস্থানির নিকটে গিয়া) এই—কে তুমি ?

কালি। তোমার পিতেমহীর মাস্‌তুতো খসম!

২য় সৈ। ঠিক হ'য়েছে! এই ব্যাটা তা'রই লোক। পোষাক দেখ্‌ছিস্ না,—পারস্যের লোক নয়—

১ম সৈ। তাইতো ব'ল্‌ছি! বলি—সে ছুঁড়ীটাকে কোথায় লুকোলে ?

কালি। আমার এই কসের দাঁতে রেখেছি বাবা! বেশী পীড়াপীড়ি কর—এখুনি চেপে একটা ঢোক্ গিল্‌বো—ছুঁড়ী একেবারে ভুঁড়ীর মধ্যে চ'লে যাবে।

২য় সৈ। চালাকি ক'র্ত্তে হবেনা—কোথায় আছে বার ক'রে দাও ব'লছি!

কালি। কেন বাবা জুলুম ক'চ্ছ? সত্যি কথা শোন—তাকে অনেকক্ষণ হজম ক'রে ফেলেছি!

১ম সৈ। তুমি কে? এখানে কি ক'চ্ছিলে?

কালি। পরিচয় তো পেয়েছ বাবা—তোমাদেরই আপনার লোক! তোমার পিতেমহীকে কবরস্থাত ক'রে—এখন তোমার চাচীকে নিকে কর্ব্বার জন্যে এইখানে অপেক্ষা ক'চ্ছি!

২য় সৈ। আচ্ছা—সে ছুঁড়ীর কথা না বল,—সম্রাট্ দারা কোথায় জান?

কালি। হ্যাঁ—জানি—এইতো এতক্ষণ তাঁ'র সঙ্গে কথা কইছিলুম!

১ম সৈ। বল কি? কোথায়—কোথায়? দেখিয়ে দাও দিকি—তোমাকে অনেক টাকা বখ্‌শিস্ দোবো।

২য় সৈ। শুধু বখ্‌শিস্? সম্রাট্ সেকেন্দার শার কাছে অনেক খাতির পাবে!

কালি। বটে? খাতির পাব? বখ্‌শিস্ পাব? আর তোমাদের নানীকে? তাকে চাই যে বাবা!

১ম সৈ। আ মর্—আমাদের বুড়ী নানীর ওপোর তোর টাঁক কেন?

কালি। প্রেমের কথা কিছু বলা যায়না! তা'—এতে রাজী হও—তা'হ'লে এখুনি ব'লে দিচ্ছি—সম্রাট্ দারা কোথায় লুকিয়ে আছেন!

২য় সৈ। আচ্ছা—তোর পায়ে পড়ি—না—তোর কাজের পায়ে পড়ি! নানী—নানীই সই! এখন শিগ্‌গির বল্—দারা কোথায়?

কালি। এই দিকে এস। (সৈনিকদ্বয়ের নিকটে আগমন) ঐ যে দেখ্‌ছ—

উভয়ে। (নেপথ্যে চাহিয়া) কৈ—

কালি। আরে—ঐ যে—সেই ওখানে—

(জোরে দু'জনের মাথা ঠোকাঠুকি করিয়া দিয়া বেগে পলায়ন)

উভয়ে। উহু—হু—হু—শালা মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে গেছে রে—ধর্ ধর্ শালাকে—আজ কেটেই ফেল্‌বো (পশ্চাদ্ধাবন)

(জনৈক দরবেশের প্রবেশ)

গীত।

এই দুনিয়ার শেষ এখানে।
কর্ম্মপথ ঘুরে—শ্রান্ত নারী-নরে,—
(হেথা) লভে বিরাম অনন্ত শয়নে॥
ছিন্ন ভিক্ষাঝুলি সাথে শিরতাজ,
ধনী কি নির্ধনী—রাজা অধিরাজ,
ভুলি মান—ভয়—গৌরব—সমাজ,
ধূলামাঝে মিশে রহে একস্থানে॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক



আরবেলা—প্রান্তর।

ইস্‌মানি, পিন্দার ও দারার প্রবেশ।

ইস্। কি হ'ল পিন্দার? ও দিকটা দেখে এলে?

পিন্দার। দেখে এলুম। যাবার পথ কোন দিকেই নেই। চারিদিকে শত্রু ঘেরে দাঁড়িয়ে আছে।

দারা। (ভীত ও কম্পিতভাবে) তা'হ'লে—তা'হ'লে—কোথায়—কোথায়—কারও বাড়ীতে—কি কুটীরে আশ্রয় পাওয়া যাবে না?

ইস্। দেখ্‌লেন তো সম্রাট্—সেকেন্দার শাহের ভয়ে কেউ আপনাকে আশ্রয় দিতেও চাইলে না।

দারা। কোথাও যেতে পার্ব্ব না—কোথাও আশ্রয় পাব না? তা'হ'লে—তা'হ'লে—ইস্‌মানি—পিন্দার! আমার—আমার—কি হবে?

পিন্দার। কি হবে? সম্রাট্! হ'তে আর কি কিছু বাকী আছে? এখন নসীবের উপর নির্ভর ক'রে খোদার দয়ার ওপোর নির্ভর ক'রে—এই উন্মুক্ত প্রান্তরে ব'সে থাকুন। আর—কি হবে ব'লে ভাব্‌বেন না!

দারা। তা'র চেয়ে একবার যাওনা—সেকেন্দার শাহের কাছে গিয়ে বলনা,—সে যত টাকা চায় দিচ্ছি,—ইউফ্রেটিস্ নদী থেকে গ্রীক-সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান দিচ্ছি,—যুদ্ধ বন্ধ করুক্,—আমাকে ছেড়ে দিক্,—আমার স্ত্রী-পুত্রদের ফিরিয়ে দিক্,—আমার বাকী রাজ্যটুকু আমি নিয়ে থাকি। যাওনা—পিন্দার—যাওনা ইস্‌মানি—

পিন্দার। মার্জ্জনা ক'র্ত্তে আজ্ঞা হয় জনাব—এ প্রস্তাব আমরা শত্রুর কাছে গিয়ে—হীনতা স্বীকার ক'বে ক'র্ত্তে পার্ব্বনা! ইচ্ছা হয়—আপনি নিজে গিয়ে তাই ক'র্ত্তে পারেন।

ইস্। আর এ সময়ে এ প্রস্তাব করায় তো কোন ফল হবেনা সম্রাট্! সেকেন্দার-শাহ সমস্ত পারস্যরাজ্যটা জয় ক'রে ফেলেছে,—পারস্যের রাজ-ভাণ্ডার তা'র হস্তগত, রাজধানী তক্তইজাম্‌সেদ্ তা'র ইচ্ছায় ভগ্নস্তূপে পরিণত,--সে এখন পারস্যের সম্রাট্! আপনার এ সামান্য প্রস্তাবে--আপনাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ ক'র্ব্বে কেন সম্রাট্?

দারা। করুক্ না করুক্—তবু একবার প্রস্তাবটা ক'রেই দেখনা, একবার কাকুতি-মিনতি ক'রেই দেখনা,—একবার আমার অবস্থার কথাটা তা'কে বলই না! হয় তো তা'র মতি ফিরে যেতে পারে,—আমাকে দয়া ক'রে হয়তো—

ইস্। আর ব'ল্‌বেন না জাঁহাপনা—আপনার মুখে এসব কথা আর শুন্‌তে পারিনি! পিন্দারের মত এ কার্য্যে আমাকেও সম্পূর্ণ অক্ষম জান্‌বেন।

দারা। তোমরা যদি আমার এক্‌টা কথাও না শুন্‌বে,—এক্‌টা কাজও যদি তোমাদের দ্বারা না হবে, তা'হ'লে তোমরা দু'জন আমার কাছে র'য়েছ কেন? তোমাদের প্রাণেও তো ভয় হ'য়েছে—

পিন্দার। কিছুমাত্র নয় জনাব- প্রাণের ভয় কিছুমাত্র নয়! আমরা এ ঘৃণিত প্রাণ অনেকক্ষণ রণক্ষেত্রে বিসর্জ্জন দিতেম,—কেবল এখনও রেখেছি—আপনার জন্য,—আপনার মুখচেয়ে,—আপনাকে শেষ পর্য্যন্ত শত্রুহস্ত থেকে যদি কোন রকমে রক্ষা ক'র্ত্তে পারি,—সেই আশায়। যতক্ষণ সেই বিদেশিনী বীররমণী আপনাকে রক্ষা ক'চ্ছিলেন—ততক্ষণ আমরা যুদ্ধ ক'রে প্রাণ বিসর্জ্জন কর্ব্বার চেষ্টায় ছিলুম! কিন্তু—সে

অভাগিনী অকস্মাৎ ঘোড়া থেকে প'ড়ে শত্রুহস্তে নিহত হ'লে—আপনাকে নিরাপদ কর্ব্বার জন্য- আমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে এখানে আপনাকে নিয়ে কাপুরুষত্বের পরিচয় দিচ্ছি!

দারা। হায়-হায় কি হ'ল-কি হ'ল! এমন হবে—তা'তো স্বপ্নেও ভাবিনি! আমার এত সৈন্য—আমার রাজ্যে এত প্রজা,— আমার এত কর্ম্মচারী -কেউ আমার মুখ চাইলে না? কেউ এ বিপদে আমার রাজ্যরক্ষা ক'র্ত্তে পাল্লেনা? সকলে অম্লানবদনে বিদেশীর সঙ্গে যোগদান ক'ল্লে? এমন বিশ্বাসঘাতকতা ক'ল্লে?

ইস্। সমস্ত দোষটা প্রজার ওপোর দিচ্ছেন কেন সম্রাট্? বিপদে যথার্থই কেউ আপনার মুখ চাইলে না—এ কথা অস্বীকার করিনা! কিন্তু সম্পদে তো আপনি কা'রও মুখ চান্‌নি জনাব! প্রজাবর্গ নানা রকমে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হ'চ্ছিল, অন্নাভাবে সকলে মৃতপ্রায় হ'য়ে প'ড়েছিল— বলবান দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার ক'চ্ছিল; -সম্রাট্ হ'যে কখনো প্রজার দুঃখে আপনি কর্ণপাত করেননি, কখনো ভুলেও তা'দের দুঃখের প্রতিকার ক'র্ব্ব বলে আশ্বাস দেননি! কেবল নিজের সুখে—নিজের ভোগ-বিলাস নিয়ে উন্মত্ত হ'যেছিলেন! রাজ্য-শাসনের ভার একদল হীন স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীর ওপোর দিয়ে রেখেছিলেন,—যা'দের উপরওয়ালা হ'ল সেই নারকী কুক্কুর বিশা খাঁ! প্রজারা গতরে খেটে আধপেটা খেতে পেতোনা,—এর ওপোর অযথা করবৃদ্ধি,—সৈন্যরা যথাসময়ে বেতন পেতোনা—কাজেই তা'রা নিরীহ প্রজাদের লুঠপাঠ ক'রে নিত! সে অপরাধের কোন বিচারও হ'তনা! কারণ—তা'রা সৈন্যদল! সুতরাং—জাঁহাপনা! এই সমস্ত কারণে প্রজাদের মনে যে দারুণ বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত ছিল, সম্রাটের এই দুর্দ্দিনে সে বহ্নি ভীষণ আকারে চারিধারে ব্যাপ্ত হ'য়ে সাম্রাজ্য ছারখার ক'রে দিলে!

দারা। ঐ—ঐ—ঐ—কা'রা আস্‌ছে। কি হবে ইস্‌মানি—কি হবে পিন্দার?

পিন্দার। কিছু ভয় নেই সম্রাট্—আমরা জীবিত থাক্‌তে কেউ আপনার অঙ্গস্পর্শ ক'র্ত্তে পার্ব্বে না।

(কয়েকজন মাসিদন সৈন্যের প্রবেশ)

সৈ-গণ। এই যে—এই যে সম্রাট—এখানে পালিয়ে এসেছে—

ইস্ ও পিন্দার। সম্রাট্ একা নেই আমরাও আছি।

(সৈন্যগণের সহিত উভয়ের যুদ্ধ—দুই-চারিজন সৈন্যের পতন এবং অবশিষ্টের ইস্‌মানি ও পিন্দারের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)

দারা। (জানু পাতিয়া)—খোদা—খোদা—কখনো তোমায় ডাকিনি—আজ ডাকছি—আমায় রক্ষা কর—আমায় রক্ষা কর—

(বিশা খাঁর তরবারিহস্তে প্রবেশ)

বিশা। এই যে খোদা একেবারে জন্মের মতন রক্ষা ক'চ্ছেন—

(দারাকে তরবারি আঘাত)

দারা। মেবোনা—মেবোনা—এখনও আমি বাঁচ্‌তে পার্ব্ব—আর মেবোনা—খাঁ সাহেব—তোমাকে আমি কত ভালবাস্‌তুম খাঁ সাহেব—

বিশা। তোমায় না মাল্লে আমি যে তোমার সিংহাসনে ব'স্‌তে পার্ব্বনা—(পুনঃপুনঃ তরবারির আঘাত)

(হেপাস্তেনের প্রবেশ)

হেপা। (বিশা খাঁর তরবারি ধরিয়া) কি ক'চ্ছেন—কি ক'চ্ছেন খাঁ সাহেব—

দারা। ওঃ—(পতন ও মৃত্যু)

বিশা। যাক্—কার্য্য শেষ।

হেপা। ক'ল্লেন কি—ক'ল্লেন কি খাঁ সাহেব? এরূপ পিশাচের ন্যায় আচরণ আপনার? ভয়ার্ত্ত,—নিরাশ্রয়—বিপন্ন—শরণাগত সম্রাট্‌কে এরূপ পশুর মতন হত্যা ক'ল্লেন? ছি—ছি—ছি।

বিশা। খবরদার সাহেব! মুখ সাম্‌লে কথা কইবেন—আমার খুসী—আমি তাই ক'রেছি,—আপনি বল্‌বার কে?

হেপা। অবশ্য ব'ল্‌ব—সহস্রবার ব'ল্‌ব। আপনি পশু—না—না—পশুরও অধম—আপনি বিশ্বাসঘাতক—নরহন্তা—আপনি নারকী, কুক্কুর! আপনি অন্নদাতার সর্ব্বনাশ ক'রেও তৃপ্ত হন নি—আবার তা'কে হত্যা ক'ল্লেন। পিতৃহন্তা নরপিশাচ! সম্রাট্‌ যা' বলেন ব'ল্‌বেন,—আমি আজ স্বহস্তে তোমায় বধ ক'র্ব।

বিশা। কে কা'কে বধ করে দেখা যাক্—

(উভয়ের উভয়কে আক্রমণ)

(আলেকজান্দার, স্তাতিরা ও জোলসের প্রবেশ)

আলেক। (দারাকে নিহত দেখিয়া) একি—একি? হেপাস্তেন—খাঁ সাহেব? কে এ কাজ ক'ল্লে? (সম্রাটের শবদেহ পার্শ্বে উপবেশন)

স্তাতিরা। (দারার বক্ষে পড়িয়া) সম্রাট্‌! পারস্যের অধিপতি! স্তাতিরার জীবনসর্ব্বস্ব! তোমার এই পরিণাম? এত শাস্তি দিয়েও খোদা তৃপ্ত হ'লেন না? জোলস—জোলস—বাবারে আমার—আর আমাদের কিছু বাকী রইল না বাবা!

জোলস। (কাঁদিয়া) বাবা—বাবা—কে তোমায় এমন ক'রে মাল্লে বাবা? ওঠো বাবা—ওঠো—তুমি যে পালঙ্কের বিছানা না হ'লে শুতে পারনা বাবা! তবে ধূলোতে শুয়ে কেন বাবা? (আলেকজান্দারের প্রতি) ভাই—ভাই—না-না—সম্রাট্—

আলেক। (কাঁদিয়া জোলসকে কোলে লইয়া) সম্রাট্ আমায বলিস্ নি রে বালক—আমি সম্রাট্ নই—আমি রাক্ষস—আমি পিশাচ,—এ তো তোর একার পিতৃহত্যা হয়নি—এ যে আমারও পিতৃহত্যা! মা—মা—যা' হ'য়েছে—আর ফিব্‌বে না! আয মা—তোর স্বামীর শূন্য সিংহাসনে তোর এই বালককে বসিয়ে দিই,—তোর পারস্য সাম্রাজ্য আবাব তোকে ফিরিয়ে দিই,—তোর জ্যেষ্ঠপুত্রেব মত মহাসমারোহে—মহাসম্মানে তোর স্বামীর সৎকার করি,—তার পর হাসিমুখে—তোব আশীর্ব্বাদ আর পদধূলি মস্তকে ধাবণ ক'বে পারস্য হ'তে বিদায়-গ্রহণ ক'র্ব্ব!

বিশা। সম্রাট্—এ রাজ্য তবে কি আবার—

আলেক। চুপ্ কব খাঁ সাহেব! এ রাজ্য সম্রাট্পুত্রকে দোবো না তো কি তোমার মতন বিশ্বাসহন্তা কুক্কুরকে দোবো?

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

তক্ষশীলার রাজবাটীর উদ্যান।

আন্তি ও সদারাম।

আন্তি। তা'হ'লে তোমার এতে মত নেই ?

সদা। আজ্ঞে—কিছুতেই না। আপনি একটা এত বড় দেশের রাজা, তক্ষশীলার রাজাধিরাজ, আপনি মহারাজ পুরুর চেয়ে যে কিসে কম—তাওতো বুঝ্‌তে পারি না। তাঁর ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন—কিনা—মেয়ে ঘাড়ে ক'রে নিয়ে তাঁর রাজ্যে গিয়ে! কেন ? তিনি এখানে ছেলে নিয়ে এসে বিয়ে দিয়ে যান্ না। ক'নে কবে বিয়ে কর্ত্তে বরের বাড়ী যায় মহারাজ ? বরই তো বাপ ভাই খুড়ো জ্যাঠা আত্মীয়-স্বজন সঙ্গে ক'রে ক'নের বাড়ী বিয়ে ক'র্ত্তে উপস্থিত হয়!

আন্তি। কি জান মন্ত্রী—ব্যাপারটা তা'হ'লে তোমাকে বলি শোন। আমাদের ক্ষত্রিয়রাজাদের মধ্যে মহারাজ পুরুর বংশগৌরব সকলের চেয়ে অধিক। ভারতবর্ষের সকল রাজারাই পঞ্চনদের রাজবংশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন কর্ব্বার জন্য নিতান্ত উৎসুক। তাই ওখানে কন্যার বিবাহ দিতে আমার এত আগ্রহ।

সদা। তা' সে আপনি যা ভাল বুঝ্‌বেন তাই ক'র্ব্বেন। আমি আপনার মন্ত্রী—সুতরাং চিরদিন আপনাকে সুমন্ত্রণা দিতে আমি বাধ্য। আপনি মহারাজ পুরুকে যে রকম ভয়ভক্তি সম্মান করেন,—তা'তে লোকে আপনাকে তাঁ'র অধীনে সামান্য একজন করদ রাজা ব'লে মনে করে। এর ওপোর যদি মেয়ে নিয়ে সেখানে বিয়ে দিতে যান,—তা'হ'লে পাঁচ-জনের কাছে আমাদের তো মুখ রাখ্‌বার জায়গা থাক্‌বে না।

আম্ভি। বল কি ?

সদা। আর বল কি! লোকে কথায় বলে—"যাক্ মান থাক্ প্রাণ!" এখন মনে ক'চ্ছেন—মহারাজ পুরুর পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ হ'লে—আপনার বংশগৌরব বাড়বে,—কন্যাটীও আপনার খুব সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌বে!—কিন্তু বিবাহ হবাব দিনকতক পরেই বুঝ্‌তে পার্ব্বেন—কি ঝক্‌মারি ক'রেছেন! মেয়েটীর গলায় পাথব বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছেন!

আম্ভি। সে কি? অরিন্দম তো অর্পণাকে খুব ভালবাসে,—তবে মেয়ে আমার অসুখে থাক্‌বে কেন?

সদা। থাক্‌তেই হবে। আপনিই তো ব'ল্লেন—আপনার চেয়ে মহারাজ পুরুর বংশগৌরব অনেক বেশী। তা'হ'লেই বুঝুন,—বড় ঘরোয়ানা ব'লে তাঁ'র মনে নিশ্চয়ই যথেষ্ট অহঙ্কার আছে। সুতরাং পুত্রবধূ হ'লেও—তিনি যে আপনার মেয়েটীকে ছোট ঘরের মেয়ে ব'লে একটু অবজ্ঞার চ'ক্ষে দেখ্‌বেন,—সেটা কিছুতেই অস্বাভাবিক হ'তে পারেনা। আর তাঁর ছেলে—অরিন্দম? তিনিও তো "বাপ্‌কো বেটা!" মেয়েটী আপনার টুক্‌টুকে দেখে—একটু লোভে প'ড়ে,—কতকটা রূপমোহেও বটে—একটু প্রেম ভালবাসা দেখাচ্ছেন! তারপর মালা বদল হ'য়ে গেলেই—ব্যস্—

আম্ভি। মালা বদল হ'য়ে গেলে কি হবে ব'ল্‌ছ ?

সদা। দু'চারদিন—কি দশদিন বাদে আপনার জামাতার প্রেমটা পুরোণো হ'য়ে যাবে,—রূপের মোহটা কেটে যাবে, বংশগত অহঙ্কারটা আপনিই প্রাণের ভেতোর ঠেলে উঠ্‌বে,—কাজেই তখন তিনি বড় ঘরের ছেলে ব'লে আরও দু'দশটা ছোট ঘরকে কৃতার্থ কর্ব্বার চেষ্টায় ফির্‌বেন ! আর আপনার মেয়ে তখন পঞ্চনদের মহারাজাধিরাজ পুরুর মস্ত বড় রাজবাটীর একটা ছোটখাটো মহলে ব'সে ব'সে আপনার বংশগৌরবের বংশটা আকাশে গিয়ে ঠেকলো কিনা—তাই দেখ্‌বেন আর কি !

আম্ভি। ঠিক—ঠিক বলেছ মন্ত্রী ! ছি—ছি—ছি—ভারি অন্যায় ক'রেছি তো ! এ সম্বন্ধ স্থির কর্ব্বার পূর্ব্বে—একবার নিজেরও ভেবে দেখা উচিত ছিল, কিম্বা তোমার সঙ্গে পরামর্শটা ক'ল্লেই হ'ত !

সদা। ছেলে এখানে বিয়ে ক'র্ত্তে এলে মহারাজ পুরুর মানের লাঘব হবে, কিন্তু ছেলে যে এখানে যখন তখন আপনার আইবুড়ো মেয়েটীর সঙ্গে প্রেমালাপ ক'র্ত্তে অযাচিত—অনিমন্ত্রিতভাবে আস্‌ছেন,—তা'তে বুঝি পঞ্চনদের মহারাজের বংশমর্য্যাদা নষ্ট হয় না ?

আম্ভি। যথেষ্ট হ'য়েছে মন্ত্রী—আর আমায় লজ্জা দিও না ! আমি প্রতিশ্রুত হ'চ্ছি—এর বিহিত আমি নিশ্চয়ই ক'র্ব্ব। আর কিছুতেই তক্ষশীলার রাজবংশ-মর্য্যাদা নষ্ট ক'চ্ছি না !

সদা। সে আপনি বিবেচনা করুন মহারাজ ! আর একটা কথা,—আপনি হয় তো ভাব্‌তে পারেন—মহারাজ পুরুর আপনার অপেক্ষা অর্থবল—সৈন্যবল—লোকবল—অনেক বেশী ! যদি কোন কারণে তাঁ'র সঙ্গে বাদবিসম্বাদ হয়—তা'হ'লে তাঁকে পেরে উঠ্‌বেন না ! কেমন—এই তো কথা ?

আম্ভি। সেটাও একটা ভাব্‌বার কথা নয় কি ?

সদা। আমি ব'ল্‌ছি—সে জন্য ভাব্‌বেন না! ভগবান এতদিন পরে আপনার প্রতি বোধ হয় মুখ তুলে চেয়েছেন!

আস্তি। কি রকম—কি রকম?

সদা। ব্যস্ত হবেন না মহারাজ—ক্রমে জান্‌তে পার্ব্বেন।

(বিশোকের প্রবেশ)

সদা। কি খবর সেনাপতি?

বিশোক। আপনার কথাই সত্য। সম্রাট্‌ সেকেন্দাব শাহ—হিন্দুকোষ পর্ব্বত হ'তে অবতরণ ক'রে—সর্ব্বপ্রথম "জয়পুর" নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করেন।

আস্তি। কে—কে? সেকেন্দাব শাহ? তিনি কি ভারতে এসেছেন নাকি?

সদা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—মহারাজ—স্থির হ'য়ে সব শুনুন না। হ্যাঁ—তা'রপর সেনাপতি! সম্রাটের গতিবিধির কি খবর নিয়ে এলে শুনি।

বিশোক। প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার পদাতিক—পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধীশ্বর সম্রাট্‌ সেকেন্দার শাহ—যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যসম্ভার এবং আহার্য্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে "খাইবাব গিরিবর্ত্ম" অতিক্রম ক'রে প্রথমে পুষ্কলাবতী আক্রমণ করেন।

সদা। তা'রপর তো এক নিঃশ্বাসে সেকেন্দার শাহের পুষ্কলাবতী অধিকার এবং সেই সঙ্গে মূর্খ রাজা অস্তীশের ভবলীলার অবসান!

বিশোক। রাজা অস্তীশ আদর্শ বীরপুরুষ,—অযথা তাঁ'কে মূর্খ ব'লে তাঁ'র অসম্মান ক'র্ব্বেন না!

আস্তি। ও সমস্ত বাজে কথা রেখে দাও মন্ত্রী! আমার ভয়ে হাত-পা অবশ হ'য়ে আস্‌ছে। বল কি সেনাপতি? সেকেন্দার শাহ তা'হ'লে সত্যই ভারতে এসে প'ড়ল?

সদা। তা' ঈশ্বরেচ্ছায়—প'ড়লেন বই কি ?

আম্ভি। আমাকে এতদিন এ সমস্ত কথা জানাওনি কেন মন্ত্রী ? আমি তা'হ'লে একটা ব্যবস্থা ক'র্ত্তেম,—সকল রাজাদের কাছে গিয়ে—এ বিষয়ে একটা পরামর্শ ক'র্ত্তেম।

সদা। সেই জন্যই তো বলিনি মহারাজ !

আম্ভি। এ্যাঁ—বল কি ? প্রবল শত্রু আমার রাজ্য জয় ক'র্ত্তে আস্‌ছে, আর তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে র'য়েছ—আর আমাকেও নিশ্চিন্ত ক'রে রেখেছ ?

সদা। মহারাজ ! আমায় যখন আপনার মন্ত্রী ক'রেছেন—তখন নিশ্চয়ই আমার একটা কিছু না কিছু দেখে তবে ক'রেছেন। আমি যদি আপনার এই তক্ষশীলা রাজ্যটা নষ্ট করি—কিম্বা আপনার সর্ব্বনাশ করি—তাতে কি আপনার সুখবোধ হবে—না—আমার মন্ত্রীত্বের সুনাম বেরুবে ? আপনারা তো ঠাকুরমার গল্পের মতন কেবল শুনেই আস্‌ছেন—"ঐ সেকেন্দার শাহ এল—ঐ রাজ্য জয় ক'রে নিলে !"—এই রকম ক্রমাগত শুনে শুনে আপনাদের সেটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে,—সুতরাং সে বিষয়টা নিয়েও তো আর বিশেষ তোলাপাড়াও করেন না,—কাজেই আমিও চেপে ছিলুম।

আম্ভি। কিন্তু চেপে থাকার ফল হ'ল কি ? শত্রু যে একেবারে গৃহদ্বারে এসে প'ড়ল ? আশ্চর্য্য ব্যাপার ! আমি তোমাদের রকম-সকম তো কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না ! সেনাপতি ! তুমিও তো আমাকে এ সংবাদ কিছুই দাওনি !

বিশোক। কি ক'র্ব্ব মহারাজ ! মন্ত্রীমশাই আমাকে একেবারে আদেশ ক'ল্লেন যে, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে এই দণ্ডেই যেমন অবস্থায় আছ—সেই অবস্থায় বেরিয়ে সেকেন্দার শাহের সন্ধান নিয়ে এস। আমিও বুঝ্‌লেম—এ আদেশ নিশ্চয়ই আপনার।

সদা। মহারাজ! আমিও পালাইনি—আর শত্রুও এখনও আপনার রাজ্য আক্রমণ করেনি। হঠাৎ একেবারে এতটা উতলা হ'য়ে প'ড়েছেন কেন? একটা কিছু মতলব ঠিক না ক'রে কি আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছি? চলুন,—মন্ত্রণাগৃহে গিয়ে ব'সে—আপনাকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলিগে চলুন।

আম্ভি। তাই চল—তাই চল। বিশোক! সেকেন্দার শাহ এখন কতদূর—তা ঠিক জেনেছ?

বিশোক। পুষ্কলাবতী অধিকারের পর তিনি অন্ধক নামক নগরে উপস্থিত হন। অন্ধকনগরপাল বিনা রক্তপাতে সেকেন্দার শাহকে নগর সমর্পণ ক'রে—তাঁর বশ্যতা স্বীকার ক'রেছেন।

সদা। বুদ্ধিমান—বুদ্ধিমানের মতই কার্য্য ক'রেছেন! পারস্যসম্রাট্ দারার দুর্দ্দশার কথা শুনে সবারই আক্কেল হ'য়েছে,—সবাই আপনার আপনার সাম্‌লাবার উপায় ক'চ্ছে। মহারাজ! শাস্ত্রের কথাই হ'চ্ছে—শত্রু যদি প্রবল ও দুর্দ্ধর্ষ হয়—তা'র সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না ক'রে—বন্ধুত্বস্থাপন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য!

(অরিন্দমের প্রবেশ)

অরি। একি? বীরশ্রেষ্ঠ তক্ষশীলার অধীশ্বর মহারাজ আম্ভির প্রাসাদে ভারতসন্তানের মুখে একি কাপুরুষযোগ্য কথা? এমন পাপকথা কে উচ্চারণ করে?

সদা। আসুন—আসুন—রাজকুমার আসুন। কখন্ এলেন? এই আস্‌ছেন বুঝি? বিশ্রাম করুন—বিশ্রামাগারে চলুন।

আম্ভি। এস বৎস অরিন্দম! আজ এমন অসময়ে যে? কোন মন্দ সংবাদ আছে নাকি!

অরি। মন্দ সংবাদ কি আপনার কর্ণগোচর হয়নি মহারাজ? পররাজ্যাপহারী প্রবলপরাক্রান্ত মাসিদনপতি সেকেন্দার শাহ ভারত আক্রমণ ক'র্ত্তে অগ্রসর! বেগবতী গৌরীনদীতটবর্ত্তী সমৃদ্ধিশালী নগর—বিস্তীর্ণ জনপদ সকল বিধ্বস্ত কর্ব্বার পর তিনি অরা নামক স্থান আক্রমণ করেন। বীরবর অভীসারপতি অরাবাসিগণকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছিলেন বটে—কিন্তু কোন ফল হয়নি। সেকেন্দার শাহের বিপুলবাহিনীর অপ্রতিহত গতিরোধ ক'র্ত্তে ভারতসীমান্তপ্রদেশে সকলেই দেখ্‌ছি অসমর্থ হ'ল!

আম্ভি। অরিন্দম! আমরা এতক্ষণ সেই সম্বন্ধেই আলোচনা ক'চ্ছিলেম—

অরি। কিন্তু এরূপ আলোচনায় ফল কি মহারাজ? যে আলোচনায় শত্রু প্রবল হ'লে তা'র সঙ্গে মিত্রতাস্থাপনরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়,— সেরূপ ধর্ম্মবিগর্হিত—ন্যায়বিরুদ্ধ আলোচনার মধ্যে মহারাজ আম্ভির থাকা উচিৎ নয়!

আম্ভি। অরিন্দম! বালকের এত স্পর্দ্ধা ভাল নয়। তুমি আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে—আমারই মন্ত্রীর অপমান ক'চ্ছ?

সদা। আর সে অপমানটা যে আপনাকেও না করা হ'চ্ছে—তা বুঝ্‌ছেন কিসে মহারাজ?

অরি। আপনি আমার পিতৃতুল্য—আপনাকে কি আমি অপমান ক'র্ত্তে পারি মহারাজ? আর মন্ত্রী মহাশয়কেই বা কি অপমানসূচক কথা ব'লেছি—তাওতো বুঝ্‌তে পাল্লেম না!

আম্ভি। বুঝ্‌তে পার্ত্তে—যদি প্রাণে দাম্ভিকতাটা কিঞ্চিৎ কম থাক্‌তো! তা' নইলে তুমি বালক হ'য়ে আমাকে উচিৎ অনুচিত শিক্ষা দিতে এস!

অরি। শিক্ষা দিতে আসিনি মহারাজ—আপনাদের অনুচিত প্রসঙ্গের প্রতিবাদ ক'চ্ছি মাত্র!

আম্ভি। কি অনুচিত প্রসঙ্গ? প্রবলপরাক্রান্ত সেকেন্দার শাহের সঙ্গে মিত্রতাস্থাপনপরামর্শ অনুচিত?

অরি। শত সহস্রবার অনুচিত এবং অন্যায়। একথা আমি এখনও ব'ল্‌ছি এবং চিরকাল ব'ল্‌ব।

আম্ভি। (সক্রোধে) অরিন্দম!

বিশোক। মহাবাজ! মহারাজ! আপনাকে মিনতি ক'চ্ছি, ক্রোধ সম্বরণ করুন। রাজকুমার অরিন্দম আপনার পুত্রতুল্য, আপনার গৃহাগত অতিথি—আপনার ভাবী জামাতা,—তাঁ'ব প্রাণে ব্যথা দেবেন না!

আম্ভি। কেন? এত দম্ভ কিসের? তক্ষশীলার অধীশ্বর কি পঞ্চনদের মহারাজ পুরুর অধীন? তাই তোমরা পিতাপুত্রে আমাকে যখন তখন অপমানিত ক'র্ত্তে চাও?

অরি। আমি যদি বুদ্ধিদোষে আপনার কোনরূপ অমর্য্যাদা ক'রে থাকি,—আমায় শত সহস্রবার তিরস্কার করুন। কিন্তু আমার পিতা আপনার তো কখনো কোনও অসম্মান করেননি মহারাজ!

বিশোক। না—না রাজকুমার! আপনার পিতা আমাদেব মহারাজকে চিরদিন কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় স্নেহ করেন।

আম্ভি। চুপ কর সেনাপতি! মনে মনে মহারাজ পুরু আমাকে চিরদিনই অবজ্ঞা করেন তা আমি জান্‌তে পেরেছি,—এইবার কার্য্যেও সেই ভাব প্রকাশ কর্ব্বার ব্যবস্থা ক'রেছেন! কিন্তু তা' সহজে আর ক'র্ত্তে দিচ্ছি না। বিশোক! তুমি মহারাজ পুরুকে গিয়ে ব'লে এস,—যদি তিনি আমার কন্যার সহিত তাঁ'র পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন, তা'হ'লে তিনি পুত্রকে নিয়ে আমার রাজ্যে এসে সে শুভকার্য্য সম্পন্ন

ক'রে যাবেন। আমি আমার কন্যাকে তাঁ'র রাজ্যে বহন ক'রে নিয়ে যাব না।

অরি। মহারাজ! অনর্থক এ প্রস্তাবে প্রয়োজন কি? পিতা কখনই এ অন্যায় প্রস্তাবে স্বীকৃত হবেন না!

আম্ভি। তোমাদের সকল কথাই ন্যায়সঙ্গত,—আর আমার সমস্তই অন্যায? ভাল—তোমার পিতা যদি এ অন্যায় প্রস্তাবে সম্মত না হন,—তা'হ'লে তোমার অদৃষ্টে অর্পণা-লাভ নাই!

অরি। তা আমি জানি মহারাজ!

আম্ভি। যাও সেনাপতি—পঞ্চনদের অধীশ্বরকে আমার অভিপ্রায় এই দণ্ডেই ব্যক্ত ক'রে এস। পরে তোমার অন্য আবশ্যকীয় কার্য্য আছে।

বিশোক। মহারাজ—দাসের অনুরোধ—

আম্ভি। তোমার অনুরোধ আমি গ্রাহ্য করি না। তুমি এখুনি আমার আদেশ পালন কর্ব্বে কিনা?

সদা। সেনাপতির কি মাথা খারাপ হ'ল নাকি? মহারাজের আজ্ঞা অবহেলা ক'চ্ছ? কি আশ্চর্য্য! যাও—এখুনি যাও—মহারাজ পুরুকে আমাদের মহারাজ যা ব'ল্‌ছেন—কেবল তাই ব'লে এস,—অন্য কোন কথা সেখানে কোয়োনা!

বিশোক। যে আজ্ঞে। [আম্ভি, বিশোক ও সদারামের প্রস্থান।

অরি। এ অসম্মানের কারণ কি? পঞ্চনদের রাজপুত্র আমি—অযাচিত অনিমন্ত্রিত হ'য়ে এখানে আসি,—এই জন্যই কি আজ এত অপমান? নিশ্চয়ই তাই! আর নয়, যথেষ্ট শিক্ষা হ'য়েছে! আর অর্পণার সঙ্গে সাক্ষাতেরও প্রয়োজন নাই!　　(প্রস্থানোদ্যত)

(অর্পণার প্রবেশ)

অর্পণা। মার্জ্জনা কর—কুমার!

অরি। কা'কে অর্পণা? কা'র অপরাধের মার্জ্জনা চাও?

অর্পণা। আমাকে। আমার জন্যই আজ তোমাব এই লাঞ্ছনা!

অরি। তোমার কোন দোষ নাই। দোষ সম্পূর্ণ আমার। আমি স্বেচ্ছায় সাধ ক'রে—স্বহস্তে নিজের অপমানিত হবাব পথ প্রস্তুত ক'বেছিলুম, আজ হাতে হাতে তা'রই ফললাভ হ'ল! আমার যথেষ্ট হ'য়েছে অর্পণা,—আমি চল্লেম। তোমাব সঙ্গে আজ হ'তে আমার সম্বন্ধ শেষ!

অর্পণা। এঁ্যা—তা' কি সম্ভব?

অরি। অসম্ভবই বা কি?

অর্পণা। এত ভালবাসার এই পরিণাম রাজকুমার?

অরি। অর্পণা! তুচ্ছ প্রেমের জন্য আমি আত্মমর্য্যাদা, পিতৃসম্মান, বংশগৌবব অনেক নষ্ট ক'বেছি। কিন্তু আর নয়। তোমায ভালবেসে, তোমার মনস্তুষ্টি করা অপেক্ষা, ক্ষত্রিয়সন্তান আমি, আমাব মনুষ্যোচিত সহস্র কর্ত্তব্য আছে—

(আস্তির পুনঃপ্রবেশ)

আস্তি। অর্পণা! কুমারী কন্যার এতটা স্বাধীনতাগ্রহণ ভাল নয়। যাও—অন্তঃপুরে সঙ্গিনীদের সঙ্গে আমোদপ্রমোদ কর।

অর্পণা। পিতা! অরিন্দমকে—

আস্তি। প্রগল্‌ভা বালিকা! বড় আদর পেয়ে মাথায় উঠেছ দেখ্‌ছি! (অর্পণার হস্ত ধারণপূর্ব্বক) অরিন্দম! ইচ্ছা হয়—তুমি আমার বিশ্রামকক্ষে গিয়ে ব'স্‌তে পার—

অরি। আমি প্রায়শ্চিত্ত ক'র্ত্তে চ'ল্লেম।

[একদিক দিয়া আস্তি ও অর্পণার
এবং অন্যদিক দিয়া অরিন্দমের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুতট—আলেকজান্দারের শিবির।

আলেকজান্দার, কালিস্থানি, হেপাস্তেন, বিশা খাঁ, রক্ষণা ও গ্রীক্ সৈন্যগণ।

আলেক। বন্ধুবর হেপাস্তেন! তোমার ঋণ আমি এ জীবনে পরিশোধ ক'র্ত্তে পার্ব্ব না। তুমি যদি সিন্ধুবক্ষে এই অপূর্ব্ব নৌ-সেতু প্রস্তুত না ক'রে রাখ্তে,—তা'হ'লে এই ভীষণ নদী পার হ'য়ে আমরা সসৈন্যে কখনই এস্থানে আস্তে সক্ষম হ'তেম না! সত্য ব'ল্‌ছি কালিস্থানি! হেপাস্তেন না থাক্‌লে আমি কখনই সমস্ত প্রদেশে জয়লাভ ক'রে নিরাপদে এতদূর পৌঁছুতে পার্ত্তেম না!

কালি। আমাকে আর ও কথা নতুন ক'রে কি শোনাচ্ছ সম্রাট্? ছেলেবেলা থেকে দেখ্‌ছি—তোমাকে ও ডানা ঢাকা দিয়ে রেখে আস্‌ছে। ঐ জন্যেই তো কখনো কখনো ওকে আমি "আলেকজান্দারের মাসী" ব'লে ডাক্‌তেম—

হেপা। (হাসিয়া) কালিস্থানি! তোমার কি চিরদিনই একভাবে গেল? এত দেশ বেড়িয়ে এসেও তোমার কিছু পরিবর্ত্তন হ'ল না?

কালি। কিন্তু একটা বিষয়ে আমি চিরদিন তোমার ওপোর চটা হেপাস্তেন!

আলেক। কোন্ বিষয়ে কালিস্থানি?

কালি। সব ভাল ছোক্‌রার,—তবে ছেলেবেলা থেকে বড় বেরসিক, —কেমন কাষ্ঠ কাষ্ঠ ভাবং যখুনি একটু আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা

হবার উপক্রম হয়,—অমনি সেখানে এসে এমন একটা কাজের কথা ফেলে দেয়—ব্যস্—তখুনি সব মাটী !

রক্ষণা। ঠিক ব'লেছেন সাহেব! আমিও বরাবর তাই লক্ষ্য ক'চ্ছি। সম্রাট্ এত পরিশ্রমের পর সকলকে একটু বিশ্রাম কর্ব্বার জন্য আদেশ ক'রেছেন—হেপাস্তেন সাহেবের প্রাণে তা' সহ্য হ'ল না,—এ সময়েও আবার একটা কি যুদ্ধের পরামর্শ ক'র্ত্তে এসেছেন !

আলেক। হেপাস্তেন! সকলের যখন তোমার বিরুদ্ধে একমত, তখন এস ভাই—একটু আমোদ আহ্লাদ করি।

হেপা। স্বচ্ছন্দে আপনি আনন্দ করুন সম্রাট্—কিন্তু এটা স্মরণ রাখ্‌বেন, যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকা কোনমতেই কর্ত্তব্য নয়। বিশেষতঃ এখন আমরা শত্রুর মাঝখানে বাস ক'চ্ছি! ভারতবর্ষের সকল স্থানই আমাদের অপরিচিত! এই রাত্রিকালে অকস্মাৎ কোথা দিয়ে এসে যদি শত্রুদল আমাদের আক্রমণ করে,—তখন সকলেই আমোদে উন্মত্ত থাক্‌লে—আমাদের অবস্থা কি হবে—ভাবুন দেখি সম্রাট্ ?

বিশা। সে বিষয়ে আপনাকে চিন্তা ক'র্ত্তে হবে না সাহেব! আমি সে সম্বন্ধে সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছি! ইচ্ছা হয়—দেখ্‌তে পারেন, সমস্ত সৈন্যরা বিশ্রাম ত্যাগ ক'রে রাত্রিকালে সশস্ত্রে সতর্ক হ'য়ে র'য়েছে। সমস্ত সেনা-নায়কদের আমি ছাউনির চারিধারে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ক'রে রেখেছি।

হেপা। উত্তম কাজই ক'রেছেন খাঁ সাহেব! আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ !

আলেক। তা'হ'লে এইবার বোসো—একটু বিশ্রাম কর—আমোদ কর—আমি স্বহস্তে তোমায় সিরাজি ঢেলে দিচ্ছি—পান কর—

রক্ষণা। আমি থাকতে আপনি দেবেন কেন সম্রাট্? বাঁদীকে আদেশ করুন।

হেপা। সম্রাট্! একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি! এই অল্পদিনের মধ্যে আপনার এরূপ পরিবর্ত্তন হ'ল কেমন ক'রে?

আলেক। কি পরিবর্ত্তন ভাই?

হেপা। এই যখন তখন মদ্যপান!

আলেক। কেন—তা'তে দোষ কি হেপাস্তেন?

হেপা। বীরশ্রেষ্ঠ—পণ্ডিতাগ্রগণ্য—বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্দারকে মদ্যপানের অপকারিতা যদি বুঝিয়ে দিতে হয়—তা'হ'লে এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আমার কিছুই নেই সম্রাট্! তবে আমার এইমাত্র মিনতি, মিত্ররূপী শত্রুর পরামর্শে এ দেবদুর্লভ সুন্দর দেহখানি যেন বিষপানে অকালে না নষ্ট হয়,—সেদিকে একটু লক্ষ্য রাখ্‌বেন!

[হেপাস্তেনের প্রস্থান।

কালি। চিরকালই ঐ একরগ্‌গা! ঐ রকমটা আমি তো মার পেট থেকে প'ড়ে দেখ্‌ছি! উচিৎ কথা মুখের ওপোর ক্যাঁট্ ক্যাঁট্ ক'রে ব'ল্‌বেই।

আলেক। কিন্তু এটা হেপাস্তেনের উচিৎ কথা হয় নি কালিস্থানি!

বিশা। বুঝ্‌লেন না সম্রাট্! ওটা আমাকেই ইঙ্গিত ক'রে অপমান করা হ'ল! আমিই আপনাকে সিরাজি পান করাতে অভ্যাস করিয়েছি কি না!

আলেক। তোমাকে অপমান করে কার সাধ্য বিশা খাঁ? তুমি আমার অন্তরঙ্গ সুহৃদ,—তুমি পারস্যের সম্রাট্, আমার অনুরোধে আমাকে সাহায্য ক'র্ত্তে আমার সঙ্গে ভারত অভিযানে এসেছ! তোমাকে অপমান ক'র্ব্বে হেপাস্তেন? সাধ্য কি?

কালি। তা' বই কি! হেপাস্তেনের বাবার সাধ্য কি? আপনি খাঁ সাহেব,—সম্রাটের শুক্‌নো কাঠে রসসঞ্চার করিয়েছেন আপনি,—সম্রাট্‌কে মন্ত্রও ধরিয়েছেন, টুক্‌টুকে ভগ্নীটীকেও গছিয়েছেন,—আপনি শুধু পারস্যের সম্রাট্‌ কি,—আপনি দু'দিন পরে—খোদ মাসিদনের সিংহাসনে ব'স্‌বেন গিয়ে।

আলেক। কি বল খাঁ সাহেব! কালিস্থানির অতি সরল অন্তঃকরণ—অতি সুন্দর প্রকৃতি!

বিশা। তা' বটে—তা' বটে! হাজার হোক্‌—সম্রাটের বাল্যবন্ধু কিনা! সাহেব। আপনিও একটু সিবাজি পান করুন!

কালি। আরে বাপ্‌রে! আমরা ছোট খাট্টো মনিষ্যি—একসঙ্গে দুটো চারটে সুধা পান ক'বে হজম ক'রতে পার্ব্ব কেন?

রক্ষণা। আবার কি সুধা এখানে পেলেন সাহেব?

কালি। সাক্ষাৎ সুধার হিমালয় পর্ব্বত তুমি সাম্‌নে রয়েছ—আবার সুধার অভাব কি? প্রথমে—তোমার রূপসুধা তো ক'দিন ধ'রে ক্রমাগত পান ক'রে ক'রে সর্দ্দি কাশি জন্মে গেল! তারপর—তোমার বাক্যসুধা,—সে তো ঘুচ্ছি ফিচ্ছি—আর দু'চার ঝলক পান ক'চ্ছি! এইবার এখন একটা পাত্র সঙ্গীত-সুধা পান ক'র্ত্তে পেলেই—পেট দম্‌সম্‌ ক'রে—ঢেঁকুর তুল্‌তে তুল্‌তে ঘরে যাই।

আলেক। গাও রক্ষণা—একটা প্রেমের সঙ্গীত গাও! তুমি জাননা—আমার বন্ধু কালিস্থানি বড় প্রেমিক!

রক্ষণা। তা' কথাবার্ত্তায় বুঝ্‌তে পাচ্ছি সম্রাট্‌!

কালি। পাচ্ছ নাকি? তা'হ'লে বল,—এইবেলা মুড়িসুড়ি দিয়ে স'রে প'ড়ি!

আলেক। কেন? স'রে প'ড়বে কেন?

কালি। তা' জাননা সম্রাট্? মেয়েমানুষ একদঙ্গল পুরুষের মাঝখানে প্রেমিক ব'লে যা'কে ঠাওর ক'রে ফেলেন,—তা'কেই বাগে পেলে থাবা মার্‌বার চেষ্টায় ফির্‌তে থাকেন!

বিশা। কথাটা নিতান্ত মন্দ বলেন নি সাহেব! যাক্—ও সব বাজে কথা ছেড়ে,—রক্ষণা! তুমি একখানি গান গাও। সম্রাটের শোন্‌বার বাসনা হ'য়েছে। সম্রাট্! আমি ইত্যবসরে একবার দেখে আসি,—রাজা আম্ভিব কাছ থেকে যে গুপ্তচরের আস্‌বার কথা ছিল,—সে এসে পৌঁছুলো কিনা! [প্রস্থান।

কালি। একে একে সবাই স'র্‌ছে—আমিও তা'হ'লে বাড়ীমুখো হ'ই না সম্রাট্!

আলেক। সে কি! তুমি কোথায় যাবে? তুমি বোসো—বোসো! এই ব'ল্লে—একখানা গান শুন্‌বো!

কালি। না শোনালে আর কি ক'চ্ছি বলুন? সুন্দরীকে তো অনেকক্ষণ ধ'রেই খোসামোদ ক'চ্ছি—

রক্ষণা। আপনিই তো বাজে কথা কইছেন সাহেব!

কালি। আচ্ছা—এই চুপ্ ক'ল্লেম!

রক্ষণা।— গীত।

যত সাধো যাচো তবু দিব না তো প্রাণ।
যাও চ'লে যাও, কেন মিছে কর ভাণ—
(মিছে প্রণয়ের ভাণ)॥
দেখি, কথায় কথায় তোমার আঁখিকোণে জল,
জানি হে জানি সে নারীধরা কল;
তোমার, সকলিতো ছল,
প্রাণে পোরা গরল,—
পায়ে ঠেলে যাবে চ'লে হ'য়ে কুলমান॥

আলেক। বাঃ—অতি চমৎকার! কি বল কালিস্থানি?

কালি। সম্রাট্! এক কাজ করুন! লড়ায়ে অস্ত্রশস্ত্র—সৈন্যসামন্ত নিয়ে গিয়ে দরকার নেই! শত্রুর মাঝখানে সুন্দরীকে দু'পাত্র সিরাজি টানিয়ে ছেড়ে দিন,—শত্রুর চোদ্দপুরুষ একেবারে জখম হ'য়ে প'ড়বে!

রক্ষণা। সম্রাট্! আপনার আহার প্রস্তুত হ'ল কিনা দেখি!

[রক্ষণার প্রস্থান।

কালি। একটা বাহাদুরী তোমার খুবই দেখ্‌ছি সম্রাট্—

আলেক। কি বল দেখি?

কালি। এই ঘটী ঘটী সিরাজিগুলো পেটে পুরছো,—এই বিষের খনি মেয়েমানুষটী ঘাড়ে ক'রেছ,—অথচ যুদ্ধ ক'চ্ছ,—লড়াই জিত্‌ছ,—এতগুলো বাঘভাল্লুকদের নিয়ে চবিয়ে বেড়াচ্ছ,—সকল দিকে চোখ বেখেছ! আমার ধারণা ছিল,—মদ-মেয়েমানুষে লিপ্ত হ'লে মানুষ কোন কাজই ক'র্ত্তে পারে না! সত্য ব'ল্‌ছি,—তুমি এত পার কি ক'রে বুঝ্‌তে পারি না!

আলেক। তা' জানি না। তবে আমার বিশ্বাস,—যে পারে, সে সব কাজই পারে; যে পারেনা,—সে কোনও কাজই পারেনা। যাক্—তোমায় তখন জিজ্ঞাসা করা হয়নি! ভারতবর্ষ তো বেড়িয়ে এলে,—কি রকম বুঝ্‌লে বল দিকি? এতকালের বিজয়গৌরব,—এতদিন ধ'রে যে সুনাম অর্জ্জন ক'রেছি, ভারত আক্রমণ ক'রে কি তা' অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে পার্ব্ব?

কালি। যখন ঠেলেঠুলে এতদুর এসেছ সম্রাট্—তখন ভারতবর্ষ তোমায় জয় ক'র্ত্তেই হবে! তা' নইলে—তোমার এ আড়ম্বর ক'রে অভিযান—সমস্তই বাজে! সম্রাট্! স্বর্গ কখনো দেখেছ?

আলেক। স্বর্গ দেখ্‌ব কি কালিস্থানি?

কালি। স্বর্গ আকাশে কিম্বা অন্য কোন গ্রহলোকে নেই,—আসল স্বর্গ হ'ল এই ভারতবর্ষ! এ ভারতবর্ষ আমাদের দেশের মত মাটীর তৈরি নয়! এর হিমালয় পর্ব্বত থেকে বরাবর কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত চ'লে যাও,—দেখ্‌বে চাদ্দিকে সোণা দিয়ে মোড়া র'য়েছে। এ ভারতবর্ষ তুমি জয় ক'র্ব্বে না?

আলেক। নিশ্চয়ই ক'র্ব্ব কালিস্থানি! সেইজন্যেই তো এত কষ্ট ক'রে রাজ্য-সিংহাসন ছেড়ে,—জননী জন্মভূমিকে পরিত্যাগ ক'রে বেরিয়েছি!

কালি। এ স্বর্ণপ্রসূ ভারতের প্রাকৃতিক শোভার দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌লে মনে হবে,—বিধাতা এ দেশ কেবল সুখভোগের জন্যই সৃষ্টি ক'রেছেন! ছ'টা ঋতু সমভাবে বিরাজ ক'চ্ছে,—এটাই একটা অদ্ভুত ব্যাপার! আরে ছ্যাঃ—এ ভারতের তুলনায়—আমাদের দেশগুলোকে ভদ্রলোকের দেশ ব'লে মনে হয়না!

আলেক। তা' ব'লে নিজের জন্মভূমির নিন্দা কোরোনা!

কালি। আরে রেখে দাও তোমার জন্মভূমি! এ ভারতবর্ষটা যদি দখল ক'রে ফেল্‌তে পার,—তা'হ'লে এখানে দু'দশদিন বাস ক'ল্লে—তুমি তখন নিজেই নিজের জননীকে ভুল্‌বে—জন্মভূমি ভুল্‌বে! ব'ল্‌ব কি সম্রাট্‌,—আমাদের দেশে মাগীমদ্দে প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে—কত যত্ন কত চেষ্টা ক'রেও নিজের নিজের পেটভরা খোরাক্‌টা সকল সময় পায়না! আর এই ভারতবর্ষ দেশটায়—হাতের কাছে খাবার প'ড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে—নষ্ট হ'চ্ছে! লোকে খেয়ে দেয়ে নষ্ট ক'রেও ফুরুতে পারে না!

আলেক। বল কি? ভারতবর্ষ এমন স্থান?

কালি। একমুখে আর কত ব'ল্‌ব বল! চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে একটা

জ্যায়গায় গিয়ে প'ড়লুম,—সেটার নাম বঙ্গদেশ,—সে তো একেবারে স্বপ্নরাজ্য! হেলায় অশ্রদ্ধায় চারটী শস্য তা'র মাটীতে ছড়িয়ে দাও, অম্‌নি দু'দিন চারদিন বাদে দেখ্‌বে চারাগাছ গজিয়ে উঠেছে। বনের ভেতোর চুপ্‌ ক'রে গিয়ে ব'সে থাক,—গাছ থেকে ঝুপ্‌ঝাপ্‌ ক'রে খাবার প'ড়ছে! তাই দুটো চারটে খেলে পেট তো ভ'র্‌বেই,—তা'র ওপোর চেহারাটা যেন দেবতার মতন হ'য়ে যাবে। সম্রাট্! এই ভারতবর্ষ যদি জয় ক'রে নিয়ে একবার গেড়ে ব'স্‌তে পার,—তা'হ'লে শুধু তোমার গ্রীস-মাসিদন রাজ্য নয়,—সমস্ত পৃথিবীর লোককে খাইয়ে পরিয়ে—ধনদৌলত দিয়ে বড়মানুষ ক'রে ফেল্‌তে পার্ব্বে।

আলেক। বল কি? আমার যে যথার্থই বিশ্বাস হ'চ্ছে না?

কালি। বিশ্বাস আমারও আগে হ'যেছিল কি সম্রাট্? আমাদের এ সমস্ত অঞ্চলের লোকেরা আহাঁরের মধ্যে জানে কেবল জানোয়ার-গুলোকে ধ'রে ধ'রে সিদ্ধ ক'রে—না হয় পুড়িয়ে—বড় জোর একটু সমুদ্রের নোণা জল মিশিয়ে খেতে! সুতরাং, স্বর্গের অমৃতফল কিম্বা সুধা ব'লে কোন জিনিস এ পৃথিবীতে থাকৃতে পারে,—তা'রা কেমন ক'রে কল্পনা ক'র্ব্বে বল। শুধু কি আহার্য্যদ্রব্য—সম্রাট্? সোণা রূপো হীরে মুক্তো—ভারতে এত বেশী যে, বোধ হয় সমস্ত পৃথিবীর একত্র ক'ল্লেও তা'র অর্দ্ধেক হয়না!

আলেক। সে তো বুঝ্‌লেম কালিস্থানি! তা'হ'লে ভারতবর্ষের অধিবাসীরা তো নিশ্চয়ই মহাপরাক্রমশালী!

কালি। নিশ্চয়ই। সকলেই ক্ষমতাবান;—তা'র ওপোর পাহাড়-পর্ব্বত নদনদী বিধাতা এম্‌নি ভাবে সাজিয়ে রেখেছেন—যে, সেখানকার লোকেরা অতি অল্প চেষ্টায় শত্রুকে বিতাড়িত—বিনষ্ট ক'র্ত্তে পারে!

আলেক। তা'হ'লে তো ভারতবিজয় দুঃসাধ্য!

কালি। খুব সুসাধ্য সম্রাট্! কোন রাজ্যজয় এত সুসাধ্য নয়।

আলেক। কিসে বুঝ্‌লে?

কালি। একটা প্রধান জিনিসের সেখানে ভারি অভাব দেখে এসেছি সম্রাট্—তাইতেই আমার আশা,—ভারতবর্ষ তোমারই জন্য বিধাতা সাজিযে রেখেছেন। সেটা কি জিনিস জান সম্রাট্? সে জিনিস—একতা! প্রথমতঃ নিজের দেশের ভেতোর, নিজের জাতির ভেতোব,—আপনারাই মনগড়া একটা জাতিভেদের নিয়ম ক'রে—নিজেদের ছত্রিশভাগে বিভক্ত ক'রেছে। সেই সূত্র ধ'রে - ভারতবর্ষের মতন একটা বিশাল রাজ্য - ছত্রিশটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হ'য়ে প'ড়েছে। এই থেকেই পরস্পব পবস্পরেব শত্রু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! কেউ কা'বও ভাল দেখ্‌তে পাবেনা! এ টাঁক্‌ছে—কিসে ওর সর্ব্বনাশ হয,—ও টাঁক্‌ছে কিসে এ অধঃপাতে যায়!

আলেক। আর ঐ যে বঙ্গদেশের কথা ব'ল্‌লে,—সেখানকার অধিবাসীরা কি রকম?

কালি। তা'রা সবাব ওপোরে। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে দেখেছি,—এক রাজ্যের লোক অপর রাজ্যের লোকের শত্রু,—এ বঙ্গবাসীরা নিজেরাই নিজেদের শত্রু। সহোদর সহোদরের শত্রু, - পিতা পুত্রের শত্রু,—স্বামী স্ত্রীর শত্রু,—স্ত্রী স্বামীর শত্রু। কাজেই বুঝে দেখ,—এদের রাজ্য জয় ক'র্ত্তে হ'লে—অস্ত্রশস্ত্রের আবশ্যক নেই,—কেবল দুই গালে চারটী ক'রে চপেটাঘাত ক'ল্লেই—তা'রা মাথায় ক'রে নিয়ে গিয়ে নিজেদের সিংহাসনে তোমাকে বসিয়ে খাতির ক'র্ত্তে সুরু ক'র্ব্বে।

আলেক। সেকি? শুনেছি তো ভারতবাসীরা খুব সুসভ্য—রণকৌশলী—বিদ্বান - বুদ্ধিমান—

কালি। তা' সমস্তই সত্য। ভারতবাসীর বাড়ী—ঘরদোর—রাস্তা-

ঘাট—পোষাক-পরিচ্ছদ—আহারবিহার,—এ সমস্ত দেখ্‌লে মনে হবে যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষেরা যখন বনে বনে উলঙ্গ হ'য়ে গাছের তলায় বাস ক'রে জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে খাবার কাড়াকাড়ি ক'রে খেতো,—তা'রও কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এরা সভ্য হ'যেছে! মনে হয়, এদের বিদ্যা-বিজ্ঞান-শাস্ত্রচর্চ্চা—সৃষ্টির প্রারম্ভকাল থেকেই আরম্ভ। এদের অস্ত্রশস্ত্র,— রণনীতি,—জ্যোতিষগণনা,—অঙ্কশাস্ত্র,— কাব্য — সঙ্গীত, সমস্তই অলৌকিক—অদ্ভুত! সম্রাট্! এই ভারতের তুলনা—ভারত! এর অন্য তুলনা নাই। এ ভারত তোমাকে জয় ক'র্ত্তেই হবে!

আলেক। তবে তুমি সেই ভারতের অন্তর্গত বঙ্গদেশের কথা কি ব'ল্‌ছিলে?

কালি। বল্‌ছিলেম—সেই দেশের লোকেদের কথা। এই বঙ্গবাসীদের সমস্ত গুণই আছে—অথচ থেকেও কিছু নেই। বাহুতে শক্তি, মস্তিষ্কে অমানুষিক বুদ্ধি,—তবুও এরা অকর্ম্মণ্য—অলসের একশেষ। ভাণ্ডারে অফুরন্ত আহারসামগ্রী,—অসংখ্য দুগ্ধবতী গাভী,—সুতরাং কেবল পেটপুরে আহার ক'চ্ছেন,—নরম বিছানায় আড় হ'যে প'ড়ে নিদ্রা দিচ্ছেন,—আর দেহের চর্ব্বি বৃদ্ধি ক'রে ক'রে জড়পদার্থের মতন কর্ম্মশূন্য, উদ্যমবিহীন—অলস হ'য়ে ব'সে আছেন।

আলেক। সত্য নাকি? তা'রা এমনি অপদার্থ? কোন কাজকর্ম্ম তা'দের নাই?

কালি। কিছু না—পেটপুরে আহারের অভাব নেই! কাজকর্ম্ম ক'র্ব্বে কেন? কেবল ঘরের মধ্যে ব'সে ব'সে নাকে নথপরা গৃহিণীর সঙ্গে প্রেমালাপ ক'চ্ছেন,—আর গব্যরসে পাক করা যত রকমের সন্দেশ রসগোল্লা সরপুরির শ্রেণীর মিষ্টান্ন প্রস্তুত হ'তে পারে,—তাই ফরমাজ দিয়ে তৈরী ক'রিয়ে গলাধঃকরণ ক'চ্ছেন!

আলেক। সৈন্যসামন্ত কিছু নেই? তা'হ'লে রাজ্যরক্ষা করে কিসে?

কালি। ননীর পুতুলের মতন—সোণার সিংহাসনে একটী রাজা ব'সে—ঐ রকমই কেবল মিষ্টান্ন আহার ক'চ্ছেন। আস্‌বাবের মতন পোষাক-পরিচ্ছদ আঁটা বিস্তর সৈন্য-সামন্ত আছে বটে,—কিন্তু যুদ্ধের কল্পনাও কেউ কখনো করেনা। সুতরাং—যুদ্ধ অভ্যাস কিম্বা ব্যায়াম করার কোনও আবশ্যকতাও কেউ বিবেচনা করেন না। সকলেই ভাব্‌ছেন,—চিরদিনটাই এই ভাবে যাবে—এ রাজ্য কেউ জয় ক'র্ত্তে আস্‌বে না। পাশাপাশি কোনও রাজার সঙ্গে একটু-আধটু ঝগড়া বিবাদ হ'ল,—তা' সে সব মেয়েরাই যাওয়া-আসা ক'রে মিটমাট্ ক'রে নিলে!

আলেক। কি আশ্চর্য্য! এরূপ কর্ম্মশূন্য হ'য়ে মানুষ জীবন ধারণ করে কি ক'রে?

কালি। এক কর্ম্ম আছে—যা' দিবানিশিই ক'চ্ছেন। পরের কুৎসা আর আপ্‌না-আপ্‌নি লোকের কিসে সর্ব্বনাশ করা যেতে পারে, তা'রই উপায় উদ্ভাবন!

আলেক। তা'হ'লে ত'—এ রাজ্য বিনাযুদ্ধে জয় হবে কালিস্থানি।

কালি। তা' নিশ্চয়—এ রাজ্য বিনা যুদ্ধেই জয় হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক



পঞ্চনদ—প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ।

মহারাজ পুরু ও অন্যান্য ভারতীয় রাজগণ।

পুরু। একি নৃপতিবৃন্দ? আপনারা সব চ'লে যাচ্ছেন কেন?

১ম-রা। আর কি ক'র্ব্ব মহারাজ? অনর্থক এখানে অবস্থান করায় লাভ কি?

পুরু। আসুন মন্ত্রণা-গৃহে—এ গুরুতর বিষয়ের একটা পরামর্শ করা তো উচিৎ?

১ম-রা। কিসের পরামর্শ ক'র্ব্ব বলুন মহারাজ? আমাদের সঙ্গে আপনার মত কিছুতেই যখন মিল্‌বে না,—তখন আর সে সম্বন্ধে পরামর্শ কি হ'তে পারে? সুতরাং আমরা বিদায় হ'লেম। (প্রস্থানোদ্যত)

পুরু। দাঁড়ান—দাঁড়ান মহারাজ! এখনও আমি আপনাদের অভিমত বুঝ্‌তে পারিনি। আপনারা তা'হ'লে কি ক'র্ত্তে চান?

১ম-রা। আমরা মূর্খতা প্রকাশ ক'র্ত্তে চাই না। প্রবল প্রতাপশালী দিগ্বিজয়ী বীর সেকেন্দার শাহ,—যিনি অবহেলে পারস্য জয় করেছেন,—যিনি ভারতের সীমান্ত-প্রদেশের সমস্ত রাজন্যবর্গকে পরাস্ত ক'রে—অনায়াসে তাঁ'দের রাজ্য করতলগত ক'রেছেন,—যিনি সমস্ত বাধা-প্রদান-কারীদের সমূলে বিনষ্ট ক'রেছেন,—সেই ক্ষত্রিয়ান্তকারী—পরশুরামতুল্য অজেয় সেকেন্দার শাহের সঙ্গে শত্রুতাচরণ ক'রে—আমরা নিজের রাজ্য-প্রজা, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, ধন-সম্পত্তি নষ্ট ক'র্ত্তে প্রস্তুত নই।

পুরু। তবে কি ক'র্ত্তে প্রস্তুত?

২য়-রা। সেকেন্দার শাহের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে দেশের কল্যাণ সাধন ক'র্ব্ব!

পুরু। তা'হ'লে আমার কাছে কি জন্য দলবদ্ধ হ'য়ে এসেছেন?

৩য়-রা। আপনি আমাদের অগ্রণী,—সুতরাং আপনাকে আমাদের মীমাংসার বিষয় একবার জ্ঞাপিত করা কর্ত্তব্য এবং আপনিও আমাদের কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন কর্ব্বেন—এই বিবেচনায় সকলে একত্র হ'য়ে আপনার কাছে উপস্থিত হ'য়েছিলেম।

পুরু। রাজন্যবর্গ! মার্জ্জনা ক'র্ব্বেন,—এখনও আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা,—আপনারা কি রহস্য ক'চ্ছেন—অথবা আমার মনোভাব পরীক্ষা কর্ব্বার জন্য এরূপ জঘন্য কাপুরুষযোগ্য প্রস্তাব ক'চ্ছেন? আপনারা কি ব'ল্‌ছেন? ক্ষত্রিয়বংশে—রাজবংশে আপনাদের জন্ম,—ভারতমাতার সন্তান আপনারা,—হিন্দু আপনারা,—শত্রুভয়ে ভীত হ'য়ে আপনারা মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিতে বদ্ধপরিকর হ'য়েছেন? আপনাদের মস্তিষ্ক কি বিকৃত? ছি—ছি—ছি—এমন পাপকথা আর মুখে আন্‌বেন না! এ পাপচিন্তা যদি হৃদয়ে স্থান দিয়ে থাকেন,—তা'হ'লে তা'র কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করুন,—নইলে নরকেও আপনাদের স্থান হবেনা।

১ম-রা। মহারাজ! অনাহূত অতিথিদের আবাসে পেয়ে খুব সৎকার ক'চ্ছেন দেখ্‌ছি! এ আপনার মহত্ত্বের পরিচয় বটে!

পুরু। কে অতিথি আমার? স্বদেশ-দ্রোহী—ভারতমাতার কুসন্তান—দেশের কুলাঙ্গার,—ক্ষত্রিয়ের কলঙ্ক, অস্পৃশ্য যবনের পদলেহী, নরাধম কাপুরুষগণ,—তোমরা আমার অতিথি? তোমাদের পদার্পণে আমার রাজ্য কলুষিত, আমার প্রাসাদ অপবিত্র! তোমাদের সংস্পর্শে আমি অশুচি! যাও,—এই মুহূর্ত্তে আমার রাজ্য হ'তে দূর হও—নচেৎ আরও অধিক অপমানিত হবে!

২য়-রা। মহারাজ পঞ্চনদাধিপতি! একসঙ্গে অনেকগুলি শত্রুর সৃজন ক'র্ব্বেন না! শুধু বহিঃশত্রু সেকেন্দার শাহই আপনার ন্যায় ক্ষুদ্র পঞ্চনদের অধীশ্বরকে বিধ্বস্ত ক'র্ত্তে যথেষ্ট,—আবার সেই সঙ্গে চারিধারে স্বদেশী মিত্ররাজাদের শত্রুরূপে আপনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'র্ব্বেন না!

পুরু। তোমাদের ন্যায় হীনমতি কুলাঙ্গার কাপুরুষ—ভারতবর্ষের সকল রাজাদের বিবেচনা কোরোনা! আর যদি সত্যই তাই হয়,—যথার্থই যদি ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজাগণ—সেকেন্দার শাহের দাসত্ব ক'র্ত্তে সংকল্প ক'রে থাকেন,—তা'তেই বা কি? তক্ষশীলার অধীশ্বর ক্ষত্রিয়বীর আমার সোদরোপম মহারাজ আম্ভি আমার সহায়! আমরা দুই ভ্রাতায় মিলিত হ'য়ে মুহূর্ত্তমধ্যে সসৈন্য সেকেন্দার শাহকে হিন্দুকোষ পর্ব্বতের অপর পারে বিতাড়িত ক'রে দোবো!

(বিশোকের প্রবেশ)

বিশোক। সে আশাও পরিত্যাগ করুন মহারাজ! এই মহানুভব রাজন্যবর্গের ন্যায় মহাত্মা আম্ভিও সেকেন্দার শাহের অনুগত!

পুরু। এঁ্যা—সেকি—সেকি?

১ম-রা। কি তা' আপনিই বুঝুন—আমরা চল্লুম। শাস্ত্রে কি আর মিথ্যা বলে—"বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি।"

[রাজাগণের প্রস্থান।

পুরু। এঁ্যা—কি ব'লছ—কে তুমি?

বিশোক। আমায় চিন্‌তে পাচ্ছেন না মহারাজ? আমি তক্ষশীলার সেনাপতি!

পুরু। তুমি—তক্ষশীলার সেনাপতি? তুমি এই কথা আমার সম্মুখে এসে ব'ল্‌তে সাহস কর?

বিশোক। এ আমার নিজের কথা নয় মহারাজ—এ আমার অন্নদাতা প্রভুর কথা! সুতরাং প্রভুর কথা প্রভুর আদেশে আপনার নিকট জ্ঞাপিত ক'র্ত্তে—আমার সাহসের অভাব হবে কেন মহারাজ?

পুরু। সত্যই কি রাজা আম্ভি সেকেন্দার শাহের শরণাগত হ'তে মনস্থ ক'রেছে?

বিশোক। মনস্থ কি মহারাজ? রাজমন্ত্রী সদারামের ইচ্ছায় ও মন্ত্রণায় —তক্ষশীলাধীশ্বরের দাসত্বপর্ব্ব বোধ হয় এতক্ষণে সমাধাপ্রায়। রাজাদেশে তক্ষশীলা হ'তে—ছয়লক্ষ মুদ্রা—তিন সহস্র মেদযুক্ত বৃষ এবং দশ সহস্র মেষ দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার শাহের নিকট প্রেরিত হবার ব্যবস্থা হ'চ্ছে!

পুরু। আর আমিও যা'তে তাঁ'র সঙ্গে এই বৃষোৎসর্গ ব্যাপারে যোগদান করি—সেই বিষয়ে অনুরোধ ক'র্ত্তে কি তিনি তোমাকে পাঠিয়েছেন সেনাপতি?

বিশোক। আপাততঃ সেরূপ ইচ্ছা কিছু প্রকাশ করেন নি। আমি এসেছি আপনাকে জানাতে যে, তক্ষশীলার রাজকন্যার সঙ্গে যদি আপনি পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন,—তা'হ'লে আপনিই পুত্র নিয়ে তক্ষশীলায় গিয়ে সে শুভকার্য্য সম্পন্ন ক'র্ব্বেন। আমার প্রভু মহারাজ আম্ভি—কন্যা নিয়ে এখানে আস্‌বেন না!

পুরু। তাই ক'র্ব্ব—আমি তাই ক'র্ত্তে প্রস্তুত! তোমার প্রভু মহারাজ আম্ভি—আমার অপেক্ষা কুল-শীল-মানে বংশ-মর্য্যাদায়—সর্ব্ব-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ,—আমিই উচ্চকণ্ঠে ভারতবাসীর সম্মুখে প্রচার ক'র্ব্ব! কেবল এইমাত্র আমার ভিক্ষা,—যেন তিনি যবনের দাসত্ব স্বীকার ক'রে আত্মমর্য্যাদা,—ভারতের মর্য্যাদা,—ভারত-সন্তানের মর্য্যাদা,—এই

পবিত্র হিন্দুজাতির মর্য্যাদা নষ্ট না করেন! চল—চল সেনাপতি! আমি এখুনি তোমার সঙ্গে আম্ভির কাছে যাচ্ছি! চল-চল—বিলম্ব কোরোনা—এখুনি যাই চল--

(অরিন্দমের প্রবেশ)

অরি। কেন যাবেন পিতা? ভারতের গৌরব-স্বরূপ বীরশ্রেষ্ঠ আপনি এই পঞ্চনদের অধীশ্বর,—শৌর্য্য-বীর্য্য-বিদ্যা-বুদ্ধিতে সবাকার শ্রেষ্ঠ,—আপনি কিসের জন্য একজন স্বদেশদ্রোহী নরাধমের নিকটে গিয়ে আত্ম-সম্ভ্রম নষ্ট ক'র্ব্বেন? আপনি কিসের জন্য এত কাতব হ'চ্ছেন পিতা?

পুরু। অরিন্দম—অরিন্দম! পুত্র আমার! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! শুধু সীমান্তের অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজাগণ নয়,—শেষে আম্ভি পর্য্যন্ত শত্রুর পদানত হ'তে যাচ্ছে! কি হ'ল—কি হ'ল—কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

অরি। কিসের সর্ব্বনাশ মহারাজ? কা'র ভয়ে আপনি এত ভীত হ'চ্ছেন? হোক্ মহারাজ আম্ভি শত্রুর পদানত,-হোক্ সীমান্তের কাপুরুষ নরপতিগণ সেকেন্দার শাহের অনুগত,—যতক্ষণ পঞ্চনদের অধীশ্বর মহারাজ পুরু বিদ্যমান আছেন,—যতক্ষণ তাঁ'র ঔরসজাত পুত্র অরিন্দম জীবিত,—ততক্ষণ সেকেন্দার শাহের সাধ্য কি—এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের সূচ্যগ্র স্থান অধিকার করে?

পুরু। অরিন্দম! তুমি বালক—তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছনা—ভারতের কি সঙ্গীন অবস্থা! শত্রুভয়ে ভীত হ'য়ে—একে একে ভারতের সমস্ত রাজারা যদি আমাকে পরিত্যাগ করেন,—সকলেই যদি শত্রুর সঙ্গে যোগদান করেন,—তা'হ'লে এই ক্ষুদ্র পঞ্চনদের মুষ্টিমেয় সৈন্যদল নিয়ে আমরা পিতাপুত্রে কি ক'র্ত্তে পারি? আমরা প্রাণ দিলে যদি ভারতের

গৌরব—যদি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা রক্ষা হয়,—তা'হ'লে আমার ভয়ের কোন কারণ ছিল না! কিন্তু তা'তো হবে না বৎস,—আমাদের প্রাণ বিসর্জ্জনে দেশের তো কল্যাণ সাধিত হবেনা!

বিশোক। ঠিক ব'লেছেন মহারাজ! গৃহবিচ্ছেদে দেশের সর্ব্বনাশই অনিবার্য্য! রাজকুমার! সেকেন্দার শাহের গতিরোধ কর্ব্বার পূর্ব্বে আপনাদের প্রথম কর্ত্তব্য,—যেমন ক'বে হোক্, স্বদেশী রাজাগণের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হওযা! এ চেষ্টা একান্ত বিফল হ'লে,—বণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন কবা তো সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তের মধ্যে। আসুন মহারাজ—আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই! কুমার! আপনিও পাবেন যদি—অন্যান্য নৃপতিগণেব সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'বে—শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তিসম্মিলনের জন্য চেষ্টিত হোন্!

[পুরু ও বিশোকের প্রস্থান।

অরি। আমার এখন কি কর্ত্তব্য?

(অর্পণার প্রবেশ)

অর্পণা। তোমার কর্ত্তব্য? তোমার কর্ত্তব্য বীরশ্রেষ্ঠ পিতার গৌরব রক্ষা করা,—তোমার কর্ত্তব্য বিপন্না মাতৃভূমিকে বিদেশী শত্রুর করাল কবল হ'তে উদ্ধার করা,—তোমার কর্ত্তব্য ভবিষ্যতে এ পবিত্র ভারতে হিন্দুর হিন্দুত্ব যা'তে লুপ্ত না হয়,—তা'র জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা!

অরি। একি? স্বপ্ন নাকি? অর্পণা—অর্পণা—তুমি? তুমি—তুমি এখানে কোথা থেকে? তুমি কেমন ক'রে এতদূরে এলে?

অর্পণা। বিস্মিত হ'চ্ছ কেন রাজকুমার? আমি তোমারই সঙ্গে সঙ্গে এখানে এসেছি! তুমি এক কথায় আমায় পরিত্যাগ ক'রে চ'লে আস্‌তে পার,—কিন্তু আমি তোমায় পরিত্যাগ করি কেমন ক'রে?

অরি। আশ্চর্য্য—অতি আশ্চর্য্য! আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা! তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছ?

অর্পণা। হ্যাঁ—এসেছি। তুমি রাজবাটী পরিত্যাগ কর্ব্বার অল্পক্ষণ পরেই—আমি সবার অলক্ষিতে অশ্বশালা হ'তে এক দ্রুতগামী অশ্ব নিয়ে সেনাপতির পশ্চাদনুসরণ ক'রে—একেবারে তোমাদের আশ্রয়ে উপনীত হ'য়েছি।

অরি। কারণ?

অর্পণা। কারণ? কারণ বোধ হয় তুমি বুঝ্‌তে পার্ব্বে না! তুমি পুরুষ মানুষ, সহস্র রমণীর সঙ্গে প্রেমালাপ ক'রে তা'দের সঙ্গে গোপনে মালা বদল ক'রে—ক্ষণিক প্রেমপিপাসায় উন্মত্ত হ'য়ে তা'দের পত্নীসম্ভাষণ ক'রে—আবশ্যক ও ইচ্ছামত—লোষ্ট্রখণ্ডের মত—জন্মের মত তা'দের পরিত্যাগ ক'র্ত্তে পার,—ভুলে যেতে পার,—সে হৃদয়োন্মত্তকারী প্রণয়ের স্মৃতি হৃদয় হ'তে চিরদিনের মত মুছে ফেল্‌তে পার,—কিন্তু আমি রমণী, - আমি তো তা' পারি না যুবরাজ! উদ্যানে,—উপবনে,—কক্ষে,—বাপীতটে নির্জ্জনে ব'সে যা'র সঙ্গে কতদিন প্রেমালাপ করিছি,—প্রেমে বিভোর হ'য়ে—তা'র করে জীবনযৌবন সমর্পণ ক'রে, "প্রাণনাথ"—"জীবনসর্ব্বস্ব" ব'লে যখন তা'কে সম্বোধন ক'রেছি, তখন তো এটা একবার কল্পনায়ও মনে করিনি যে, ঘটনাচক্রে যদি তা'র সঙ্গে এ জীবনে আর কখনো দেখাসাক্ষাৎ না হয়,—তা'হ'লে আবার অন্য একজনকে এম্‌নি ক'রে জীবনযৌবন সমর্পণ ক'র্ব্ব,—আবার আর একজনের সঙ্গে এম্‌নি প্রেমালাপে মত্ত হ'য়ে ব্যভিচারিণীর ন্যায় তা'কে প্রাণপতি ব'লে সম্বোধন ক'র্ব্ব,—আবার নূতন ফুলের মালা গেঁথে তা'র গলায় পরিয়ে দোবো!

অরি। অর্পণা! কেন আমায় বৃথা তিরস্কার ক'চ্ছ? আমি কি

স্বেচ্ছায় তোমায় পরিত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছি? তোমার পিতার ইচ্ছা নয়—তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়—

অর্পণা। পিতাব ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এখন আর কি আসে যায় কুমার? স্বার্থপর পিতা যদি কোন পাপস্বার্থের বশে ইচ্ছা করেন, তাঁ'র কন্যা দ্বিচারিণী হোক্,—অথবা যদ্যপি তিনি কন্যাব গান্ধর্ব্ব বিবাহের কথা না জেনে অপরের সঙ্গে ভূলক্রমে কন্যার আবাব বিবাহ দিতে চান,—তুমি স্বামী হ'যে,—তুমি হিন্দুসন্তান হ'য়ে,—ক্ষত্রিয়সন্তান হ'য়ে,—তুমি কোন্ প্রাণে নিজের ধর্ম্মপত্নীকে—নিজের বিবাহিতা জীবনসঙ্গিনীকে অন্যের অঙ্কশোভিনী হ'তে দিতে চাও?

অরি। অর্পণা—অর্পণা! তোমার পায়ে ধ'চ্ছি—আর আমায় লজ্জা দিওনা! আমি তোমাব নিকট গুরুতব অপরাধে অপরাধী,—আমায় মার্জ্জনা কর।

অর্পণা। ছি—ছি—তোমাব সকল কাজেই বাড়াবাড়ি? দাঁড়াও—প্রণাম কবি,—দাও—পায়েব ধূলো দাও! এমন ক'রে আমার অকল্যাণ ক'র্ত্তে হয়! (পদধূলি গ্রহণ)

অরি। এখন তুমি কোথায় থাক্‌বে অর্পণা? জান তো,—আমরা যে ভয়ঙ্কর বিপদজালে জড়িত,—প্রবল শত্রু এসে আমাদের রাজ্য অপহরণ ক'র্ত্তে চায়? এ অবস্থায় তুমি কি ক'র্ত্তে চাও বল!

অর্পণা। আমায় বাড়ী পৌঁছে দেবে চল? ছিঃ—এত ভাবনা কিসের? হয় হোক্ না যুদ্ধ,—আসে আসুক্ না শত্রু আমাদের রাজ্য অপহরণ ক'র্ত্তে,—যান্ না পিতা শত্রুর দাসত্ব ক'র্ত্তে! তুমি ক্ষত্রিয়বীর, আমিও ক্ষত্রিয়বীরাঙ্গনা,—আবশ্যক হ'লে—তুমি আমি দু'জনে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে—ভারতমাতার সেবায় হাস্‌তে হাস্‌তে এ নবীন দম্পতী-জীবন উৎসর্গ ক'র্ব্ব! [উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শিবির-সম্মুখ।

পারসীক বালকবেশী দিয়ানা।

দিয়ানা। কালিস্থানি দেশে চ'লে গেল,—এই সুযোগ! যেমন ক'রে হোক্—আজ এখানে এদের সঙ্গে মিশ্‌তে হবে। ক'দিন ধ'রে চেষ্টা ক'চ্ছি—কিছুতেই পাচ্ছিনা! আচ্ছা—কেন এমন ক'চ্ছি? সত্যই কি আলেকজান্দারকে আমি হত্যা ক'র্ত্তে পার্ব্বনা? স্পার্টান্ রমণীর হৃদয়জাত ভীষণ প্রতিহিংসানল—তবে কি কখনো নির্ব্বাপিত হবেনা? সে অনলে কি নিজেই দগ্ধ হ'তে থাক্‌ব? কালিস্থানি ব'ল্‌লে—আমি আলেকজান্দারকে এখনও ভালবাসি,—খুব—খুব ভালবাসি! মন! সে কি সত্য কথা? "হ্যাঁ-সত্য"! সত্য! সত্য! আমি আলেকজান্দারকে,—আমার পরম শত্রুকে,—যে আমার স্বেচ্ছা-প্রদত্ত ভালবাসার পরিবর্ত্তে আমাকে পদাঘাত ক'রে দূর ক'রেছে,—তা'কে ভালবাসি? তা'হ'লে—ওরে কদর্য্য মন! স্পার্টান রমণীর এই শেষ কথা,—এই ছুরি যদি আলেকজান্দারের বক্ষরক্তপান না ক'র্ত্তে পারে,—দিয়ানার বক্ষরক্তে একে রঞ্জিত ক'র্ব্ব!

(বিশা খাঁর প্রবেশ)

বিশা। বাঃ—বাঃ। কেয়া খুপ্‌সুরৎ! কে তুমি ছোক্‌রা? না—না ছোক্‌রা নয়—সাক্ষাৎ ছুক্‌রী! না না—তাওতো নয়—ছোক্‌রাই তো! কিন্তু মুখখানা যেন ছুক্‌রী ছুক্‌রী গোছের নয়?

দিয়ানা। কি খাঁ সাহেব? চোখে ধাঁদা দেখ্‌ছেন নাকি?

বিশা। দেখ্‌ছি বইকি বাপ্‌! ব্যাপার কি বল দিকি ?

দিয়ানা। ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়। খুব অল্প বয়সে মা ম'রে গেছে, বাপের কাছেই মানুষ হ'চ্ছিলুম,—খোদার কৃপায় বীরবর সেকেন্দার শাহ পারস্যে এসে লড়াই সুরু ক'ল্লেন,—পারস্যরাজ্য অধিকার ক'ল্লেন,—আর তাঁ'র উন্মত্ত সৈন্যদেব ককণায় আমার নিরীহ বাপ বর্ষার আঘাতে প্রাণ দিলেন,—আর ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে পার্সিপলিতে আমাদের কতকাল—কতকালের বাড়ীখানিও পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল!

বিশা। তা'রপর ?

দিয়ানা। তা'রপর—একা অসহায় বালক—আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিব্‌তে লাগ্‌লেম! সৈন্যদের অর্দ্ধভুক্ত পরিত্যক্ত রুটী খেয়ে জীবনধারণ ক'চ্ছিলেম। একজন ব'লে দিলে—মহাত্মা বিশা খাঁর শরণাপন্ন হও,—তিনি তোমায় একটা চাক্‌রিও অন্ততঃ ক'রে দেবেন।

বিশা। পারস্যে কি তোমার কেউ নেই ?

দিয়ানা। কেউ না। আমার কেবল আমিই আছি।

বিশা। ছেলেমানুষ—যুদ্ধক্ষেত্রে অন্য কাজকর্ম্ম কি ক'র্বে ?

দিয়ানা। যে কাজ দেবেন—যা' ক'র্ত্তে ব'ল্‌বেন—তাই ক'র্ব্ব। আপনার গা হাত-পা টিপ্‌ব,—আপনার শিবিরে প্রহরীর কাজ ক'র্ব্ব,—যুদ্ধক্ষেত্রে সংবাদ বহন ক'র্ব্ব,—আবশ্যক হ'লে আপনার তরবারি নিয়ে—

বিশা। আমারই গলায় বসাবে নাকি ?

দিয়ানা। পারসীকদের পক্ষে সে কার্য্য অসম্ভব নয়,—তবে আমি তা'তে অভ্যস্ত নই। আবশ্যক হ'লে আপনার শত্রুবধ ক'র্ব্ব!

বিশা। তুমি আমার কাছেই থাক। এ যুদ্ধক্ষেত্রে সামান্য প্রহরীর কাজ ভিন্ন অন্য কোন কাজ নাই,—আপাততঃ এখানে তাই ক'র্ত্তে হবে। তবে—তোমার এমন সুন্দর চেহারা,—তোমাকে আমি

তেমন পরিশ্রমের কাজ কিছু ক'র্ত্তে দেবোনা। দেখ—তোমার মতন একজন চতুর বালকের আমার বিশেষ প্রয়োজন—

(আলেকজান্দারের প্রবেশ)

আলেক। আমারও খুব বিশেষ প্রয়োজন! খাঁ সাহেব! তুমি আমায় অনেক দিয়েছ,—তুমি আমায় পারস্যরাজ্য দিয়েছ,—তুমি আমায় রক্ষণার মতন নারীরত্ন দিয়েছ,—তুমি আমায় সিরাজি দিয়েছ,—তুমি আমায় এ বালকটী দাও!

বিশা। আপনি এর মধ্যে এর সন্ধান পেলেন কি ক'রে সম্রাট্?

আলেক। সন্ধান অনেকক্ষণ পেয়েছি। আমার শিবিরের ধারে অনেকক্ষণ ঘুচ্ছিল! কি বল বালক,—আমার কাছেই যাবার উদ্দেশ্য ছিল না তোমার?

দিয়ানা। মিথ্যা কথা ব'ল্‌ব না সম্রাট্! প্রাণে আমার বহুদিনের দুরাশা,—আমি সম্রাট্ আলেকজান্দারের পদসেবা ক'র্ব্ব,—কিন্তু একেবারে অতটা সাহস করি কেমন ক'রে?

আলেক। সাহসের কোন প্রয়োজন নেই! আমার কাছে সুন্দর মুখের বড় আদর! আমার পদসেবার কোন আবশ্যক নেই। কেবল আমার কাছে ব'সে আমার সঙ্গে গল্প ক'র্ব্বে,—আমাকে সিরাজি ঢেলে দেবে,—আমি তোমার ঐ সুন্দর মুখখানি কেবল বিভোর হ'য়ে দেখ্‌ব?

দিয়ানা। (স্বগত) কালিস্থানি! সত্যই কি তুমি অন্তর্যামী? একি মন? একি দুর্ব্বলতা?

আলেক। চুপ্ ক'রে রইলে কেন? ও—বুঝেছি! খাঁ সাহেব! তুমি অনুমতি না দিলে—ও তো যেতে পার্ব্বে না!

বিশা। সেকি কথা সম্রাট্? যাও বালক,—তোমার জোর

নসীব,—সম্রাটের কৃপাদৃষ্টিতে প'ড়েছ! প্রাণপণে সম্রাটের সেবা কর —তোমার ভাল হবে।

দিয়ানা। নিশ্চয়ই ভাল হবে—আমার মনের বহুদিনের আশা এইবার পূর্ণ হবে। আসুন সম্রাট্—আপনি ক্লান্ত হ'য়েছেন দেখ্ছি—আমার স্কন্ধে ভর ক'রে বিশ্রাম-শিবিরে চলুন!

আলেক। তাই চল বালক—অনেকক্ষণ সিরাজি পান করিনি—তুমি একটু ঢেলে দেবে চল!

বিশা। সম্রাট্! আজ আর পান ক'র্ব্বেন না—আপনার নেশা হ'য়েছে,—আপনি টল্ছেন দেখ্ছি!

আলেক। কই বালক—আমায় ধ'ল্লে না? তুমি তো দেখ্ছ—আমি বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি—

(দিয়ানার আলেকজান্দারকে বাহুপাশে বেষ্টন)

দিয়ানা। উঃ—

আলেক। কষ্ট হ'চ্ছে? না—না—আমায় ছেড়ে দাও—আমি ঠিক যাব—তুমি কষ্ট কোরোনা!

দিয়ানা। কষ্ট—সম্রাট্? এ হতভাগ্যজীবনে এই আমার স্বর্গসুখের প্রথম আস্বাদন! এই মহাসুখ ভোগ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে সত্যই আমার এখুনি ম'র্ত্তে ইচ্ছে হ'চ্ছে—

[আলেকজান্দারকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

বিশা। ছোক্‌রা খুব খলিফা! কিন্তু—বেড়ে মুখখানি!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর—অদূরে আলেকজান্দারের শিবির।

শস্ত্রধারী মাসিদন সৈনিক।

মা-সৈ। (পদচারণ করিতে করিতে) একেই বলে দাসত্ব! একেই বলে দুঃখের জীবন! রাত্রিকালেও নিস্তার নেই! যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া তত কষ্টকর নয়,--কিন্তু—এই একস্থানে একা প্রহরীর কার্য্য করা, বিশেষতঃ এই রাত্রিকালে,—এ যথার্থ ই প্রাণান্তকর! আর পারিনা! (ভূতলে উপবেশন) ঘুমে চক্ষু জড়িয়ে প'ড়ছে—দেহ আর বয়না! কোথায় শত্রু—এই দ্বিপ্রহর রাত্রে? দিব্যি জ্যোৎস্নারাত্রি,—তায় মধুর বাতাস বইছে! এইখানেই একটু বিশ্রাম ক'রে নিই! (অস্ত্র রাখিয়া ভূতলে শয়ন)

(হেপাস্তেনের প্রবেশ)

হেপা। যে যা' বলে বলুক্—আমি পারসীক সৈন্যদের অকপটে বিশ্বাস ক'র্ত্তে পার্ব্বনা! বিশেষতঃ রাত্রিকালে সতর্ক প্রহরীর কার্য্যে আমি কিছুতেই তা'দের থাক্‌তে দিতে পার্ব্বনা! অন্য কোন দোষ তাদের না থাক্—তা'রা তো বিশা খাঁর দেশের লোক বটে? একি? সম্রাট্-শিবিরের এত কাছে কোনও প্রহরী নাই কেন? ঐ যে—কে একজন মাটীতে প'ড়ে না? (নিকটে অগ্রসর হইয়া নিরীক্ষণ) ছি—ছি— মাসিদন সৈনিক এমন কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য? চারিদিকে ঘুরে ফিরে দেখে এলুম—সকলেই সতর্ক হ'য়ে পাহারা দিচ্ছে,—আর ঐ হতভাগ্য সমস্ত

দায়িত্ব দূরে নিক্ষেপ ক'রে—অকাতরে মাটীতে প'ড়ে নিদ্রামগ্ন? না—না—জাগাব না! ঘুমোক্! আহা! হতভাগ্য বড় পরিশ্রান্ত,—তাই শোকসন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবী বড় যত্নে তাঁ'র কোমল শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়েছেন! ঘুমোও ভাই—ঘুমোও! আত্মীয়-স্বজন স্ত্রী-পুত্র পিতা-মাতা জন্মভূমি পরিত্যাগ ক'রে কোন্ সুদূর প্রদেশে চ'লে এসেছ,—কতদিন—কতদিন পরে আবার তা'দের সঙ্গে মিলিত হবে,—হবে কি না তা' নিয়তিই জানেন, করুণাময়ী স্বপ্নদেবীর সাহায্যে—এই অবসরে প্রাণভরে তা'দের সঙ্গে আলাপ ক'রে কঠোর আত্মজনবিরহদুঃখ ক্ষণেকের জন্য বিস্মৃত হও,—আমি নির্ম্মম অন্তরে তোমার সে মহাসুখে বাধা দোবো না! ঘুমোও ভাই—তুমি প্রাণভরে ঘুমোও! তোমার কার্য্যভার আমিই সানন্দচিত্তে বহন ক'চ্ছি! (নিদ্রিত সৈনিকের পার্শ্বে দণ্ডায়মান) সুন্দর জ্যোৎস্নাময়ী রজনী! নির্ম্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্রের কি পবিত্র প্রাণাভিরাম শোভা! মনে পড়ে—সেই শৈশবের কথা,—যখন স্নেহময়ী জননীর কোলে শুয়ে উন্মুক্ত আকাশের ঐ চাঁদের পানে একবার চেয়ে দেখ্তেম,—একবার মা'র মুখের পানে চেয়ে দেখ্তেম! তখন মনে হ'ত,—ঐ চাঁদের শোভায় সন্তানের হৃদয় তৃপ্ত হয় না,—স্বর্গ-সুধার আধার জননীর মুখচন্দ্রে পৃথিবীর সকল তৃপ্তি,—সকল সুখশান্তি,—সকল আনন্দ নিহিত! তাই মাতৃহারা সন্তান—মা'র অদর্শনে এত ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে,—পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই—যা' দিয়ে তা'কে মার মুখ ভোলানো যায়!

(অবগুণ্ঠনবতী রক্ষণার প্রবেশ ও হেপাস্তেনকে বাহুপাশে বেষ্টন)

হেপা। আহা—কে গো তুমি কোমলতাময়ী? এই নির্জ্জন নিশীথে সুধাময় চন্দ্রকিরণসেবিত হ'য়ে নির্ম্মল নৈশ-সমীরণ-সংস্পর্শে এক অপূর্ব্ব

ভাবরাজ্যে ব'সে যাঁ'র ধ্যানে বিভোর হ'যেছিলেম,—স্বর্গ হ'তে সেই দেবী কি আমায় বহুদিন বিস্মৃত সেই পবিত্র স্নেহস্পর্শসুখ অনুভব করাতে মূর্ত্তিমতী হ'য়ে ফিরে এলেন ?

রক্ষণা। বল দেখি—আমি কে ? না ব'ল্‌তে পাল্লে—ছাড়ব না !

হেপা। না—ছেড়োনা স্নেহময়ী ! বহুদিন—বহুদিন কোলছাড়া ক'রে রেখেছ,—আর ছেড়ে থেকো না !—বড় যত্নে গর্ভে স্থান দিয়েছিলে,—সূতিকাগার হ'তে হতভাগ্য সন্তানের জ্ঞান উন্মেষের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত শয়নে স্বপনে জাগবণে দিবানিশি স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ ক'বে রেখেছিলে ! তা'রপর একদিন অকস্মাৎ সেই যে অঙ্কচ্যুত ক'রে বেখে কোথায় পালিয়ে গেলে,—আর ফিরে এলে না ! আজ যদি এসেছ মা,—আর চলে যেও না !

রক্ষণা। কা'কে কি ব'ল্‌ছ হেপাস্তেন ? আমায় কি তুমি চিন্‌তে পাচ্ছনা ? এই দেখ—জ্যোৎস্নালোকে চেযে দেখ, আমি তোমার প্রেমভিখারিণী—আমি তোমার দাসী, বাঁদী - রক্ষণা !

হেপা। তুমি আমার জননী বক্ষণা ! তুমি আমার অন্নদাতার প্রিয়তমা রক্ষণা ! তুমি আমার সম্রাট্‌-প্রণয়িনী রক্ষণা ! তুমি এত রাত্রে এখানে কেন মা ?

(দূরে আলেকজান্দারের অলক্ষিতে প্রবেশ)

রক্ষণা। চুপ্‌ কর—নরপিশাচ ! এখুনি জিভ খ'সে যাবে ! আমি তোমাকে ভালবেসে—তোমার জন্যে পাগলিনী হ'য়ে—দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্যা হ'য়ে তোমাকে জীবন যৌবন উপহার দিতে এসেছি,—আর তুমি—তুমি নিষ্ঠুর—আমাকে এই পাপ সম্বোধন ক রে প্রত্যাখ্যান ক'চ্ছ ?

হেপা। হায় হতভাগিনি ! "মা" বলা যদি পাপ সম্বোধন হয়,—সে

পাপে আমি অনন্তকাল নরকে যেতেও প্রস্তুত আছি! আমি মহাপাপী —যাও—আমার কাছ থেকে দূরে যাও,—কারণ, আমি জগতের সমস্ত রমণীকেই আমার "মা" ব'লে মনে করি! এ মহাদোষ আমার এ জীবনে যাবেনা। যাও—আমায় স্পর্শ কোরোনা। আহা—কি দুরদৃষ্ট তোমার! তুমি রমণীজীবন ধারণ ক'রে এমন পবিত্র সন্তানস্নেহসুধা পান ক'র্ত্তে চাও না?

রক্ষণা। তোমার পায়ে পড়ি—আমায় রক্ষা কর! আমি তোমার জন্যে মরি।

[আলেকজান্দারের অলক্ষিতে প্রস্থান।

হেপা। ছিঃ—মা—ওঠো,—সন্তানকে কি ও কথা ব'ল্‌তে আছে? যাও—শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম কর'গে।—(রক্ষণার রোদন)

(অলক্ষিতে দূরে বিশা খাঁর প্রবেশ)

বিশা। (স্বগত) যা' ভেবেছি তাই! দু'জনের খুব প্রেমালাপ চ'লেছে! তাইতো—সম্রাট্ এ সময়ে গেল কোথায়? শিবিরে তো নেই! দেখি কোথায় আছে! একেবারে হাতে হাতে ধরিয়ে দিতে পারি—

[বিশা খাঁর প্রস্থান।

হেপা। একি? এখনও দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছ? যাও—নইলে এখানে এ অবস্থায় যদি আমাদের দু'জনকে কেউ দেখে—তা'হ'লে বিপদ ঘট্‌বার সম্ভাবনা!

রক্ষণা। যাচ্ছি! কিন্তু বল তুমি আমার হবে?

হেপা। তুমি পিশাচিনী—রাক্ষসী! তোমায় বধ করা উচিৎ!

রক্ষণা। তাই কর—আমায় এখুনি বধ কর—(জানু পাতিয়া উপবেশন) আমি তোমার হাতে ম'রেও সুখ পাব!—কি সর্ব্বনাশ—সম্রাট্ আস্‌ছেন—

(একদিকে রক্ষণার দ্রুত প্রস্থান। অন্য দিক হইতে আলেকজান্দার ও বিশা খাঁর প্রবেশ)

বিশা। দেখ্‌লেন তো সম্রাট্? আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করেন না! এইবার স্বচক্ষে দেখে হাতে হাতে প্রমাণ পেলেন তো?

আলেক। হেপাস্তেন? কে ও রমণী?

হেপা। মার্জ্জনা করুন সম্রাট্! ও প্রশ্ন আমায় ক'র্ব্বেন না!

আলেক। তোমার সঙ্গে ওর কি কথা হ'চ্ছিল?

হেপা। আমায় অনর্থক জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন! আমি এ সংক্রান্ত কোন কথা ব'ল্‌ব না!

আলেক। এখানে কে প'ড়ে রয়েছে!

হেপা। একজন সৈনিক—ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে,—আমি তাই ওর পরিবর্ত্তে প্রহরীর কার্য্য ক'চ্ছিলেম!

বিশা। আর সেই সুযোগে নির্জ্জন স্থানে বেশ প্রেমালাপও চ'ল্‌ছিল!

আলেক। চুপ্ কর খাঁ সাহেব! হেপাস্তেন! তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত,—তা' বুঝ্‌তে পাচ্ছ?

হেপা। পাচ্ছি।

আলেক। এবং তুমি দোষী সাব্যস্ত—তা'ও বোধ হয় বুঝ্‌তে পাচ্ছ!

হেপা। পাচ্ছি।

আলেক। তা'হ'লে শাস্তিগ্রহণে প্রস্তুত?

হেপা। সম্পূর্ণ প্রস্তুত!

আলেক। এস আমার সঙ্গে। শিবিরে দরবার ক'রে সকলের সম্মুখে তোমার অপরাধের বিচার হবে।

হেপা। যথা আজ্ঞা।

[আলেকজান্দারের ও হেপাস্তেনের প্রস্থান।

বিশা। ব্যস্ - আর কি? এইবার একটা প্রধান কণ্টক দূর হ'ল। সম্রাট্ কি ওর প্রাণদণ্ড ক'র্ব্বে না? নিশ্চয়ই ক'র্ব্বে। বেগমের সঙ্গে প্রেমালাপ? একি সোজা অপরাধ? এ সৈন্যটা ম'রেছে নাকি? ওহে—ও বীরপুরুষ।

(সৈনিকের তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান)

কি রকম বল দেখি? খুব সরাপ টরাপ পান ক'রেছ নাকি? একেবারে মাটীতে শুয়েই অজ্ঞান?

সৈ। মার্জ্জনা করুন খাঁ সাহেব। ক'দিন সমস্ত রাত্রি জেগে পাহারা দিয়ে—দেহ বড় অবসন্ন হ'য়ে প'ড়েছিল—

বিশা। সম্রাট্ স্বচক্ষে এসে দেখে গেছেন! যাও—খবর নাওগে —খুব ভাল রকম পুরস্কারের ব্যবস্থা হ'চ্ছে।

সৈ। অপরাধ ক'রেছি—শাস্তি গ্রহণ ক'র্ব্ব—এর জন্য আর ভয় কিসের? আমি নিজেই সম্রাটের কাছে যাচ্ছি—

[সৈনিকের প্রস্থান।

বিশা। মাসিদনের সকল লোকই বদ্মায়েস্!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

আলেকজান্দারের শিবির—দরবার সজ্জিত।

আলেকজান্দার ও দিয়ানা।

দিযানা। সম্রাট্! অকস্মাৎ এত রাত্রে দরবারে ব'স্‌ছেন যে?

আলেক। অপরাধের বিচার ক'র্ব্ব দোস্ত!

দিয়ানা। আবার আমায় দোস্ত্ ব'ল্‌ছেন? আমি কি সম্রাটের দোস্ত্ হ'তে পারি?

আলেক। তবে তোমায় কি ব'লে ডাক্‌ব বল?

দিয়ানা। আমার নাম তো দু'শো বার ব'লেছি! আমায় "বান্দা" বলুন,—"গোলাম" বলুন,—"কম্‌বক্ত্" বলুন,—"দুষ্‌মন্" বলুন!

আলেক। তোমার এতগুলো নাম আছে—না হয় আর একটা বাড়ল! তুমি না হয়—আমার দেওয়া নামটাই মঞ্জুর ক'ল্লে! তুমি "জান্," "পিয়ার," "দোস্ত্," "কলিজা,"—আমার দেওয়া একটা নামও পছন্দ ক'ল্লে না? আমার কি দুরদৃষ্ট!

দিয়ানা। আপনার যা খুসী তাই বলুন—আপনার কথার ওপোর তো কথা কইতে পার্ব্বনা! যাক্ সে কথা,—অপরাধীটী কে জান্‌তে পারি কি?

আলেক। আমারই এক তোমার মতন দোস্ত্!

দিয়ানা। তা'হ'লে আপনার সঙ্গে দোস্তিও তো বড় দায়ের কথা! দোস্ত্ হ'য়ে যদি একটা-আধ্‌টা অপরাধ ক'রে ফেলি,—তা'হ'লে তো মার্জ্জনা ক'র্ব্বেন না! কি অপরাধ তাঁ'র?

আলেক। অপরাধ—এখুনি তো জান্‌তে পার্ব্বে! দাও—একটু সিরাজি দাও!

(সিংহাসনে উপবেশন ও দিয়ানাকর্ত্তৃক সিরাজি প্রদান)

(সৈন্যগণ, বিশা খাঁ ও রক্ষণার প্রবেশ)

আলেক। খাঁ সাহেব! আপনার অভিযোগ ব্যক্ত ক'র্ত্তে পারেন!

বিশা। সম্রাট্! অপরাধী কই? কা'র বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'র্ব্ব?

আলেক। অপরাধী আসেনি? তা'কে কি সংবাদ দেওয়া হয়নি?

বিশা। সেকি সম্রাট্? আপনি কি তা'কে নজরবন্দি ক'রে রাখেন নি?

আলেক। তা'তো কেউ আপনারা বলেন নি!

বিশা। সর্ব্বনাশ! তবে সে এতক্ষণে বহুদূরে পালিয়ে গেছে!

আলেক। তা' কি সে পারে খাঁ সাহেব? সে'তো জানে—সে অপরাধী সাব্যস্ত,—সে জানে এখুনি তা'র অপরাধের বিচার হবে,—তবে সে এখনও আস্‌ছে না কেন—সেটা আশ্চর্য্যের কথা বটে!

(হেপাস্তেনের প্রবেশ)

হেপা। মার্জ্জনা করুন সম্রাট্! আমি জান্‌তেম না- আপনি এ দাসকে এই রাত্রিকালেই স্মরণ ক'র্ব্বেন।

আলেক। হেপাস্তেন! স্থির হ'য়ে দাঁড়াও। তোমার বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ এখুনি ব্যক্ত হবে,—তুমি ইচ্ছা হয়—আত্মরক্ষার্থ তা'র প্রতিবাদ ক'র্ত্তে পার।

হেপা। অভিযোগের প্রয়োজন নেই সম্রাট্! আপনি যদি আমায় অপরাধী বিবেচনা ক'রে থাকেন—আমায় উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করুন!

আলেক। তা' হ'তে পারে না,—তোমার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য ক'র্ত্তে আমি বাধ্য নই। বিশা খাঁ—বিলম্ব ক'র্ব্বেন না!

বিশা। হেপাস্তেন সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনেক আছে সম্রাট্—একে একে সবগুলি ব'ল্‌তে গেলে সম্রাটের ধৈর্য্য থাকৃবে না!

আলেক। না—সে সবের পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। সে তো অবসর পেলেই আপনি প্রত্যহ ব'লে থাকেন। তবে সমবেত কর্ম্মচারি-মণ্ডলি! আপনারা যদি শুন্‌তে চান্—আমি সংক্ষেপে বলি! খাঁ সাহেব বলেন—

বিশা খাঁ। আমি শুধু একা বলি না,—আপনারা অনেকেই তো বলেন—

আলেক। হেপাস্তেন সাহেব আমার সমগ্র সেনানীকে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ ক'র্ত্তে গোপনে উত্তেজিত ক'রে থাকেন।

সৈ-গ। মিথ্যা কথা! হেপাস্তেন না থাক্‌লে আমরা এতদিনে কোন্‌কালে বিদ্রোহী হ'তেম!

বিশা। তা'র কারণ?

জনৈক সেনানায়ক। তা'র কারণ খাঁ সাহেব! আপনাদের আগমন! তা'র কারণ,—শনৈঃ শনৈঃ দেবচরিত্র সম্রাটের আমাদের প্রতি বিরাগ! তা'র কারণ,—সম্রাটের দিবারাত্রি সিরাজি পান,—সুন্দরীর উপাসনা,—আর সেইজন্য আমাদের অভাব অনুযোগে কর্ণ-পাতের সময়াভাব!

বিশা। শুনুন সম্রাট্! কথাগুলো শুনুন এবং সেই সঙ্গে বুঝে যান—এ সমস্ত হেপাস্তেন সাহেবেরই প্রাণের কথার প্রতিধ্বনি কিনা!

সেনানায়ক। না—এ সমস্ত আমাদেরই প্রাণের কথা! হেপাস্তেন

সাহেব ববং এ সমস্ত কথা আমাদেব ভুলিয়ে দিতে দিনবাত্রি চেষ্টা ক'চ্ছেন!

বিশা। আচ্ছা—তাই না হয় মেনে নিলেম। কিন্তু সম্রাট্! এই আপনাব নূতন বালক ভৃত্যটীকে সেদিন গোপনে হেপাস্তেন সাহেব কি পবামর্শ প্রদান ক'চ্ছিলেন,—আমাব কথা বিশ্বাস না হয, বালককেই না হয জিজ্ঞাসা করুন!

আলেক। বালক। তুমি সত্য কথা ব'ল্‌বে কি?

দিযানা। সম্রাট্। দববাবে দাঁড়িযে আপনাব সম্মুখে মিথ্যাকথা বলে তো নিস্তাব পাব না। বিশেষতঃ হেপাস্তেন সাহেব গোপনে পবামর্শ দিতে গিয়ে যখন বিশা খাঁ সাহেবেব প্রখব দৃষ্টি থেকে এড়াতে পাবেন নি,—তখন সত্য কথা বলা ভিন্ন আব আমাব উপায কি?

আলেক। কি পবামর্শটা দিচ্ছিলেন শুনি।

দিয়ানা। সাহেব আমাকে ব'ল্লেন,—"সম্রাট্ যখন তোমাব হাতেই সিবাজি পান কবেন—তখন মুহুর্মুহুঃ তাঁ'কে সিবাজি না দিয়ে—"

বিশা। একটু তা'তে বিষমিশ্রিত ক'বে একবাব দিতে,—কেমন এই তো?

দিযানা। আপনাব মনেব ইচ্ছাটা আপনি সবলপ্রাণে ব্যক্ত ক'ল্লেন বটে,—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হেপাস্তেন সাহেব অতটা আপনাব মত উদার হ'তে পারেন নি! উনি ব'ল্লেন,—"অনববত সিবাজি পান ক'রে সম্রাটের দেহ অত্যন্ত অসুস্থ হ'যে প'ড়েছে,—এক একবাব সিরাজির পবিবর্ত্তে বেদানা কিম্বা যদি আঙ্গুবেব সববৎ ক'বে দাও,—কিম্বা অন্ততঃ সিবাজির সঙ্গে অধিক পরিমাণে মিশিয়ে খাওয়াতে পার,—"

আলেক। বল কি বালক! তুমি ঐ পরামর্শমত কার্য্য ক'রে আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'চ্ছ নাকি?

দিয়ানা। বিশ্বাস করুন সম্রাট্—আমি এখনও তা' ক'র্ত্তে পারিনি! যদিও হেপাস্তেন সাহেব আমাকে রাশি রাশি আঙ্গুর বেদানা এনে দিয়েছেন বটে,—কিন্তু আমার মনে সে ইচ্ছা থাক্‌লেও—আমি সুযোগ অভাবে সে কার্য্য ক'র্ত্তে পারিনি!

আলেক। কেমন হেপাস্তেন—এ বালকের কথা সত্য?

হেপা। সম্পূর্ণ সত্য সম্রাট্!

বিশা। হ্যাঁ—তা' হ'তে পারে বটে! সম্রাটের বড় দরদী বন্ধু কিনা! আঙ্গুর বেদানা মিশিয়ে দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌ছেন—মেশানো কার্য্যটা গোপনে চ'ল্‌তে পারে কিনা! তা' এ সব গুলো না হয় এক রকম কেটে কুটে গেল,—কিন্তু আজ রাত্রে এই অবলা স্ত্রীলোকটীকে ভুলিয়ে নির্জ্জনে—

হেপা। চুপ্ ক'রে থাক্ নরাধম—তোর কোন কথায় আমি উত্তর প্রদান ক'র্ব্বো না! অভিযোগ ক'র্ত্তে এসেছিস্—তোর যা বল্‌বার সম্রাট্‌কে বল্—আমাকে কোন কথা ব'ল্‌তে পাবিনা, অথবা প্রশ্ন ক'র্ত্তে দোবোনা!

বিশা। দেখুন—দেখুন সম্রাট্—আপনার সাম্‌নে স্পর্দ্ধাটা দেখুন!

আলেক। রাজদরবারে অভিযুক্ত হ'লে—অপরাধী বোধ হয় এই রকমই ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ে থাকে! হেপাস্তেন! আমি তোমাকে প্রশ্ন ক'ল্লে কি তুমি আমাকে এই প্রকার অসম্মান ক'র্‌বে?

হেপা। (জানু পাতিয়া) আপনি সম্রাট্—আপনি অন্নদাতা—প্রতিপালক—দণ্ডমুণ্ডের হর্ত্তাকর্ত্তা—ভাগ্যবিধাতা—ঈশ্বরের প্রতিনিধি,—আপনি যদি আমাকে পদাঘাত করেন—তা'হ'লেও আমার তিলমাত্র ভাবান্তর দেখ্‌তে পাবেন না!

বিশা। শক্ত মাটী আর নরম মাটীতে তফাৎ আছে বই কি—

আলেক। চুপ্ করুন খাঁ সাহেব! ভাল—হেপাস্তেন! গভীর রাত্রে নির্জ্জন প্রান্তরে তুমি আমার প্রণয়িনী রক্ষণাকে কি জন্য আহ্বান ক'রেছিলে?

হেপা। সম্রাট্! অবাধ্য ভৃত্যের প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করুন—আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই। আমি আপনার চক্ষে অপরাধী—এখুনি আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করুন। আমি এ সম্বন্ধে কোন কথা ব'ল্‌ব না!

আলেক। রক্ষণা। তুমি তবে সকলের সম্মুখে হেপাস্তেনের আচরণ প্রকাশ কর,—উনি নিজে কোন কথা ব'ল্‌বেন না—দেখ্‌ছি!

রক্ষণা। (কম্পিতদেহে) সম্রাট্—আমি -আমি—

বিশা। ভয় কি—বল না—সম্রাট যখন আদেশ ক'চ্ছেন বল না! আহা! অবলা স্ত্রীলোক—ভয়েই সারা হ'য়ে গেল!

রক্ষণা। আমি—আমি কিছু ব'ল্‌তে পার্ব্বনা—আপনি যা হয় বলুন—আপনি যা হয় করুন খাঁ সাহেব—

বিশা। সম্রাট্! দেখ্‌ছেন—দেখ্‌ছেন—অবলা রমণী বড় ভয় পেয়েছেন,—দেখুন—দেখুন—ভয়ে কাঁপ্‌ছেন,—লজ্জায় বাক্‌রোধ হ'য়ে গিয়েছে! যদি অনুমতি করেন—আমি ওঁর হ'য়ে না হয় অভিযোগটা ব্যক্ত করি!

আলেক। তাই করুন। আমার আর ধৈর্য্য থাক্‌ছে না—এখুনি বিচারকার্য্য শেষ ক'রে বিশ্বাসঘাতক শত্রুদের যথাযোগ্য শাস্তিপ্রদান করি!

বিশা। সম্রাট্! সুন্দরী যেদিন প্রথম আপনার আশ্রয়ে এসে পড়েন—সেইদিন থেকেই হেপাস্তেন সাহেব ওঁর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হ'য়ে পড়েন!

আলেক। আপনি কি ক'রে জান্‌লেন ?

বিশা। ওঁর চালচলনে—আচার-ব্যবহারে—কথাবার্ত্তায় আমি বুঝে নিয়েছিলুম সম্রাট্‌!

আলেক। কা'র ? রক্ষণা বিবির ?

রক্ষণা। না—না—আমি—আমি—

বিশা। চুপ্‌ কর রক্ষণা—সম্রাট্‌ বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে প'ড়েছেন! সম্রাট্‌! একটু মনোযোগ ক'রে শুনুন,—হেপাস্তেন সাহেব—রক্ষণার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে—

দিযানা। শেষে থাক্‌তে না পেরে যুদ্ধক্ষেত্রে যখন চারিদিকে সতর্ক সৈন্যসামন্তরা শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা ক'চ্ছিলেন—তখন ঐ সুন্দরীকে আহ্বান ক'রে—প্রাণের প্রেমটা উন্মুক্ত প্রান্তরে ব্যক্ত ক'রেছিলেন—

বিশা। ঠিক—ঠিক ব'লেছ বালক! পরিষ্কার ব'লেছ—এই হ'ল অভিযোগের একেবারে সঠিক সারাংশ! তা'রপর—সম্রাট্‌কে আমি নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিলেম—রক্ষণা সুন্দরী হেপাস্তেনের আচরণে কি রকম ক্রুদ্ধ হ'য়ে সে স্থান পরিত্যাগ ক'চ্ছিলেন—

আলেক। কিন্তু দু'জনের কি কথাবার্ত্তা হ'য়েছিল—সেটা তো কিছুই জান্‌তে পাল্লেম না।

বিশা। সেটা আর জান্‌বার আবশ্যক কি সম্রাট্‌? সেটা তো সহজেই অনুমান ক'রে নিতে পারা যায়!

আলেক। হেপাস্তেন! কেন আর মিথ্যা গোপন ক'চ্ছ? এখনও সত্য কথা প্রচার ক'রে নিজের মহত্ত্ব প্রচার কর।

হেপা। সম্রাট্‌! হয় আপনি আমাকে এখুনি শাস্তি প্রদান করুন,—নইলে আমি নিজেই আপনার সম্মুখে শাস্তিগ্রহণ ক'র্ব্ব—

(তরবারি কোষমুক্ত করণ)

আলেক। এখুনি তরবারি কোষবদ্ধ কর হেপাস্তেন—সম্রাটের আদেশ অবজ্ঞা ক'রে তা'র মর্য্যাদার হানি কোরোনা! হেপাস্তেন—হেপাস্তেন—তুমি এমন? তুমি কি মানুষ? কিম্বা তুমি নরাকারে—! আচ্ছা—দেখি—শেষ পর্য্যন্ত দেখি! বক্ষণা—বক্ষণা। তুমি সত্য কথা বল—হেপাস্তেন তোমাকে নির্জ্জনে আহ্বান ক'রে কি ব'ল্‌ছিল? বল—বল—

বক্ষণা। সম্রাট্—সম্রাট্—সে কথা আমি ব'ল্‌তে পার্ব্বনা! নরাধম হেপাস্তেন সাহেব—আমার বড় অপমান ক'রেছে,—অবলা স্ত্রীলোককে অকথ্য ভাষায় মর্ম্মাহত ক'রেছে! মহাপাপীকে শাস্তি দিন, সম্রাট্—এই আমার মিনতি!

আলেক। কিন্তু কি অকথ্য ভাষা প্রয়োগ ক'রে তোমার অপমান ক'রেছে—একবার কষ্ট ক'রে সেটা ব'ল্‌বে না সুন্দরি?

বক্ষণা। আমি কিছুতেই তা' ব'ল্‌তে পার্ব্ব না!

আলেক। এ বড় বিষম বিপদের কথা! তুমিও ব'ল্‌বে না—হেপাস্তেন সাহেবও ব'ল্‌বেন না! তা'হ'লে আমি কি সে কথা শুন্‌তে পাবনা?

(মাসিদন সৈনিকের প্রবেশ)

মা-সৈ। কেউ না বলেন—আমার কাছে শুনুন সম্রাট্!

বিন্দা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—এই ব্যক্তি তো সেখানে নিদ্রার ভাণ ক'রে শুয়েছিল! সম্রাট্! খোদা একজন ঠিক সাক্ষ্য পাঠিয়ে দিয়েছেন! মনে নাই সম্রাট্—একে নিদ্রিত দেখে—এর স্থানে হেপাস্তেন সাহেব প্রহারা দিচ্ছিলেন? চমৎকার সাক্ষ্য পাওয়া গেছে!

মা-সৈ। আমার মতন সাক্ষ্য জগদীশ্বর ভিন্ন আর কোথাও পাবেন না সম্রাট্!

আলেক। বেশ কথা—তুমি কি শুনেছ বল!

মা-সৈ। সম্রাট্! অত্যন্ত শ্রান্ত হ'য়ে আমি সেইস্থানে ক্লান্তিদূর কর্ব্বার জন্য কর্ত্তব্যে অবহেলা ক'রে মাটীতে শুয়ে প'ড়েছিলেম। শোবা-মাত্রই আমি নিদ্রামগ্ন হ'য়ে পড়ি। অকস্মাৎ রমণীর কাতর-ক্রন্দনে আমার নিদ্রাভঙ্গ হ'যে চোখ চেয়ে দেখি, হেপাস্তেন সাহেব সেই স্থানে ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন,—আর ঐ সুন্দরী সাহেবের পায়ের তলায় ব'সে কেঁদে কেঁদে ব'ল্‌ছেন,—"আমি তোমায় ভালবাসি—তোমার জন্য আমি মরি—তুমি আমায় রক্ষা কর—"

রক্ষণা। অ্যাঁ—অ্যাঁ—না—না—আমি—আমি—

বিশা। মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা। হেপাস্তেন সাহেব ওর হ'য়ে প্রহরীর কার্য্য ক'রেছিল,—উপকার ক'রেছিল,—সেইজন্য—বুঝেছেন সম্রাট্?

আলেক। তা' বুঝ্‌তে পাচ্ছি! তারপর সৈনিক! হেপাস্তেন কি ব'ল্লেন?

মা-সৈ। সম্রাট্। হেপাস্তেন যা ব'ল্‌লেন—তা' হেপাস্তেনেরই যোগ্য কথা,—তা' সম্রাটের বন্ধুর যোগ্য কথা,—তা' দেবতার যোগ্য কথা! সুন্দরী যতই প্রেমভিক্ষা করেন,—হেপাস্তেন ততই বলেন,—"মা! আমি তোমার সন্তান,—আমাকে ওকথা ব'ল্‌তে নাই!"

আলেক। (সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া সৈনিকের হস্ত ধরিয়া) চতুর সৈনিক! তোমার এত দূর স্পর্দ্ধা—তুমি আমার সম্মুখে এমন ভয়ানক কথা ব'ল্‌তে এসেছ?

মা-সৈ। সম্রাট্! সত্য কথা ব'লেছি—মহাপ্রাণ হেপাস্তেন সাহেবের অপূর্ব্ব দেব-চরিত্র সর্ব্বসমক্ষে প্রচার ক'রেছি,—আমায় শাস্তি দিন—আমার মনে কোন দুঃখ নাই!

হেপা। সম্রাট্! সৈনিক আমার প্রতি দয়া-পরবশ হ'য়ে আমার জীবন রক্ষা কর্ব্বার জন্য মিথ্যা কথা ব'লেছে! ওকে মার্জ্জনা করুন! ওর সমস্ত মিথ্যা কথা! সম্রাট্! বিশা খাঁর কথাই সমস্ত সত্য! আমিই এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দোষী—আমার প্রাণদণ্ড করুন। আর দোষী হই—নির্দ্দোষী হই,—আমার চরিত্রে সম্রাট্ যখন সন্দেহ ক'রেছেন,—তখন আমার এ পাপজীবনধারণে কোনও প্রয়োজন নাই। সম্রাট্। আমায় শাস্তি দিন!

আলেক। তোমার শাস্তি দোবোনা? খুব শাস্তি দোবো! হেপাস্তেন। হেপাস্তেন! তুমি এমন? আমি জান্তেম—তুমি আমার বাল্যবন্ধু,—তুমি আমার সুহৃদ্,—আমার সহোদরের সমান। কিন্তু আজ জান্লেম—হেপাস্তেন! তুমি—তুমি—তুমি আমার পিতার অধিক,—তুমি আমার গুরুর অধিক,—তুমি নরাকারে সাক্ষাৎ দেবতা। তুমি আমার পূজ্য,—তুমি আমার আরাধ্য,—তুমি আমার একমাত্র শিক্ষাদাতা!

সৈ-গণ। জয় সম্রাট্ আলেকজান্দারের জয়!

হেপা। এ্যাঁ—এ্যাঁ—একি! একি! সম্রাট্! আপনি কি ব'ল্ছেন? আমি কি স্বপ্ন দেখ্ছি নাকি?

বিশা। এ্যাঁ—এ্যাঁকি হ'ল? সম্রাটের কি মস্তিষ্ক বিকৃত হ'ল নাকি?

আলেক। হ্যাঁ—মস্তিষ্ক বিকৃতই বটে খাঁ-সাহেব! সৈনিক! হেপাস্তেন সাহেবের কার্য্যের তুমি যেরূপ সাক্ষ্য,—আমি নিজে তা'র অপেক্ষা আরও অধিক সাক্ষ্য! আমি অনেকদিন হ'ল—খাঁ-সাহেবের কথায় হেপাস্তেনের চরিত্রে একটু সন্দিহান হ'য়েছিলেম,—রক্ষণা সুন্দরীর হেপাস্তেনের প্রতি আচার-ব্যবহারে অলক্ষিতে দু'জনের প্রতি প্রখর দৃষ্টি

রেখে আস্‌ছিলেম! দৈবাৎ গতরাত্রে আমি রক্ষণা সুন্দরীকে একাকিনী অবগুণ্ঠনবতী হ'য়ে বাহিরে চ'লে আস্‌তে দেখে—অতি গোপনে সুন্দরীর পশ্চাদনুসরণ করি! এসে যা' দেখ্‌লেম,—যা' শুন্‌লেম,—তা'তে আমার হৃদয়ে এই উদার হৃদয় বন্ধুর প্রতি যে কি অপূর্ব্ব ভক্তিশ্রদ্ধাভাবের উদয় হ'ল, তা' আমি প্রকাশ ক'র্ত্তে অসমর্থ!

রক্ষণা। উঃ—না—না—আমি আর এস্থানে থাক্‌তে পার্ব্বনা! আমি পালাই—পালাই—

বিশা। কোথায় যাবে রক্ষণা? তোমার আমার বিরুদ্ধে এ সমস্ত ষড়যন্ত্র হ'য়েছে বুঝ্‌তে পাচ্ছনা? দেখিনা—সম্রাট্‌ আরও কতদূর বেড়ে ওঠেন! বাঃ—বাঃ—দিগ্বিজয়ী সম্রাট্‌! খুব সুবিচার ক'ল্লেন বটে! অপরাধীর খুব শাস্তিবিধান ক'ল্লেন বটে!

আলেক। শাস্তিবিধান হবে বইকি খাঁ-সাহেব! হেপাস্তেন! ভাই! এস—শাস্তি গ্রহণ কর! এই নাও,—গুরুদত্ত মন্ত্রপূত বিশ্বজয়ী এই অসি ধারণের তুমিই যোগ্য,—আজ হ'তে এ অসি তোমার হস্তে শোভিত হোক্‌! আর ঐ সিংহাসন,—ঐ সিংহাসনে তোমার মতন দেবতার স্থান হওয়াই কর্ত্তব্য! এস—ঐ সিংহাসনে আমি তোমাকে বসিয়ে- তোমার পদতলে আমি আসন গ্রহণ করি।

রক্ষণা। তাই করুন,—তাই করুন সম্রাট্‌! আমি কিন্তু ও মহা-পাপীর মুখদর্শন ক'র্ত্তে পার্ব্বনা! বন্ধুর মর্য্যাদা উনি খুব রক্ষা ক'রেছেন বটে,—কিন্তু একবার জিজ্ঞাসা করুন,—রমণীর মর্য্যাদা উনি এমন ক'রে নষ্ট ক'ল্লেন কেন? আমি এই বিশ্ববিজয়ী রূপরাশি নিয়ে—এই বুক-ভরা প্রেমের ডালি নিয়ে—ওঁকে এতদিন ধ'রে সাধাসাধি ক'ল্লেম,—লজ্জা-মান-ভয় সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে রমণী হ'য়ে ওঁর পদতলে উপহার দিলেম,—নিষ্ঠুর নর-পিশাচ আমাকে

মাতৃ-সম্বোধনে উপেক্ষা ক'র্ল্লে? ওর সর্ব্বনাশ হোক্,—সর্ব্বনাশ হোক্,— (বক্ষে ছুরিকাঘাত ও পতন)

বিশা। এ্যাঁ—একি? কি হ'ল! রক্ষণা—রক্ষণা—কি ক'র্ল্লে রক্ষণা? সম্রাট্—সম্রাট্—দেখুন—দেখুন,—আপনার রক্ষণা আত্মহত্যা ক'র্ল্লে!

আলেক। ইচ্ছা হয়—তুমিও ওর সহগামী হ'তে পার! ও স্বেচ্ছায় মানে মানে চ'লে গেল—ভালই হ'ল,—নয়তো এখুনি দু'জনকেই আমি একসঙ্গে বিদায় ক'র্ত্তেম!

হেপা। সম্রাট্! খাঁ-সাহেবকে মার্জ্জনা করুন,—একটা চিকিৎসক এনে—

আলেক। আর অশান্তির অনল প্রজ্বলিত রেখোনা হেপাস্তেন! এদের দু'জনকে আশ্রয় দিয়ে আমার এই সুখের সংসার ছারখার হ'বার উপক্রম হ'চ্ছিল—আর নয়। বিশা-খাঁ! এই মুহূর্ত্তে তুমি তোমার ঐ বারাঙ্গনার মৃতদেহ নিয়ে আমার আশ্রয় থেকে দূর হও!

বিশা। সম্রাট্। খুব কৃতজ্ঞ আপনি!—কত উপকার ক'রে এলুম আপনার,—আমায় খুব কৃতজ্ঞতার পুরস্কার দিলেন বটে! আচ্ছা —চল্লুম—মনে থাকে যেন—আমি বিশা-খাঁ!

আলেক। তোমায় চিরকাল মনে রাখ্‌ব! তুমি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে নিজের দেশের রাজার,—নিজের অন্নদাতার,—নিজের দেশ-বাসীর সর্ব্বনাশ্ ক'রেছ,—তোমায় মনে রাখ্‌বনা? আমি দিগ্বিজয় ক'র্ত্তে এসেছি,—ছলে-বলে-কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করা আমার পাপ নয়! তবে তোমার কাছে আমি যে হিসাবে কৃতজ্ঞ,—সে কৃতজ্ঞতার পুরস্কার এই নাও কুক্কুর! (বিশা-খাঁকে পদাঘাত)

পঞ্চম অঙ্ক



প্রথম গর্ভাঙ্ক



তক্ষশীলার রাজসভা।

আলেকজান্দার, সভাসদ্‌গণ ও সদারাম।

সদা। এতদিন পরে তক্ষশীলা রাজ্যটা পবিত্র হ'ল! বিশ্ববিজয়ী সম্রাট্‌ সেকেন্দার শাহ এসে পদধূলি প্রদান ক'ল্লেন! সম্রাট্! কি ক'রে যে আমরা হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ ক'র্ব্ব—তা' ভেবে ঠিক ক'র্ত্তে পাচ্ছিনা।

আলেক। আমারও সৌভাগ্য যে তক্ষশীলাধিপতি মহারাজ আম্ভির সঙ্গে আমি মিত্রতা-পাশে আবদ্ধ হ'লেম। কই—মহারাজ কোথায়? আমাকে অভ্যর্থনা ক'রেই—অকস্মাৎ চ'লে গেলেন কোথায়? অন্তঃপুরে কি কোন অমঙ্গল ঘটেছে?

সদা। অমঙ্গল? হ্যাঁ—ঠিক অমঙ্গল নয়,—তবে খুব মঙ্গলও ব'ল্‌তে পারিনা। আপনার কাছে তো আর লুকোচুরি কিছু চ'ল্‌বে না! তবে বলি। আজ ক'দিন হ'ল—মহারাজের একমাত্র কন্যা,—অপূর্ব্ব সুন্দরী, পূর্ণ-যুবতী—সম্রাজ্ঞী হ'বার উপযুক্ত কন্যাটী,—কোথায় চ'লে গেছেন! তাইতে মহারাজ একটু—

আলেক। চ'লে যাবার কারণ?

সদা। কারণ কি আর ব'ল্‌ব বলুন! মহারাজের কি আর এখানে মিত্র কেউ আছে? চারিদিকে শত্রু—চারিদিকে শত্রু—কেবল আমি ছাড়া! সেই জন্যই তো আপনার শুভাগমনের জন্য মহারাজ আর আমি এত ব্যস্ত হ'যে প'ড়েছিলুম। পঞ্চনদের অধীশ্বর মহারাজ পুরুর পুত্র—মেয়েটীকে ভুলিয়ে কোথায় যে লুকিয়ে রেখেছেন,—এত সন্ধান ক'রেও কোথায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! আজ এইমাত্র শুন্‌লুম—মেয়েটী এখানে ফিরে এসেছে! সেই খবর পেয়েই আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য ত্যাগ ক'রে মহারাজ অন্তঃপুরের দিকে গেলেন। মেয়েটীকে সঙ্গে ক'রে এখানে এনে একেবারে আপনার হাতে দেবেন, এইটী হ'ল তাঁর মনের প্রবল বাসনা।

আলেক। এই যে মহারাজ আসছেন!

(আম্ভির প্রবেশ)

আম্ভি। মার্জ্জনা ক'র্ব্বেন সম্রাট্‌—একটু বিশেষ প্রয়োজনে একবার অন্তঃপুরে যেতে হ'য়েছিল।

আলেক। হ্যাঁ—শুন্‌লেম বটে! আপনার কন্যা এসেছেন?

আম্ভি। দুরদৃষ্টের কথা আর বলেন কেন সম্রাট্‌? অভাগিনী এখনও ফিরে আসেনি! বোধ হয় আর আস্‌বে না!

সদা। আস্‌বে বইকি,—নইলে বাপ ছেড়ে—ঘরবাড়ী ছেড়ে,—এমন সম্রাট্‌-দর্শন ছেড়ে কোথায় থাক্‌বেন তিনি? যাক্‌ মহারাজ! এইবার সম্রাট্‌কে একটু খাতির করুন—খাতির করুন!

আম্ভি। খাতির আর নূতন কি ক'র্ব্ব মন্ত্রী? আমি তো ব'লেছি যে আমি সম্রাটের অনুগত। এ রাজ্য,—রাজ-সিংহাসন,—তক্ষশীলার রাজা প্রজা,—সমস্তই এখন সম্রাট্‌ আলেকজান্দারের আজ্ঞাধীন। সম্রাট্‌!

অনুগ্রহ ক'রে একবার তক্ষশীলার রাজসিংহাসনে উপবেশন করুন, আমরা কৃতার্থ হই।

আলেক। মহারাজ! আমি আপনার সবল ব্যবহারে যথার্থই অত্যন্ত মুগ্ধ হ'য়েছি। আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন ক'র্ত্তে এসেছি মাত্র,—আপনার রাজ্য অধিকার ক'র্ত্তে আসিনি!

সদা। সে তো যথার্থ কথা! সম্রাট্! আপনি যখন আমাদের সহায়—তখন আমরা আর কা'কেও গ্রাহ্য করি না। কি ব'ল্‌ব সম্রাট্! সেদিন পঞ্চনদের মহারাজ পুরু এসে আমাদের মহারাজকে আর সেই সঙ্গে আপনাকে যে গালাগালিটা দিয়ে গেল,—শুন্‌লে কাণে আঙ্গুল দিতে হয়। আবার শাসিয়ে গেছে,—"সেকেন্দার শাহকে দেখে নোবো,—তক্ষশীলাকে দেখে নোবো।"

আলেক। মহারাজ পুরু আপনাদের মধ্যে থেকে এত উত্তেজিত হ'লেন কেন?

আম্ভি। মতিচ্ছন্ন,—নইলে সাধ ক'রে মৃত্যুকে আহ্বান ক'র্ত্তে যায়? ব'ল্‌ব কি সম্রাট্—ঐ পুরুরই উত্তেজনায় আমার বহুদিনের পুরাতন সেনাপতি এবং অনেক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত আমার রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে—আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রগ্রহণ ক'র্ত্তে উদ্যত হ'য়েছে!

সদা। মহারাজ—ও সমস্ত কথায় আর প্রয়োজন নেই। সম্রাট্! সভাসদ্‌গণের সম্মুখে আপনি মহারাজ আম্ভির অনুরোধে একবার সিংহাসনে উপবেশন করুন, বন্ধুত্ব-শৃঙ্খলটা খুব পাকাপাকি হ'য়ে যাক্! আমি ততক্ষণ সম্রাটের অনুচরবর্গের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করি!

[সদারামের প্রস্থান।

আম্ভি। আসুন মহারাজ—আমার সিংহাসন পবিত্র করুন!

(আলেকজান্দারের সিংহাসনে আরোহণ করিবার উদ্যোগ এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তে উন্মুক্ত তরবারিহস্তে অর্পণার প্রবেশ)

অর্পণা। সাবধান যবনসম্রাট্! হিন্দুর পবিত্র আসন কলঙ্কিত কোরোনা!

আলেক। এ কি? কে এ যুবতী?

আম্ভি। এই সেই আমার হতভাগিনী কন্যা! অর্পণা—অর্পণা -এসেছিস্ মা? বেশ করিছিস্? কিন্তু—একি তোর আচরণ?

অর্পণা। পিতা! আমার আচরণ? কেন? সে কি এতই অন্যায়? সে কি এতই বিস্ময়কর? সে কি এতই ভয়াবহ? আচরণটা আপনার কি রকম,—একবার শীতল মস্তিষ্কে বিবেচনা ক'রে দেখুন দিকি পিতা? এ সব আপনি কি ক'চ্ছেন? ক্ষত্রিয়রাজ! ভারত-সন্তান! হিন্দুবংশধর! যবনের পদে কুল-শীল-মান-মর্য্যাদা সমস্ত অর্পণ ক'রেও কি তৃপ্তি হয়নি? আবার তা'র ওপোর কমলার অধিষ্ঠানভূমি,—যেখানে আপনার স্বর্গগত পিতৃপিতামহগণ সূক্ষ্মদেহে অহোরাত্র বিহার ক'চ্ছেন,—এই পবিত্র রাজসিংহাসনে—সমাদরে একটা ঘৃণ্য অস্পৃশ্য অখাদ্যভোজী যবনকে সমাদরে বসাতে যাচ্ছেন? ধিক্—ধিক্! আপনাকে শত সহস্র ধিক্!

আম্ভি। অর্পণা! অর্পণা! আপনার ঔরসজাত কন্যা ব'লে অনেকক্ষণ তোমার এ প্রগল্ভতা মার্জ্জনা ক'রেছি! কিন্তু—আর সহ্য হয় না! দুশ্চারিণি! তোর এত স্পর্দ্ধা? তুই অখণ্ডপ্রতাপ সম্রাট্ সেকেন্দার শাহকে,—আর তাঁ'র সঙ্গে তোর জন্মদাতা পিতাকে অপমান করিস্? দূর হ'য়ে যা' পাপিষ্ঠা,—সরে যা' আমার সিংহাসনের কাছ থেকে!

অর্পণা। কা'র সিংহাসন? এ কি আপনার? আপনার সিংহাসন

হ'লে—আপনি প্রাণ ধ'রে কি যবনকে উপহার দিতে পার্ত্তেন? তক্ষশীলার রাজসিংহাসন কি স্বদেশদ্রোহী রাজবংশের একটা কুলাঙ্গারের জন্য? তক্ষশীলার সিংহাসন—আমার! শুধু আমার কেন,—তক্ষশীলার সিংহাসন তক্ষশীলার একজন অতি দীনহীন ভিক্ষাব্যবসায়ী প্রজার—যে এ সিংহাসন রক্ষা কর্ব্বার জন্য অঙ্গুলি সঞ্চালন ক'র্ত্তে চেষ্টা করে!

আলেক। মহারাজ! মুখরা কন্যার সঙ্গে অকারণ বাদ-বিসম্বাদে প্রয়োজন নাই। দেখ্‌ছি—আপনার অত্যধিক আদরে ওঁর স্পর্দ্ধা এতদূর বর্দ্ধিত হ'য়েছে! তাই কন্যা হ'য়ে—পিতার এত অসম্মান ক'র্ত্তে উনি কুণ্ঠিতা হ'চ্ছেন না!

অর্পণা। কে আমার পিতা? যেদিন আমার গর্ভধারিণী আমাকে ত্যাগ ক'রে স্বর্গে চ'লে গেছেন,—সেই দিন থেকেই ওঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ শেষ! যেদিন শুন্‌লেম—উনি শত্রুভয়ে ভীত হ'য়ে—ক্ষাত্রধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে শত্রুর শরণাগত হ'তে উদ্যোগী,—সেই দিন হ'তে ওঁর সঙ্গে আমার সমস্ত সম্বন্ধের অবসান! আর যদিও জন্মদাতা ব'লে অন্তরের কোনও গুপ্তস্থানে ওঁর জন্য ভক্তিশ্রদ্ধার একটা ক্ষীণ রেখাও অবশিষ্ট থাকে,—আজ যবনকে এই পবিত্র হিন্দুরাজ-সিংহাসনে উপবেশন করাবার উদ্যোগেই তা জন্মের মতন বিলুপ্ত ক'রে ফেলেছি!

আম্ভি। সম্রাট্! সম্রাট্! বন্ধু ব'লে আপনি আমায় আশ্রয় দিয়েছেন, সকল বিষয়ে আপনি আমার সহায়তা ক'র্ব্বেন ব'লে প্রতিশ্রুত হ'য়েছেন,—আমার এই অনুরোধটী রক্ষা করুন, এখুনি এ দুশ্চারিণী বালিকাকে আপনি কেশাকর্ষণ ক'রে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান! আমি চাই না,—অমন পিশাচিনী কন্যার মুখদর্শন ক'র্ত্তে চাই না! আমি আপনাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রেছি—আজ থেকে ঐ কুলত্যাগিনীকে আপনার কঠোর শাসনের মধ্যে নিক্ষেপ ক'ল্লেম। আপনি কৃপা ক'রে

হতভাগিনীর ভার গ্রহণ করুন। ওকে বন্দিনী করুন,—বাঁদি করুন,—কিম্বা একেবারে বধ করুন!

আলেক। মহারাজ! আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা ক'র্ত্তে সকল সময়েই প্রস্তুত বটে,—কিন্তু রমণীর প্রতি বলপ্রকাশ কেমন ক'রে ক'র্ব্ব! আপনার অভিরুচি হয়—আপনি আপনার লোকজনের সাহায্যে ওঁকে আমার শিবিরে প্রেরণ ক'র্ত্তে পারেন!

আম্ভি। যথা আজ্ঞা সম্রাট্! আমি জোর ক'রে ওকে—

(তরবারি হস্তে অরিন্দমের প্রবেশ)

অরি। কা'র ওপোর জোর ক'র্ব্বে নরাধম? জান—অর্পণা আমার ধর্ম্মপত্নী? আর এক পদ অগ্রসর হ'লে এখুনি তোমার ছিন্নমুণ্ড ভূতলে লুণ্ঠিত হবে। এস অর্পণা—

আলেক। একি? কে এ উদ্ধত যুবক?

আম্ভি। সম্রাট্! এই নরাধম—আমার কন্যাপহারী! এ আমার এবং আপনার মহাশত্রু পুরুর পুত্র! একে এখুনি পিপীলিকার মত হত্যা করুন।

আলেক। শত্রুরমণীবধে আলেকজান্দার অক্ষম! কিন্তু শত্রুপুরুষ-বধে তা'র সে বাধা নাই! দর্পী যুবক! স্বেচ্ছায় কালসর্পের বিবরে এসে প্রবেশ ক'রেছ!

(অরিন্দমকে আক্রমণ)

অরি। আমি নয়—দস্যু—তুমিই বরং কালসর্পের আয়ত্তাধীন।

(উভয়ের যুদ্ধ)

অর্পণা। পিতা! বিপন্ন পতিকে রক্ষা করা সতীর ধর্ম্ম! আমি:

আমার স্বামীকে রক্ষা ক'র্ত্তে অস্ত্রধারণ ক'ল্লেম! আপনিও আপনার যবন প্রভুকে পাবেন—রক্ষা করুন।

(আলেকজান্দারকে আক্রমণ)

আম্ভি। অর্পণা—অর্পণা—কি করিস্—কি করিস্?

(আম্ভির দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ! সর্ব্বনাশ! পঞ্চনদের বিপুল সৈন্য তক্ষশীলার প্রাসাদ বেষ্টন ক'রে—সম্রাটের সৈন্য এবং আমাদের সৈন্য-সামন্ত বিনষ্ট ক'রে ফেল্‌ছে!

আলেক ও আম্ভি। এঁ্যা—সে কি!

[আলেকজান্দার ও আম্ভির প্রস্থান।

অরি। অর্পণা—অর্পণা—হৃদয়েশ্বরি!

অর্পণা। প্রাণেশ্বর! হৃদয়বল্লভ। এই আমাদের বিবাহের উৎসব!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

তক্ষশীলা—প্রান্তর ।

দিয়ানা ।

দিয়ানা । এঁ্যা -একি হ'ল ! দেখ্‌তে দেখ্‌তে দিনের পর কতদিন চ'লে গেল—কিন্তু উদ্দেশ্য আমার সফল হ'ল কৈ ? এত মায়া ? এত মমতা ? এ দুর্ব্বলতা স্পার্টান রমণীর পক্ষে তো বড় লজ্জার কথা ! তবে কি কালিস্থানির কথাই ঠিক ? হ্যা—ঠিকই তো ! আমি তো সত্যই আলেকজান্দারকে ভালবাসি ! শুধু ভালবাসি নয়—প্রাণ দিয়ে ভালবাসি ! কিন্তু তা' ব'লে এই রকম লাঞ্ছিতা—অপমানিতা—উপেক্ষিতা হ'য়ে ভালবাস্‌বে স্পার্টান রমণী ? না—কখনই না ! কিসের জন্য ? কি প্রতিদানের আশায় ? সম্রাট্ কি আমায় ভালবাসে ? এই স্পার্টান রমণীকে—এই দিয়ানাকে কি আলেকজান্দার ভালবাসে ? তা'তো বাসেনা ! সম্রাট্ ভালবাসে—তা'র এক বালক ভৃত্যকে, তা'র গোলামকে, তা'র অনুগ্রহভিখারিকে । না—না—ভালও বাসেনা,—তা'কে দয়া করে,—পোষা শৃগাল কুক্কুরকে লোকে যেমন আদর করে—তেমনি তা'কে আদর যত্ন-স্নেহ করে ! তবু—এ সব জেনে শুনে বুঝেও আমি চুপ্ ক'রে থাক্‌ব ? আমার প্রতিহিংসাসাধন ক'র্ব্ব না ? না—আর সম্রাটের অত কাছে থাক্‌ব না,—আর তা'র অত কাছে ব'সে ঘনিষ্ঠতা ক'র্ব্বনা ! আবার কঠোরতা অবলম্বন ক'র্ব্ব ! দূরে—দূরে থেকে—প্রতিহিংসার প্রচণ্ড অনল ধূ ধূ ক'রে জ্বালিয়ে তুল্‌বো,—সে অনলে আলেকজান্দারকে

ভস্ম ক'র্ব্ব—নিজেও ভস্মীভূত হব! ক্রমে যে যুদ্ধের কোলাহল খুব বেড়ে উঠ্‌ল! উঠুক—আমার কি? এ যুদ্ধেব কোন পক্ষেব জয পবাজয়ে আমার স্বার্থ কি? কিছুমাত্র না!

(আহত অবস্থায আলেকজান্দাবেব প্রবেশ)

আলেক। একপ ভাবে আক্রমণ ক'র্ব্বে তা জান্‌তেম না! উঃ—ভাগ্যে ঠিক সময হেপাস্তেন আমাব পার্শ্বে এসে প'ড়েছিল, নইলে—

দিয়ানা। একি? একি? সম্রাট্—সম্রাট্! আপনি যে আহত!

আলেক। আঃ—বাচ্‌লুম! বড় ভাব্‌ছিলুম বন্ধু—এ অবস্থায তোমাকে কোথায খুঁজে পাই! একে শবীব অসুস্থ—তাব ওপোব উন্মত্ত বালকেব হস্তেব অব্যর্থ অসিব আঘাত! উঃ—দোস্ত্—কাছে এস—আমাব মাথা ঘুব্‌ছে!

দিযানা। বালকেব হস্তেব আঘাত? কে সে বালক সম্রাট্?

আলেক। তুমিও আজ আমাব প্রতি এত বিরূপ ভাই? আমাব কাছে পর্য্যন্ত আস্‌ছ না! সত্য বল্‌ছি—আমি দাঁড়াতে পাচ্ছি না—মাথা ঘুব্‌ছে—

দিয়ানা। মার্জ্জনা করুন সম্রাট্—কথায় কথায অন্যমনস্ক হ'যেছিলুম। (আলেকজান্দারকে বাহুপাশে বেষ্টন করিযা—স্বগত) নাঃ—হোলোনা! সঙ্কল্প আবার ভেসে গেল!

আলেক। চল—শিবিরে যাই! কিন্তু—হেপাস্তেনেব কি হ'ল? না—না—শিবিরে গিয়ে কাজ নেই! দোস্ত্! একবাব দু'জনে চল দেখি,—গিযে অবস্থাটা দেখে আসি! তুমি যেতে পার্ব্বে তো? যুদ্ধ-স্থলে যেতে তোমার ভয হবেনা তো?

দিয়ানা। সম্রাট্! জীবনে অনেক জিনিষ দেখেছি—অনেক

জিনিষ শিখেছি—অনেক জিনিষ জেনেছি,—কেবল ঐ ভয়টাকে কখনো দেখিনি—শিখিনি—জানিনা! ভয় তো প্রাণের? সে প্রাণই আমার নেই সম্রাট্! চলুন যাই—

(উভয়ের গমনোদ্যোগ ও সৈন্যসহ হেপাস্তেনের প্রবেশ)

হেপা। (সৈন্যগণের প্রতি) আর পশ্চাদনুসরণের প্রয়োজন নাই — আর অকারণ প্রাণিহত্যায়ও কাজ নাই! মহারাজ পুরু এখন হতবল, —আর অতি অল্পমাত্র সৈন্য তাঁ'র অবশিষ্ট!

আলেক। হেপাস্তেন!

হেপা। এই যে সম্রাট্ এখানে! সম্রাট্—সম্রাট্—একি? এ অবস্থায় আপনি আবার যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে কেন?

আলেক। সংবাদ কি বল ভাই!

হেপা। সেই বীরশ্রেষ্ঠ বালক রণক্ষেত্রে শায়িত,—মহারাজ পুরুর প্রায় তিন ভাগের উপর সৈন্য বিনষ্ট। আর চিন্তা নাই সম্রাট্—

আলেক। বালক নিহত? সুসংবাদ বটে! হেপাস্তেন। এমন বীরত্ব আমি জীবনে কখনো দেখিনি!

হেপা। কল্পনাতীত সম্রাট্! অগণন শত্রুসৈন্য ভেদ ক'রে একা হাস্‌তে হাস্‌তে অসিক্রীড়া—অম্লানবদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন—এ বীরত্ব আর কোথাও কোন দেশে শুনিনি সম্রাট্,—আজ চক্ষে দেখ্‌লেম—প্রাণে প্রাণে বুঝ্‌লেম,—এ অলৌকিক বীরত্ব এক ভারতেই আছে,—শুধু ভারতবাসীতেই সম্ভব!

আলেক। যথার্থই তাই হেপাস্তেন! কিন্তু এখনও মহাকার্য্য অসম্পূর্ণ! যেমন ক'রে হোক্—মহারাজ পুরুকে বন্দী ক'র্ত্তেই হবে! প্রাণবধ নয়—জীবিত অবস্থায় তাঁ'কে বন্দী করা চাই! চল্ল হেপাস্তেন—দু'জনে যাই! আমি অনেকটা সুস্থ হ'য়েছি!

হেপা। সম্রাট্! আপনি শিবিরে বিশ্রাম করুন—আমি এখুনি আপনার আদেশ পালন ক'চ্ছি!

আলেক। না—না—মহাবাজ পুরু—ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর! শত্রুরও পূজনীয়! সামান্য সৈনিকের দ্বারা তাঁ'কে বন্দী ক'রে অসম্মান ক'র্ত্তে পার্ব্ব না। বালক! তুমি শিবিরে যাও—আমি শীঘ্রই ফিরে যাচ্ছি!

[হেপাস্তেনের সহিত আলেকজান্দারের প্রস্থান।

দিয়ানা। শত্রুমিত্রে সমভাব! তোমায় আমি চিন্‌তে পাল্লেম না আলেকজান্দার!　　[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

যুদ্ধক্ষেত্রের এক প্রান্ত।

নিহত অরিন্দমের মৃতদেহের উপর মুখ রাখিযা পার্শ্বে অর্পণা মূর্চ্ছাবস্থায় পতিতা।

স্থিরদৃষ্টিতে অরিন্দমের দেহের পানে চাহিয়া পুরু দণ্ডায়মান—তৎপার্শ্বে বিশোক।

বিশোক। মহারাজ! সকলই বিধাতার ইচ্ছা! আর এস্থানে থেকে ফল কি? চলুন—রাজকুমারীকে নিয়ে শিবিরে যাই। শত্রু বোধ হয় যুদ্ধ আপাততঃ স্থগিত রেখেছে!

পুরু। এ্যাঁ—কি ব'ল্‌ছ বিশোক!

বিশোক। মহারাজ! বীরশ্রেষ্ঠ আপনি, —পুত্রশোকে জ্ঞানশূন্য হওয়া আপনার সাজে না!

পুরু। জ্ঞানশূন্য হ'য়েছি? আমি? কই—না! পুত্র কি আমার মৃত? বীরপুত্র কখনো সাধারণ মানুষের মত মরে? দেখ—দেখ—বড় পরিশ্রান্ত হ'য়েছে, দেখ—যুদ্ধশ্রমে ভয়ানক ক্লান্ত হ'য়ে পুত্র আমার কি ঘোর নিদ্রায় মগ্ন! এমন পুত্র কি আমার ম'র্ত্তে পারে বিশোক? ঘুমোচ্ছে—ঘুমোক্। চল যাই—আমরা শত্রুকে আবার আক্রমণ করি! এস—এস—বিশোক!

বিশোক। মহারাজ! রাজকন্যা যে এখনও মূর্চ্ছিতা! এঁকে এ অবস্থায় রেখে কি ক'রে যাবেন?

পুরু। রাজকন্যা কে? ও যে আমার পুত্রবধূ! আমার নিদ্রিত পুত্রের পাশে প'ড়ে আছে! আহা—হা! বিশোক—বিশোক—ও বালিকাও কি আমার অরিন্দমের মত যুদ্ধক্লান্তি দূর কর্ব্বার জন্য চির-নিদ্রায় অভিভূতা হ'ল? হ'তে পারে—আশ্চর্য্য নয়! আশ্চর্য্য নয়! মা—মা—তা'হ'লে তুইও তোর স্বামীর মত ঘুমোলি মা? বিশোক—বিশোক! বড় আক্ষেপ রইল—এদের বিবাহটা দিতে পাল্লেম না! উঃ—অরিন্দম! কোনও সাধ আমার পূর্ণ হ'তে দিলে না?

অপর্ণা। ওগো—ওগো—আমারও অনেক সাধ ছিল—আমারও অনেক সাধ অপূর্ণ রইল। হঠাৎ একি হ'ল? স্বামিন্! প্রভু! এ কি ক'ল্লে? দু'জনে একসঙ্গে যাব—এ যে মহাসাধ ছিল,—তা' পূর্ণ হ'তে দিলে না কেন? আমায় ফেলে আগে পালালে কেন?

পুরু। তোকেও ফেলে রেখে গেল,—আর আমাকে কি ক'রে গেল,—তা' দেখ্‌ছিস্ মা? বুকের পাঁজ্‌রাগুলো ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিয়ে গেল! আমি এখন শক্তিহারা—অকর্ম্মণ্য—জীবন্মৃত!

অর্পণা। না—না পিতা! তা' হবে না। পুত্র আপনার শত্রু দমন ক'র্ত্তে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন,—সে শত্রুদমন না ক'রে আমরাই বা কেন অকারণ প্রাণ ধ'রে থাক্‌ব! চলুন পিতা,—কোথায় শত্রু—দেখিগে চলুন!

বিশোক। একটু স্থির হোন্ রাজকুমারি! আমাদের সৈন্য কোথায়? কি নিয়ে শত্রুকে আক্রমণ ক'র্ব্ব? মহারাজ পুত্রশোকাতুর হ'য়ে—যথার্থই শক্তিশূন্য হ'য়ে প'ড়েছেন।

অর্পণা। আমি সে সব জানি না,—আমার স্বামীর আদেশ আমায় পালন ক'র্ত্তেই হবে! ঐ তিনি আমার জন্য অপেক্ষা ক'চ্ছেন,—ঐ তিনি আমায় ব'ল্‌ছেন,—"আমার অসম্পূর্ণ কার্য্য তুমি শেষ ক'রে এস!" আমি সৈন্য জানিনা,—আমি সেনাপতি জানিনা,—আমি শোকতাপ কিছুই মানিনা! আমি চাই শত্রুনিধন ক'র্ত্তে,—আমার স্বামীর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'র্ত্তে!

[অর্পণার বেগে প্রস্থান।

বিশোক। মহারাজ! দাসের প্রতি কি আদেশ?

পুরু। আদেশ আর তো এখন আমার কিছুই নেই! এখন শত্রু বধ ক'রে যা'তে পুত্রের অতৃপ্ত আত্মার তৃপ্তিসাধন হয়,—তাই আমায় ক'র্ত্তে হবে! কিন্তু—এ অবস্থায় পুত্রকে আমার একা রেখে যাই কি ক'রে? ওঃ—বিশোক—বিশোক—দেখ—দেখ—কি সুন্দর মুখখানি দেখ! দেখ—দেখ—যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাস্‌ছে! দেখে নিই—আর একবার ভাল ক'রে দেখে নিই!

বিশোক। মহারাজ! একটু সুস্থ হোন্—একটু ধৈর্য্য ধারণ করুন—আমি রাজকুমারী কোথায় গেলেন দেখি!

[বিশোকের প্রস্থান।

পুরু। অরিন্দম! পুত্র আমার! বংশপ্রদীপ আমার! একবার উঠ্‌তে পার! একবার আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াতে পার? তা'হ'লে আবার আমি শক্তিটা ফিরে পাই!

(আলেকজান্দার, হেপাস্তেন ও অরিন্দম-সৈন্যগণের প্রবেশ)

আলেক। এই যে মহারাজ! পুত্রের দশা দেখে আর যুদ্ধ কর্ব্বার সাধ আছে কি?

পুরু। সাধ যথেষ্ট আছে সেকেন্দার শাহ—তবে সে সাধে আর ফল কিছু নেই বুঝ্‌তে পাচ্ছি! এইবার এস—তোমার ঐ পাপমস্তকটা দ্বিখণ্ডিত ক'রে—পুত্রশোকানল কতকটা নির্ব্বাপিত করি।

(আলেকজান্দারকে আক্রমণ)

হেপা। এ অন্যায় বাসনা কেন মহারাজ? আপনি স্বেচ্ছায় যখন তরবারি পরিত্যাগ ক'র্ত্তে প্রস্তুত নন,—তখন অগত্যা বাধ্য হ'য়ে আপনার অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত ক'র্ত্তে হবে!

পুরু। তবে এই নাও! পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমার সবই যখন গেছে,—তখন শত্রুবধে আর আকাঙ্ক্ষা কেন? (তরবারি প্রদান)

আলেক। মহারাজ! বুঝ্‌তে পাচ্ছি—আপনি পুত্রশোকে অত্যন্ত মুহ্যমান হ'য়েছেন! আপনার প্রতি আর আমার কোনও বিদ্বেষভাব নাই। আপনি বলুন,—এক্ষণে আমার কাছে কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন?

পুরু। সেকেন্দার শাহ! তোমার কাছে আমি দয়ার প্রত্যাশী নই,—তোমার নিকট আমি প্রাণভিক্ষাও প্রার্থনা করিনা। আমার এইমাত্র অনুরোধ,—যদি আপাততঃ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করা তোমার অভিপ্রায় না হয়,—যদি আমার প্রাণবধ করা তোমার অভিলাষ না হয়,—আমি রাজা, আমার সঙ্গে রাজার মতন ব্যবহার কর! আর আমার অন্য বক্তব্য নাই।

আলেক। তাই হবে মহারাজ! আমি আপনাকে রাজযোগ্য সম্মান প্রদান ক'র্ব্ব। আমি আজ হ'তে আর আপনার শত্রু নই;—আমাকে মহারাজের পরম মিত্র ব'লেই জান্‌বেন।

(বিশোকের পুনঃ প্রবেশ)

বিশোক। কে তোমার মিত্রতা গ্রাহ্য করে সেকেন্দার শাহ? মহারাজ পুরুর এক্ষণে সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থা! পুত্রশোকোন্মত্ত মহারাজের প্রলাপবাক্যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে কোথায় যাচ্ছ রাজ্যাপহারী দস্যু?

আলেক। কে তুমি মূর্খ?

বিশোক। আমি তক্ষশীলার সেনাপতি! আমি মূর্খ নই,—আমি তোমার মৃত্যু। শত্রুর কাছে বশ্যতা স্বীকার না করা,—শত্রুর সঙ্গে সন্ধি না করা,—আমার মূর্খতা নয়—আমার পাণ্ডিত্য! তক্ষশীলার মহারাজ যখন তোমার দাসত্ব স্বীকার ক'ল্লেন,—আমি ঘৃণার সহিত তাঁ'কে পরিত্যাগ ক'রে চলে এসে—এই মহাপুরুষ বীরশ্রেষ্ঠ পঞ্চনদের অধীশ্বর মহারাজ পুরুর অধীনে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্ত্তে এসেছিলেম। যাদুকর যবনরাজ! এখন দেখ্‌ছি—মহারাজ পুরুও তোমার নিকট অবনতমস্তক।

পুরু। মিথ্যা কথা! দারুণ পুত্রশোকাচ্ছন্ন হ'য়ে সত্যই আমি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হ'য়েছিলেম! আমি কি ব'লেছি জানিনা,—আমি কি ক'রেছি—কিছুই জানিনা! সেকেন্দার শাহ! যুদ্ধ কর! আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'র্ত্তে চাইনা! যুদ্ধ কর।

আলেক। মহারাজ! এখনও তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত। তুমি নিরস্ত্র নিঃসহায়। এখুনি মনে ক'ল্লে তোমায় আমি বন্দী ক'র্ত্তে পারি। কিন্তু যখন তোমার সঙ্গে একবার বন্ধুত্ব স্থাপন ক'রেছি,—আমি তোমায় পরিত্যাগ ক'রে চ'ল্লেম।

বিশোক। চতুর যবন! আমার সঙ্গে তো তোমার বন্ধুত্ব নয়! আমি তোমায় পরিত্যাগ ক'র্ব্ব না!

হেপা। তবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর মূর্খ!

(বিশোক ও হেপাস্তেনের যুদ্ধ ও বিশোকের পতন)

পুরু। দেখ্‌লে? দেখ্‌লে সেকেন্দার শাহ? ভারতবাসী সকলে আম্ভি নয়—বুঝ্‌লে?

আলেক। মহারাজ! মৃত্যু যা'র শিয়রে—সে হিতকথায় কর্ণপাত করেনা। তবে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'ল্লেম—তোমরা বীরের জাতি বটে!

[আলেকজান্দার ও হেপাস্তেনের প্রস্থান।

পুরু। কোথায় যাও—সেকেন্দার শাহ? এখনও আমি যে অবশিষ্ট আছি!

(পুরুর প্রস্থানোদ্যোগ ও আম্ভির প্রবেশ)

আম্ভি। যাবেন না মহারাজ! আর স্বেচ্ছায় অনলে ঝাঁপ দেবেন না!

পুরু। কে তুমি? কে—কে? আম্ভি? তক্ষশীলার অধীশ্বর? স্বদেশদ্রোহী? ভারতমাতার কুলাঙ্গার সন্তান? যবনের উচ্ছিষ্টভোজী? স'রে যা—স'রে যা,—আমায় স্পর্শ ক'রিস্‌নে! আমার কাছে আসিস্‌নে! আমি তোর পাপমুখ দেখ্‌তে চাইনা! দূর হ'য়ে যা—দূর হ'য়ে যা!

আম্ভি। মহারাজ! আমায় তিরস্কার ক'চ্ছেন করুন,—আপনি আমার জ্যেষ্ঠের সমান! কিন্তু বিবেচনা ক'রে দেখুন—সেকেন্দার শাহের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আপনার কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হ'ল? আপনার কি ফললাভ হ'ল?

পুরু। নরাধম—কাপুরুষ! বীরত্ব-প্রকাশে বীরের কি ফললাভ

হয়,—কর্ত্তব্য-পালনে বীরের কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়,—স্বদেশরক্ষায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন ক'ল্লে বীরের কি সদ্গতি হয়,—তুই কি বুঝ্‌বি কুলাঙ্গার? বীরত্বের কদর যা'রা জানে,—বীরের মর্য্যাদা যা'রা বোঝে,—বীরবংশে, বীরের ঔরসে যা'রা জন্মগ্রহণ ক'রেছে,—চেয়ে গ্যাখ্—যবনের দাস! ঐ আমার পুত্র,—ঐ তোর সেনাপতি বিশোক,—ঐ তা'রা বীরের শয্যায় শায়িত? আর দেশের জন্য কি ক'রে আত্মোৎসর্গ ক'র্ত্তে হয়,—তা' যদি জান্‌তে চাস্—মূর্খ! যা,—তোর ঔরসজাতা সেই শাপভ্রষ্টা দেব-কন্যা—আমার পুত্রবধূ অর্পণাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌গে যা! আন্তি! কালসর্প! যবনের পদ-পূজা ক'রে ইহলোকে খুব সম্মান প্রতিষ্ঠা হয়তো লাভ ক'র্ত্তে পার,—কিন্তু নিশ্চয় জেনো,—পরলোকে তোমার অনন্ত নরক-ভোগ! আমার নাম,—আমার পুত্রের নাম,—তোর ঐ হতভাগ্য সেনাপতির নাম,—ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে সৃষ্টির শেষদিন পর্য্যন্ত লিখিত থাক্‌বে! কিন্তু এই ভারতবাসী চিরদিন তোর চিত্র অঙ্কিত ক'রে—তা'তে পদাঘাত ক'রে—তোর প্রতি তা'দের জাতিগত অবজ্ঞা প্রকাশ ক'র্ব্বে! সেকেন্দার শাহ! সেকেন্দার শাহ! কোথায় তুমি? যুদ্ধ কর,—যুদ্ধ কর!

[পুরুর প্রস্থান।

আন্তি। প্রায়শ্চিত্ত ক'র্ত্তে হ'বে! এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি? না,—বোধ হয় নাই!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক



বনপথ।

দণ্ডী, কল্যাণ ও শিষ্যগণ।

দণ্ডী। কল্যাণ! সকলকে সংবাদ দেওয়া হ'য়েছে?

কল্যাণ। হ্যাঁ—গুরুদেব! আশ্রমে সকলেই সমবেত হ'য়েছে। আপনার আদেশে কয়েকজনকে এখানে ডেকে এনেছি।

দণ্ডী। পঞ্চনদের অবস্থা কি দেখে এলে কল্যাণ?

কল্যাণ। অতি শোচনীয় অবস্থা। যবন-সম্রাট্ নগর অধিকার ক'র্ত্তে পারেনি বটে,—কিন্তু—বোধ হয় তা'রও বড় বিলম্ব নেই!

দণ্ডী। মহারাজ পুরু কোথায়?

কল্যাণ। তিনি অবশিষ্ট কয়েকজন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ ক'চ্ছিলেন জানি,—কিন্তু এখন অবস্থা কি—তা' ব'ল্‌তে পাল্লেম না! একে দারুণ পুত্র-শোকে কাতর,—তার উপর সৈন্যবলের নিতান্ত অভাব!

দণ্ডী। সে অভাব মোচন কর্ব্বার ভার এইবার আমাদের উপর অর্পিত। কল্যাণ! শিষ্যগণ! সেইজন্য আজ আমি তোমাদের সমবেত হ'তে আদেশ ক'রেছি।

কল্যাণ। কি ক'র্ত্তে হ'বে বলুন ঠাকুর! যাগ-যজ্ঞ-পূজা-হোম-অর্চ্চনা—প্রায়োপবেশন,—যা ক'র্ত্তে আদেশ ক'র্ব্বেন,—রাজার কল্যাণে,—মাতৃভূমির মঙ্গলকামনায়,—স্বদেশের এবং স্বদেশীর বিপদ মোচনের জন্য আমরা সকলেই সে সব মাঙ্গলিক কার্য্য ক'র্ত্তে প্রস্তুত হ'য়ে আছি!

দণ্ডী। শুন বৎস!
হোম-পূজা, যাগ-যজ্ঞ, উপাসনা আদি,
নিরবধি এতদিন লিপ্ত ছিলে যাহে,—
এবে তাহে কার্য্য নাহি হ'বে!
হের বিপন্না এ দেশবাসী,—
দিবানিশি সশঙ্কিত সবে, –
মহাবল শত্রু আসি নাশে রাজ্য-প্রজা!
এ সবার রক্ষাভার অর্পিত রাজায়;—
কিন্তু হায়—দুরদৃষ্টবশে,—
রাজ-শক্তি-হারা হ'য়ে সেই নরপতি,
হন যদি বিপদে পতিত;—
কিম্বা ক্ষমতার অতীত যদ্যপি,—
হয় কভু ক্ষত্রিয়ের——
ক্ষত্রতেজে বাহুবলে স্বদেশ রক্ষিতে,—
উচিৎ কি ব্রাহ্মণের বল সে সময়–
বেদপাঠ—মন্ত্র-উচ্চারণ?
ব্রাহ্মণ মঙ্গলকারী—হিতৈষী সবার,—
জন্মভূমি—রাজ্য—রাজা—প্রজা,—
প্রাণপণে সবাকার কল্যাণ সাধন,—
ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য প্রধান।
এ হেন ব্রাহ্মণ জাতি—
বিদ্যমান থাকিতে হেথায়,—
রোধিতে শত্রুরে নাহি করিবে উদ্যম?
স্বর্গোপম পুণ্যস্থান নিজ জন্মভূমি,—

বক্ষে ধ'রি ব্রাহ্মণ-সন্তানে—
যবনের পদতলে হইবে লুণ্ঠিতা ?

কল্যাণ। সত্য প্রভু—অসহ্য সে ভীষণ কল্পনা !
কিন্তু হায়, - কি আছে উপায় ?
নিরীহ-প্রকৃতি—এ ব্রাহ্মণ জাতি,—
লক্ষ্য-মাত্র পরলোকে গতি,—
চিরদিন তপস্যানিরত,—
শত্রু-মিত্রে সমভাবে সতত দর্শন,
শাস্ত্র-বেদ অধ্যয়ন—জ্ঞান-আলোচনা,—
দিবানিশি কামনা যাঁ'দের,—
দেহশক্তি কোথা পাবে তা'রা—
রণক্ষেত্রে রোধিতে শত্রুরে ?

দণ্ডী। কি বল কল্যাণ ?
ব্রাহ্মণের শক্তি নাহি দেহে ?
ব্রাহ্মণের মত শক্তিবান্—
এ জগতে কোথা—কোন্ জাতি ?
প্রতি লোমকূপে যা'র—
জ্বলে মহাশক্তির অনল—
বাহুবল অভাব তাহার ?
সর্ব্বশিক্ষাধার—পবিত্র-ব্রাহ্মণ,—
কিবা প্রয়োজন তা'র—
অস্ত্র-শিক্ষা রণনীতি শাস্ত্রের অভ্যাসে ?
শস্ত্রচালনায়—অভিজ্ঞতা যদি নাহি রয়,—
কিবা ক্ষতি তা'য়—ব্রাহ্মণতনয় ?

স্বদেশের হিতকামনায়,—
যুদ্ধ-যজ্ঞে প্রাণাহুতি করহ প্রদান,—
ব্রাহ্মণের মান,—দ্বিজাতিব মর্য্যাদা-সম্মান,—
ইহলোকে-পরলোকে অক্ষুণ্ণ রহিবে।
সেকেন্দার-আক্রমণ হ'তে,—
নাহি রক্ষ যদি স্বদেশ-বাসীরে,—
দেখিবে অচিরে,—
শত্রুর সংসর্গে আসি—
নিজ দেশবাসী চিরতরে হইবে পতিত।
কিন্তু এবে—
তর্কের অতীত কাল—শুন শিষ্যগণ,—
করি দৃঢ়পণ,—.
জপ-যজ্ঞে নিয়োজিত ছিল যেই কর,
কর' তাহে শত্রুগতিরোধ।
রক্ষা কর—পত্নীপুত্র আত্মপরিজনে,—
প্রাণপণে শত্রুভয় কর নিবারণ।
করহ স্মরণ,—
দ্বিজোত্তম দ্রোণাচার্য্য বীরে,—
কুরুক্ষেত্রে যে শক্তির তুলনা না হয়!
কিম্বা সেই জমদগ্নি-সুত—
ব্রাহ্মণ পরশুরামে ভাব একবার,
মেদিনী কম্পিত যাঁর বীর-পদভরে!

কল্যাণ গুরুদেব! গুরুদেব!
ধরি পদে করুন মার্জ্জনা,

তব উত্তেজনা-পূর্ণ উপদেশে—
অজ্ঞানতা মহাভ্রম দূরিত সবার।
সত্য কথা প্রভু—
সর্ব্বকার্য্যে—সর্ব্ব-বিদ্যা-প্রদর্শনে,—
ব্রাহ্মণে যদ্যপি—
সবাকার শীর্ষস্থান করে অধিকার,—
এ কোন্ বিচার,—
রবে তা'রা পশ্চাতে সবার—
উদ্ধারিতে মাতৃ-ভূমি বিপদসময়ে ?
কোন্ যুক্তিবলে—আত্মপ্রাণরক্ষাতরে -
পর্ব্বত-কন্দরে কিম্বা নিবিড়-কাননে—
দেশের দুর্দ্দিনে—
লুক্কায়িত রবে দ্বিজ শাস্ত্র-গ্রন্থ ল'য়ে ?
গুরুদেব—করুন প্রত্যয়,—
তব শিষ্য-সমুদয়—
নহে ঘৃণ্য কাপুরুষ অধম দুর্ব্বল !
ব্রহ্মবল বাহুবল করিয়া মিশ্রিত,—
বিকম্পিত করি রণস্থল—
যুঝিব যবন-সনে করি প্রাণপণ,—
শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে,—
মনোসাধে বিনাশিব যবন-বাহিনী !
জয়—জয় মা ভবানী !

শিষ্যগণ। জয় মা ভবানী !

দণ্ডী। এই তো দ্বিজের যোগ্য কথা !

জন্মভূমি জননীর ভরসা সকলে,
যেই মাতৃকোলে সবে পুষ্ট এত কাল,—
কালরূপী দুরাত্মা যবনে—
তোমাদের বিদ্যমানে,—
সেই মাতৃগলে দিবে দাসত্ব-শৃঙ্খল?

শিষ্যগণ। কখনই নয়!

দণ্ডী। কে ক্ষত্রিয়? কেবা সে ব্রাহ্মণ?
কেবা নীচ—কেবা উচ্চজাতি?
এক মাতৃগর্ভে জন্ম সবাকার!
এক মাতৃস্তন্যে পুষ্ট সন্তান সকলে—
এক ভ্রাতৃত্বশৃঙ্খলে—
বদ্ধ ভ্রাতৃগণ সবে অচ্ছেদ্য বন্ধনে।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আদিগণে,—
সামাজিক নিয়ম রক্ষণে,—
ভিন্ন ভিন্ন পদে অবিষ্ঠিত।
কিন্তু বিহিত কি এ সময়ে—
এ রাষ্ট্রবিপ্লবে,—
সমাজের সে পার্থক্যনিয়মপালন?
ভ্রাতৃভাবে পরস্পর কর আলিঙ্গন,
রণক্ষেত্রে ধাও সবে একপ্রাণ হ'যে!

শিষ্যগণ। জয় গুরু! জয় মা ভবানী!

কল্যাণ। কিন্তু—এক মাত্র নিবেদন প্রভু!
কোন মতে—যদি কোথা হ'তে—

কোনরূপ অস্ত্র-শস্ত্র হয় সংগৃহীত—
ভল্ল তরবারি অথবা কুঠার,—

(অর্পণাব কতকগুলি তরবারিহস্তে প্রবেশ)

অর্পণা। নাহি চিন্তা তা'র ওহে বীরগণ!
এই অস্ত্র কবহ গ্রহণ—

শিষ্যগণ। জয় মা ভবানী।

দণ্ডী। কে তুমি জননি?
অকস্মাৎ অবতীর্ণা যেন স্বর্গ হ'তে।
এত অস্ত্র কোথা পেলে মাতা?
কেমনে জানিলে—
অস্ত্র প্রযোজন আমা সবাকার?
কেবা দিল সমাচাব—
যুদ্ধকার্য্যে অগ্রসর দবিদ্র ব্রাহ্মণ?

অর্পণা। হে ব্রাহ্মণ!
সে সংবাদে তব কিবা প্রয়োজন!
দৈবাধীনে এসেছি হেথায়,—
সমাচার কে দিবে আমায়?
যেই মহাব্রতের সাধনে—
উৎসাহিত জনে জনে তোমরা ব্রাহ্মণ,—
অভাগিনী সেই ব্রতে ব্রতী!
প্রতি ঘরে ঘবে করি অন্বেষণ,—
কোন্ জন মাতৃভূমি রক্ষিবাবে চায়?
হতবল বিপন্ন রাজায়,—
কেবা চায় সাহায্য করিতে,—

প্রাণ দিতে রাজার কল্যাণে ?
নিহত সৈনিকমাঝে করি বিচরণ,
করিয়াছি আহরণ—
অগণন অস্ত্র-শস্ত্র কত,
করিতে সজ্জিত—নিরস্ত্র যুদ্ধার্থিগণে।
হের ঐ স্তূপাকার—
সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্ররাশি,
যেবা চায় কর তা'রে দান।
চল চল রণাঙ্গনে হও আগুয়ান—
নাহি প্রয়োজন কালব্যাজে আর।

কল্যাণ। গুরুদেব! বিস্ময়ের কি আছে কারণ ?
শুভকার্য্যসূচনায়—
হেরি দেব—মঙ্গল লক্ষণ!
শক্তিস্বরূপিণী—আপনি ভবানী—
বালিকার রূপে উপনীতা হেথা,
নিযোজিতে ব্রাহ্মণে সমরে—
বল সমস্বরে—জয় মা ভবানী।

শিষ্যগণ। জয় মা ভবানী!

গীত।

জনমভূমি! জনমভূমি!
মুঞ্চ জননী তব নয়নবারি।
মিলিত সমবেত—সন্তান শত শত,
দৃঢ়-করে ধৃত হের তরবারি॥

মর্দ্দিব অরাতি—দলি পদতলে,
সমরে প্রাণ ডালি দিব কুতূহলে ;
নিদ্রিত কেশরী-- জাগ্রত হের মাতঃ,—
বীরগর্ব্বভরে চলে সারি সারি ॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

আলেকজান্দারের বিরাম শিবির।

ছদ্মবেশে বিশা খাঁ।

বিশা। খুব কৌশলে সেকেন্দারের শরীররক্ষকটাকে হত্যা ক'রেছি। নইলে,—এ পোষাক না প'র্‌লে কিছুতেই কার্য্যসিদ্ধির পন্থা হ'ত না! প্রতিহিংসাসাধনের খুবই সুযোগ বটে! সৈন্যরা সকলেই যুদ্ধে ব্যস্ত! যা'রা আছে,—তা'দেরও তেমন সম্রাটের ওপোর আস্থা নেই বুঝ্‌লুম। সকলেরই যেন একটু "আড়া-আড়া—ছাড়া-ছাড়া" ভাব! ঐ যে সম্রাট্‌,—খুব সিরাজি পান ক'রে আস্‌ছেন দেখ্‌ছি,—একটু সতর্ক হ'য়ে থাকি!

[প্রস্থান।

(আলেকজান্দারের প্রবেশ)

আলেক। আজ যেন সব নীরব—নিথর! তবু মনে হ'চ্ছে—এখনও শত্রুদল বলবান্‌,—আবার হয় ত' কোথা দিয়ে এসে হঠাৎ

আক্রমণ ক'র্ব্বে! এত রাত্রে কি আক্রমণ ক'র্ত্তে আস্‌বে? পঞ্চনদের আর আছে কি? রাজা তো উন্মাদ হ'য়ে কোথায় ঘুচ্ছে'ন! আবার যুদ্ধ ক'র্ত্তে চায়—যুদ্ধ ক'র্ব্ব! চিন্তাই বা কিসের? সিরাজি পাত্রটা কোথায় গেল? দোস্ত্!

(ছদ্মবেশী বিশা খাঁর প্রবেশ)

বিশা। (অন্যকণ্ঠে) সম্রাট্!

আলেক। তুমি কেন? তুমি যাও। দেখ—সে বালক কোথায় গেল—পাঠিয়ে দাও তো!

[বিশা খাঁর প্রস্থান।

আলেক। সকলেরই যেন অন্য ভাব! মনে হয়,—যে প্রাণ নিয়ে সৈন্যরা এসেছিল—সে প্রাণ আর তা'দের নাই! কি জানি—কেন?

(অত্যন্ত অসুস্থভাবে হেপাস্তেনের প্রবেশ)

হেপা।. সম্রাট্! আপনি এখনও শয়ন করেন নি?

আলেক। একি? হেপাস্তেন? কি হ'য়েছে? তুমি এমন হাঁপাচ্ছ কেন? তোমার দেহ যে কাঁপ্‌ছে—

হেপা। সম্রাট্! এ ভারতের জলবায়ু আমার সহ্য হ'চ্ছে না। আবার আজ ভয়ঙ্কর জ্বরে আক্রান্ত হ'য়েছি! উঃ—মাথার কি যন্ত্রণা! সম্রাট্! আপনি চিন্তিত হবেন না, আমি চিকিৎসককে সংবাদ দিয়েছি,—কিন্তু তাঁ'র আস্‌তে এত বিলম্ব হ'চ্ছে কেন,—তা' ব'ল্‌তে পারি না!

আলেক। হেপাস্তেন! তুমি বড্ড কাঁপ্‌ছ—এই পালঙ্কে শয়ন কর! আর চলা-ফেরা ক'র্ত্তে গেলেই—তুমি প'ড়ে যাবে! আমি চিকিৎসককে নিজে সঙ্গে ক'রে আন্‌ছি—

হেপা। না সম্রাট্—আমি আমার শিবিরে যাই! আপনার শয্যায় আমি কেমন ক'রে শয়ন ক'র্ব্ব? সম্রাট্! আমার অন্য যন্ত্রণা তত কিছু নয়,—কেবল ভয়ঙ্কর শীত অনুভব হ'চ্ছে!

আলেক। আমার কথা রাখ—হেপাস্তেন,—এই পালঙ্কে শয়ন কর। আমার এই গাত্রবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ক'রে শুয়ে থাক, আমি এখুনি আস্‌ছি—

(হেপাস্তেনকে শয্যায় শায়িত করাইয়া এবং পালঙ্কোপরি রক্ষিত গাত্রবস্ত্রে তাঁহার আপাদমস্তক আবৃত করিয়া আলেকজান্দারের প্রস্থান)

(কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বিশা খাঁর প্রবেশ)

বিশা। (স্বগত) নির্জ্জন স্থান—জন-মানবের সাড়াশব্দ নাই! হতভাগ্য সম্রাট্! নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেশ আরামে নিদ্রা যাচ্ছ! জাননা—এ নিদ্রা তোমার মহানিদ্রা! বড় পদাঘাত ক'রেছিলে,—এই তা'র প্রতিশোধ—

(হেপাস্তেনকে ছুরিকাঘাত)

হেপা। উঃ—উঃ—কে রে? (হেপাস্তেনের মৃত্যু)

বিশা। তোমার সাক্ষাৎ মৃত্যু—সেই বিশা খাঁ!

(দিয়ানার প্রবেশ)

বিশা। (বারংবার ছুরিকাঘাত করিতে করিতে) অকৃতজ্ঞ সম্রাট্! পদাঘাতের এই প্রতিশোধ—

দিয়ানা। (বিশা খাঁকে ছুরিকাঘাত করিয়া) আর গুপ্তহত্যার এই প্রতিশোধ! (বিশা খাঁর পতন)

(আলেকজান্দারের পুনঃ প্রবেশ)

আলেক। একি—একি—বালক! দোস্ত্! আমার শরীররক্ষককে হত্যা ক'ল্লে!

দিয়ানা। সম্রাট্! সর্ব্বনাশ—ঐ দেখুন—

আলেক। এ্যাঁ—কি—এ? কি—এ? হেপাস্তেন—হেপাস্তেন! ভাই ভাই—এমন সর্ব্বনাশ কে ক'ল্লে?

বিশা। খুব নসীব জোর তোমার সে—কে—ন্দা—র! খুব বেঁচে গেলে—(মৃত্যু)

দিয়ানা। চিন্‌তে পাল্লেন না সম্রাট্? এ সেই বিশ্বাসঘাতক বিশা খাঁ—আপনাকে হত্যা ক'র্ত্তে এসেছিল!

আলেক। হায়—হায়—শেষে আমিই হেপাস্তেনের মৃত্যুর কারণ হ'লেম! এর চেয়ে যে আমার মৃত্যু ভাল ছিল! হেপাস্তেন—হেপাস্তেন—ভাই—ভাই—তুমিও আমায় ত্যাগ ক'রে গেলে!

(নেপথ্যে—জয় মা ভবানী—জয় মা ভবানী!)

দিয়ানা। সম্রাট্! সম্রাট্! শীঘ্র বাইরে আসুন,—নিশ্চয় শত্রুদল আমাদের শিবির আক্রমণ ক'রেছে!

আলেক। এ্যাঁ—আবার আক্রমণ? আবার যুদ্ধ? আবার শত্রু? চারিদিকে শত্রু? ঘরে বাইরে শত্রু? এ শত্রুর কি শেষ নাই? হেপাস্তেন—হেপাস্তেন—এমন অবস্থায় আমায় রেখে গেলে ভাই?

[উভয়ের প্রস্থান।

নেপথ্যে—জয় মা ভবানী!

———

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক



প্রান্তর।

নেপথ্যে। জয় মা ভবানী—জয় মা ভবানী!!

(রক্তাক্তকলেবরে অর্পণা এবং তরবারিহস্তে কল্যাণের প্রবেশ)

কল্যাণ। চল মা—তোমাকে রাজবাটীতে রেখে আসি! আর এ অবস্থায় তোমার রণস্থলে থাক্‌বার প্রয়োজন নাই।

অর্পণা। কি ব'ল্‌ছ ব্রাহ্মণ? কোথায় যাব আমি? এখনও সেকেন্দার শাহ জীবিত,—এখনও স্বামি হন্তাকে নিহত ক'র্ত্তে পাল্লেম না,—তবে কিসের জন্য চ'লে যাব?

কল্যাণ। মাগো—অস্ত্রাঘাতে তোর সর্ব্বাঙ্গ যে ক্ষতবিক্ষত! তুই যে চলৎশক্তি পর্য্যন্ত হারিয়েছিস্ মা—

অর্পণা। ব্রাহ্মণ! আমার কাছে থেকে অনর্থক বাক্যব্যয় ক'রোনা! যাও—দেখ—তোমার সঙ্গিগণ সেকেন্দারকে বধ ক'র্ত্তে পাল্লে কিনা! সে সুসংবাদ পেলে তবে আমি এ স্থান পরিত্যাগ ক'র্ব্ব!

কল্যাণ। আমার কথা রাখ মা—তোমার এ ভয়ঙ্কর অবস্থায় একটু আমায় সেবা ক'র্ত্তে দ'ও!

অর্পণা। ব্রাহ্মণ! এ তোমার কেমন বিবেচনা? আমার মত শত শত প্রাণী তো যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হ'য়ে প'ড়ে আছে,—কই,—তা'দের সেবা ক'র্ত্তে তো তুমি এত ব্যস্ত নও? আমার প্রাণটাই প্রাণ,—আর তা'দের প্রাণের কোন মূল্য নেই? যাও—আমাকে নির্জ্জনে একটু বিশ্রাম ক'র্ত্তে দাও! সেকেন্দার শাহের সংবাদ নিয়ে এইখানে এস—আমি এইখানেই থাক্‌ব।

কল্যাণ। কি ক'র্ব্ব মা—আমাদের দুর্ভাগ্য! নইলে যে ভাবে আমরা সেকেন্দার শাহকে আক্রমণ ক'রেছিলেম, তা'তে নিশ্চয়ই সে আজ নিহত হ'ত! কোথা থেকে এক বীরবালক এসে—অত্যাশ্চর্য্য অসিচালনা ক'রে—তা'র আক্রমণকারীকে আর সেইসঙ্গে তোমাকে পর্য্যন্ত আহত ক'রে সেকেন্দারকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে গেল!

অর্পণা। এখনও চেষ্টা কর ব্রাহ্মণ—এখনও চেষ্টা ক'ল্লে কার্য্যসিদ্ধ হবে! সেকেন্দারের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হ'য়ে প'ড়েছে,—এইবার তোমরা সামান্য আয়াসে যুদ্ধজয় ক'র্ত্তে পার্ব্বে!

কল্যাণ। তবে তুমি এইস্থানে থেকো মা—আমি একবার দেখে আসি!　　　[কল্যাণের প্রস্থান।

অর্পণা। আর সময় নেই,—এইবার নিদানকাল উপস্থিত! স্বামিন্! প্রভু! প্রাণেশ্বর! শেষরক্ষা ক'রে যেতে পাল্লেম না! এসেছ—এসেছ হৃদয়েশ্বর? ফুলের মালা হাতে নিয়ে—ফুলসাজ প'রে—ফুলের রথে চ'ড়ে আমায় নিতে এসেছ? এস—কাছে এস—আমায় হাত ধ'রে তুলে নাও,—আমি যে উঠ্‌তে পাচ্ছি না! স্বামিন্—পতি—প্রাণেশ্বর—(মৃত্যু)

পট পরিবর্ত্তন।



যুদ্ধক্ষেত্র।

আহতা দিয়ানাকে বক্ষে ধারণ করিয়া আলেকজান্দার।

আলেক। তুমি রমণী? এতদিন ছদ্মবেশে ছিলে? কে তুমি—কে তুমি আমার জীবনদাত্রী? তুমি না থাক্‌লে—আজ কিছুতেই আমার শত্রুহস্তে নিস্তার ছিল না! বল—বল—কে তুমি? নিজের প্রাণ দিয়ে আমার প্রাণরক্ষা ক'ল্লে,—কে তুমি দেবী?

দিয়ানা। সম্রাট্! আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। মরণকালে একটা অনুরোধ—যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে,—আমাকে বুক থেকে নাবিও না! একটু কষ্ট ক'রে বুকে রাখ!

আলেক। কেন চিন্তা ক'চ্ছ? তোমায় আমি কিছুতেই বুক থেকে নাবিয়ে রাখ্‌ব না; তুমি তো জান—তোমাকে আমি কত ভালবাসি!

দিয়ানা। ভালবাস? সত্য ভালবাস?

আলেক। আমার জীবনে আমি কখনো মিথ্যা বলিনি,—আজ কেন ব'লব? তোমায় আমি প্রাণের চেয়ে ভালবাসি! তুমি আমায় ত্যাগ ক'ল্লে—আমার জীবনধারণ দুষ্কর হবে!

দিয়ানা। তবে আমি সুখে মরি! আশৈশব এই কথাটী শোন্‌বার আমার বড় সাধ সম্রাট্! তোমাকে ভালবেসে আমি জ্ঞানশূন্যা—পাগলিনী! তুমি আমায় ত্যাগ ক'রেছিলে,—আমি সেই রাগে—পৃথিবীময় ছুটে ছুটে বেড়িয়েছি। তোমাকে না পেয়ে তোমার প্রতি আমার ভীষণ বিদ্বেষ হ'য়েছিল,—আমি তোমাকে হত্যা ক'র্ব্ব ব'লে এই ছদ্মবেশ ধারণ ক'রেছিলেম।

আলেক। কে তুমি—কে তুমি ? তুমি কি. তুমি কি—সেই—

দিয়ানা। সেই দিয়ানা! তোমার গুরু আরিস্ততলের পালিতা কন্যা! আর কোন কথা তুলোনা—আর কোন প্রসঙ্গে কাজ নেই,— [illegible] —তোমায় আমি খুবই ভালবাসি— [illegible] আর তো কোন অনুরোধ ক'র্ব্বনা, [illegible] াহ ক'রে, পত্নী ব'লে গ্রহণ কর। তোমার ভালবাসা চেয়েছিলুম,—তোমার ভালবাসা পাবার জন্য পাগলিনী হ'য়েছিলুম,—যেমন ক'রেই হোক্—সে আশা আমার মিটেছে—সে সাধ আমার পূর্ণ হ'য়েছে! আমি প্রাণভ'রে তোমার সেবা ক'র্ত্তে পেয়েছি,—তুমি আমায় ভালবাস—একথা তোমার মুখে শুনেছি,—সম্রাট্—প্রাণেশ্বর—দিয়ানার হৃদয়সর্ব্বস্ব—বি—দা—য়— (মৃত্যু)

আলেক। দিয়ানা—দিয়ানা—

যবনিকা।

শিবমস্তু।

